মোহিনী। সজনী অপরূপ রূপ দেখসিয়া। নাচে গোরা হরি বোল বলিয়া॥ ধ্রু॥ পুরবে পরোক্ষে ভাব পরতেক দেখ লাভ সেই এই গোরা বিনোদিয়া। সুগন্ধি চন্দন সার গন্ধ করবিরমাল গোরা অঙ্গে পড়িছে লোটাইয়া॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে মোহন মুরলী চাহে বাঁধে চূড়া চাঁচর চিকুরে। কুঙ্কুম কস্তুরিতাকে গোরোচনা তিলকাটি শোভে মূর্তি ক্ষণে ক্ষণে মজার ঠাকুরে। জাহ্নবী যমুনা ভ্রম তীরে তরু বৃন্দাবন নবদ্বীপ গোকুল মথুরা। কহে নয়নানন্দ সেই সখা সখী বৃন্দ জিনিয়াছিয়া কাজ হইল গোরা॥ ৯॥

শ্রীরাগ। চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু লাবণিরে। উন্নতগীম সীম নাহি অনুভব জগ মন মোহন ভাঙনিরে। জয় শচী নন্দন ত্রিভুবন বন্দন ভুবন কামিনী কাম ভুজঙ্গম খণ্ডনরে। বিপুল পুলকাকুল আকুল কলেবর গরগর অন্তর প্রেমভরে। লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে। নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলাওত গাওত কত কত ভকতহি মেলি। যো রসে ভাসি অবশ মহী-মণ্ডল গোবিন্দ দাস তাহে পরশ না ভেল॥ ১০॥

মোহিনী। মদন মোহন তনু গৌরাঙ্গ সুন্দর ললাটে তিলক শোভে উর্দ্ধমনোহর॥ ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল। প্রাকৃত নয়ন দুই পরম চঞ্চল॥ শুক্ল যজ্ঞসূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে। সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে॥ অধরে তাম্বূল হাসে শ্রীবর চাহিয়া। যাউ বৃন্দাবন দাস যেরূপ নিছিয়া॥ ১১॥

শুই সিন্ধুড়া॥ সঙ্গে সহচর গৌরাঙ্গ নাগর দেখিনু পথের মাঝে। ও রূপ দেখিতে চিত বেয়াকুল ভুলিনু গৃহের কাজে সজনী গোরা রূপে মদন মোহে। সতী যুবতী এমতি হইল আর কি ধৈরজ রহে॥ ধ্রু॥ মদন ধনুয়া ধনুক জিনিয়া নয়নে গাঁথিল বাণ। মুখ শশধর বান্ধুলি অধর হাসি সুধা

টৌড়ী। বিহরে আজু রসিক রাজ গৌরচন্দ্র নদিয়া মাঝ কুঞ্জকেশর পুঞ্জ উজর কনকরুচির কাঁতিয়া। কোটিকাম রূপ ধাম ভুবন মোহন লাবণি ঠাম হেরত জগত যুবতী উমতি ধৈরজ ধরম তেজিয়া॥ অসিম শরদ পূর্ণিম চন্দ কিরণ বদন মদন চন্দ কুন্দ কুসুম নিন্দি সুষম মঞ্জু রদল পাঁতিয়া। বিম্ব অধরে মধুর হাসি বরষই কতই অমিয়া রাশি সুধই সিঞ্চ নিকর নিঝর বচন রচন ভাঁতিয়া। মধুর বরজ বিপিন কুঞ্জ মধুর যুবতী পিরিতি পুঞ্জ সোঙরিং অধিক অবশ মুগধ দিবস রাতিয়া। ভাবে অবশ অলস ধন্দ চলত নটত খলত মন্দ পাতিত কোর পড়ত ভোর নিবিড় আনন্দে মাতিয়া। অরুণ নয়নে অরুণ চাই সঘনে জপয়ে রাই রাই নটত উমত লুটই ভূমত কুটই মরত ছাতিয়া। উত্তম মধ্যম অধম জীব সবহু প্রেমে অধীর পীব তহি বলরাম বঞ্চিত অধম সুঠাম অপরাধিয়া॥ ১৬।

পটমঞ্জরী। দুই পিরীতি আরতি নাহি টুটে। পরশে সরস তনু কত সুখ উঠে॥ নাচেন গৌরাঙ্গ মোর গদাধর আশে গদাধর নাচে পুন গৌরাঙ্গ বিলাসে॥ ধ্রু॥ পুরুষ প্রকৃতী কিবা কামকলা শ্রীরাম। রাধা কানু কেলি কিবা রতি দেবকাম অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনী। উপমা মহিমা সীমা কি বলিতে জানি॥ মুখ চাঁদ কি বলিব নিতি জীয়ে মরে। কর পদ কি কহিব প্রেম ভয়ে ঝুরে॥ প্রেম কীর্ত্তন সুখ নদীয়া নগরে। প্রেমের গৃহিণী পণ্ডিত গদাধরে॥ প্রেম পারশমণি শচীর নন্দনে। উধারিল জগজনে দিয়া প্রেমধনে॥ কহেন নয়নানন্দ স্বতন্ত্র বেহার। শুনিলে করয়ে মন ইথে কি বিচার॥ ১৭॥

আসোয়ারি। নাচত গৌর সুন্দর বর রঙ্গিয়া। প্রেমভরে ভেল ডগমগিয়া॥ ধ্রু॥ গোবিন্দের অঙ্গে নিজ অঙ্গ হেলাইয়া ভাবে অবশ চিৎ পড়ে মুরছিয়া॥ রাধার ভাবে পাকে রাধার

গিরিপুরী ভারতী আসিয়া করিল যতি আঁচলের রতন কাড়ি নিল ॥ নবীন বয়েস বেশ কিবা সে চাঁচর কেশ মুখে হাসি আছয়ে মিশাইয়া। আমরা পরের নারী পরাণে ধরিতে নারি কেমনে বাঁচিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥ সুরধুনী তীরে তরু কদম্ব খণ্ডিত উরু প্রাণ কাঁদে কেতকী দেখিয়া। নদীয়া আনন্দে ছিল গোকুলের পারা হইল বাসুদেব মরয়ে ঝুরিয়া ॥ ২৭ ॥

সুহই। সকল মহান্ত মিলি সকালে সিনান করি আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে। গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিরহে বাউরা হৈয়া পড়ি শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে। শুনহে আমার নিতাই গুণমণি। কেবা আসি দিল মন্ত্র শিখাইল কোন তন্ত্র কিবা হইল কিছুই না জানি। ধ্রু ॥ কিবা করিলরে গেল ছাড়িয়া। ফিরে নিতাই কৈল পাথারে ভাসাইয়া গেল রহিল কাহার মুখ চাহিয়া। কহে বাসুদেব ঘোষ শচীর এমন দশা মরা যেন রহিয়াছে পড়িয়া ॥ ২৮ ॥

সুহই। কনক বরিখা ছাড়া আগে পাছু চলি গেলা বেড়িয়া রে নীলাচল নগর বিচ্ছেদে ভকতগণ হৈয়া বিষম মরু পথ চিহ্ন অনুসারে ধায়। নিতাই বিরহে নয়ান জেন অন্ধ আগার আগাতে [illegible] যান পথে নিত্যানন্দ অবধূত চন্দ্র ॥ ধ্রু ॥ সিংহ দ্বারে গিয়া মরম বেদনা পাইয়া দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়। সবে ভক্ত অনুরাগী উদ্দেশ পাবার লাগি নীলাচল বাসিরে সুধায় ॥ জাম্বুনদস্বর্ণ জিনি গৌর বরণ খানি অরুণ চরণ পীতবাস। অনুক্ষণ লোচনে প্রেম বারি ঝরঝর ধবলী বহত দোপাশ ॥ হরে কৃষ্ণ সঘনেই বোলত নূতন কিশোর বয়েস। গোবিন্দ দাস কহে জানু সে দেখনু সার্ব্বভৌমের মন্দিরে প্রবেশ ॥ ২৯ ॥

বসন্ত। নীলাচলে কনকাচল গোরা। গোবিন্দ ফাগু রঙ্গে ভেল ভোরা ॥ দেব কুমারী নারীগণ সঙ্গে। পুলকে কদম্ব কর

গারি ॥ সীতাপতি অদ্বৈত পহু। হেরইতে মনুমন লাগি রহু ॥ ধ্রু ॥ নবহ তুলসীক মঞ্জরী তহি পুনঃ দেই হাসিয়া করহু গৌর সিতশ্যাম বনোভিত কোজানে কতহু মূরতি পরকাশি। ডাহিনে রহু পুরুষোত্তম কামদেব রহু বাম। অপরূপ চরিত তোর সব চমৎকৃত গোবিন্দ দাস কি কহব গুণগাম ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা।

ভাটিয়ারি। পাখানি নাচাইয়া নূপুর বাজাইয়া বসিয়া মায়ের কোলে। ঈষৎ হাসিয়া মাথন তুলিয়া আধ২ বাণী বোলে ॥ কাচা মরকত নবনী জড়িত মনোহর তনুখানি। হাসিয়াহ অমীয়া সাঞ্চিয়া বোলে আধ২ বাণী ॥ যাঁহা লাগি শিব ছাড়ি নিজ বৈভব বিরাঞ্চি ধ্যানে না পায়। দ্বিজশ্যাম বালে বলে সেই গোপাল কুতুহলে নন্দগৃহে ধূলায় লোটায় ॥ ১

মাউর। আঙ্গিনামে নাচত নন্দদুলাল। চৌদিগে ব্রজবধু নাচত গায়ত বোলত থইং তাল ॥ ধ্রু ॥ থর্মকিং মৃদু মন্দ মধুর গতি ঘুঙ্গুর শব্দ সুতাল। বঙ্ক বলয় ধ্বনি নূপুর ঝন ঝান আধ২ বোল রসাল ॥ মরকত অঞ্জন ইন্দু বদন ঘন মোহন মূরতি তমাল। ঈষৎ মধুর অঙ্গিগম দোলায়নি কর পদ পঙ্কজ লাল ॥ ধরণী আনন্দিত অঙ্গ বিরাজিত সুন্দর বাল গোপাল। রামচন্দ্র কে প্রভু অখিল কলা গুরু ভকত বৎসল জয় গোপাল ॥ ২

রামকেলী। দেখ মাই নাচত নন্দ দুলাল। মণিময় নূপুর কটি পর ঘাঘর মোহন উর বনমাল ॥ ধ্রু ॥ গোপিনী কত শত বালক যুথ২ গায়ত বোলত ভাল। তীব্র দমিক ধ্বনি তথই থই শুনি নগধি তুগধি তাল ॥ লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত নিকসত মোতিম দন্ত রসাল। শ্যামচাঁদ দাস জন জগ জন জীবন পরম দয়াল ॥ ৩ ॥

টোড়ী। দেখসিয়া রাণের মা গো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া। কোথা গেল নন্দরায় আনন্দ রহিয়া গায় নয়ান ভরিয়া দেখসিয়া ॥ চিত্র বিচিত্র মাট চরণে চাঁদের হাট চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখী। সাধ করিয়া মায় নপুর দিছে রাঙ্গা পায় নাচিয়া২ আইস দেখি ॥ প্রতি পদ চিহ্ন তায় পৃথক পাড়িয়া যায় ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ তাহে সাজে। মাধবেন্দ্র দাসে কয় নাচিয়া গোবিন্দ রায় প্রেমভরে খাধিক বিরাজে ॥ ৪ ॥

ভাটিয়ারি। মরি বাছা ছাড়রে বসন। কলসী উলাইয়া তোমারে লইব এখন ॥ মরি তোমার বালাই লইয়া আগে আগে চল যাইয়া ঘাঘর নূপুর কেমন বাজে শুনি। রাঙ্গা লাঠি দিব হাতে খেলাইহ ছিদামের সাথে ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী ॥ দুই রহিনু তোমা লইয়া গৃহ কর্ম্ম গেল বহিয়া মোরে হবে কেমন উপায়। কলসী লাগিল কাখে ছাড়রে অভাগী মাকে হের দেখ ধবলী পিয়ায় ॥ মায়ের করুণা ভাষ শুনিয়া ছাড়িয়া বাস আগেং চলে ব্রজরায়। কিঙ্কিণী কাহনি ধ্বনি শুনি সুমধুর শুনি রাণী বলে সোনার বাছা যায়। কুবক ঝোলিয়া উরে আঙ্গুলের নখরে সোনায় বান্ধিয়া খোপা তায়। ধাইয়া যাইতে পিঠে অধিক আনন্দ উঠে নরসিংহ দাস গুণ গায় ॥ ৫ ॥

ধনাশ্রী। আগে যায় যদুমণি পাছে রাণী ধায়। না শুনে মায়ের বোল ফিরিয়া নাচায় ॥ যাদব মোর আয়রে আয়বাছ পুলারিয়া ডাকে তোমার মায় ॥ ধ্রু ॥ নাহি মারি নাকি ধরি নাহি বলিদর। সবে মাত্র বজিয়াছি রাখ গিয়া বাছুর ॥ অরুণ নয়ানের জল পড়িতেছে উরে। না জানি কেমন বিধি লাগিল মোরে ॥ বংশীবদনে বলে শুন দয়াময়। কে তোমা মারিতে পারে কারে তোমার ভয় ॥ ৬ ॥

আমি কি এমন হবে জানি ॥ তোমরা করিছ খেলা গোপাল কোথায় গেলা দড় করি বল এক বোল। বলরাম দাস বলে আকুল হইয়া সব রাখালের মাঝে উতরোল ॥ ৯ ॥

বিভাস। রোহিণী রঙ্গিনী গো মাত আমার বিছান হইতে হারা। পরাণ পুতলী ধন দুটি আঁখির তারা ॥ ধ্রু ॥ তিন তিন বার খায় এক্ষীর নবনী। এদুঃখে কেমনে জীয়ে মায়ের পরাণী ॥ যারে পুছি সে বলে মাদব নাহি হেথা। কি করিব কিবা হইল আর যাব কোথা ॥ বসু রামানন্দে কহে শুন নন্দ রাণী। কদম্বের তলে খেলে তোমার যদুমণি ॥ ১০ ॥

আহিরী। দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কাঁদে অনুরাগে বুক বহিয়া পড়ে ধার। না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে মা হইয়া বল ননী চোর ॥ চাঁদবায়া কুণ্ডল কাণে বাঁধিয়া হাদন ডোরে বাঁধে রাণী ননী লাগিয়া। আহিরে রমণী হাসে দাঁড়াইয়া চারিপাশে কয় নয় চাঁদ দুই ফুটিয়া আনের ছাওয়াল যত তাহারা ননী খায় কত মা হইয়া কেবা বাঁধে করি। যে বলো সে বলো মোরে না থাকিব তোর ঘরে এমা দুঃখ সহিতে না পারি ॥ বলাই খাইল ননী মিছা চোর বলে রাণী ভাল মন্দ না করে বিচার। পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আনেন বাহিয়া শিশু বলি দয়া নাহি তার। অঙ্গদ বলয় তাড় আর যত অলঙ্কার হার মণি মুকুতার হার। সকল খসাইয়া লহ আমারে বিদায় দেহ এদুঃখে মনোনা হব পার ॥ বলরাম দাসে কয় এই কর্ম ভাল নয় ধাইয়া গোপাল কর কোলে। যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখে মুছে অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ লীলা।

টোড়ী। ও গো আজু আমি চরাব বাছুর। পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া চরণেতে পরাহ নূপুর ॥ অঙ্কা

তিলক ভালে বনমালা দোলে গলে শিঙ্গা বেত্র বেণু মোর হাতে। ছিদাম সুদাম দাম সুবল আদি বলরাম সবাই দাঁড়াইয়া আছে পথে। বিশাল অর্জুন জাল কিঙ্কিণী কংকণ লাল সভাই সাজিয়া গোঠে যায়। গোপাল বনে যাবে শুনি সজল নয়নে রাণী অচেতন ধরণী লোটায়॥ চঞ্চল বাছুরির সনে কেমনে যাইবে বনে এছুটি কমলাক্ষ পায়। বিপ্র দাস ঘোষে বলে এ বয়েসে গোঠে গেলে গোপাল কি ধাবিতে পারে মায়॥ ১॥

মোহিনী॥ গোপালে নাকি যাবে দূরবনে। তবে আমি না জীব পরাণে॥ এতদিন মকল কানে সমুখে রাখিয়া থেলে আঙ্গিনার বাহির নাহি করি। আঙ্গিনার বাহির হইয়া যদি গোপাল গোঠে যাইয়া তারে প্রাণ ধরিতে না পারি॥ গোপাল আমার নয়নের তারা। কোলে থাকিতে কত চমকিং উঠি নয়ন নিমিক হই হারা॥ গোপাল আমার পরাণ পুতলী। তোমাকে সঁপিয়া রাম কিছুই সন্দেহ নাই এর প্রাণ রয়ে বাকুলি॥ ২॥

টোড়ী॥ অরুণ উদয় বেলা সব শিশু হইয়া মেলা গেলে গেলা নন্দের দুয়ার। শিঙ্গা বেণু বাঁশীরব করয়ে রাখাল সব গোঠে আইস নন্দের কুমার॥ গোপাল তুমি যাবে কি না যাবে আজি মাঠে। এক বোল বলিলে আমরা চলিয়া যাই ধবলী শ্যামলী গেল গোঠে॥ ধ্রু॥ তোমার বিলম্ব দেখি বলরাম পথে থাকি পাঠাইল তোমা আনিবারে। যাবে কি না যাবে তথা দৃঢ় করি কহ কথা বলরামের দোহাই তোমারে॥ বাছির এড়িয়া যাই অন্তরেতে ব্যথা পাই চিত নিবারিতে মোরা নারি। কিবা গুণ জান জান সদাই অন্তরে টান একতিল না দেখিলে মরি॥ শুনিয়া শিশুর বাণী কানে

শেখর চূড়ামণি মুদিত নয়ান পরকাশে। গোবিন্দ দাসের পহু হাসিয়াং রহু চলিলেন বেহারের রঙ্গে ॥ ৩ ॥

টোড়ী ॥ গোঠে আমি যাব মা গো আমি গোঠে যাব। শ্রীদামের সঙ্গে আমি বাছুরি চরাব ॥ চূড়া বেঁধে দে মা, পাঁচনি দে মা হাতে। মোর লাগি দাদা বলাই দাঁড়াইয়া রাজপথে ॥ পীত ধড়া পরাও মাগো গলে দে মা বনমালা। মনে পড়ে গেল আমার কদম্বের তলা ॥ ঘনশ্যাম দাসে কহে শুন নন্দরাণী। বিলম্ব দেখিয়ে শ্রীদাম আসিবে এখনি ॥ ৪ ॥

কানাইএর বিলম্ব দেখি শ্রীদাম আইল। ঘরে বসে কি কর ভাই বেলা কত হলো ॥ গাভী বৎস অনুসরি চলিল বিপিনে। সুবল আদি নব সখা গেল তার সনে ॥ বিলম্ব হইল আমি আইলাম লইতে। বিলম্ব নাহিক কর চলহ ত্বরিতে। শ্রীদামের কথা শুনি কহেন কানাই। আমারে বিদায় দেয় না কি করিব ভাই ॥ নানা বিধ বাক্য তবে মায়েরে কহিয়া। গোঠেরে চলিল ছিদাম নীলমণি লইয়া ॥ ৫ ॥

কামোদ। বসিয়া মায়ের কোলে ননী খেতেং দোলে হেন কালে শ্রীদাম আইল নিতে। নিতিং সাধবো তবে গোঠে যাবি। বিনি কড়িতে নফর কোথা পাবি ॥ কালি কত মেরেছি ধরেছি কান্ধে চড়াছ তোতোকার করেছি মোরা। ওরেরে ছেরেরে আয়রে কানাইয়ে ওরে গোপ জাতীর এধারা ॥ ভাইং প্রথমে খেলার বেলা বড়ই আনন্দ। খেলিতেং শেষে হয় বড়দ্বন্দ্ব ॥ কালি ফুকেং করিয়াছিরে খেলাবার বেলে। ওরে সে কথাটি ধর যদি খেলা নাহি চলে ॥ ৬ ॥

শুন শিশুগণ করি নিবেদন স্বরূপে কহিয়ে তোরে। ওরেরে ভাইরে আয়রে কানাইয়ে বলিয়া ডাকিও মোরে ॥ অক্রুর

আরাধিয়া হরগৌরী তাহে পাইলাম এদুঃখ পাসরা। কেমনে ধৈরজ ধরে মায়ে কি বলিতে পারে বনে যাউক এদুধ কুঙার, জল খাইতে গিয়াছিল অনলে বেড়িয়া ছিল দুইহাতে অনল খাই দিয়ে। নন্দের ভাগ্যের বলে যশোদার পুণ্যের ফলে তেঁই গোপাল মোর জীয়ে ॥ ১০ ॥

কামোদ। গোঠেরে সাজিল বিনোদিয়া। আহির বালক সং গায় রামকৃষ্ণ গুণ গোপী রৈল চাঁদমুখ চাইয়া॥ ধ্রু আনন্দিত নন্দরাণী সাজাইয়া যত্নমণি নানা আভরণ পীত বাস। রূপ হেরি ব্রজনারী আঁখির নিমিখ ছাড়ি দিয়ে রূপ সাঁতায় পিয়াস। যোপদ পল্লব বিরিঞ্চির দুল্লভ যোগী ধ্যানে অতিদূর। ভাগ্যবতী নন্দরাণী পাইয়া পরেশমণি/পায় ধরি পরায় নূপুর। গোঠে যায় শ্রীহরি চূড়া বাঁধে মল্ল পাট পিঠে দিল পাটকি ডোর। ধড়ার আঁচল ভরি খাইতে দিল ক্ষীর ননী কাড়ে রাণী হইয়া বিভোর। আহির বালক সঙ্গে কত জনা কত রঙ্গী তার মাঝে শ্যাম নটরায়। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন রহি চলে ভিন্ন ভিন্ন গোবিন্দ দাস তাহা চায় ॥ ১১ ॥

মায়ূর। কাঁদিয়া সাজায় নন্দরাণী। চায়্যা হলধর পানে ধারা বহে দুনয়নে মুখে নাহি স্বরে কিছু বাণী ॥ ধ্রু ॥ অলকা তিলক দিতে মুখ ঘামে আচম্বিতে কান্দিয়া বিভোর যশোমতী নারিলাম পাঠাতে বনে হেরিয়া সে মুখ পানে শিশুগণে করয়ে বিনতি॥ স্তন ক্ষীর আঁখি নীরে বসন ভিজিয়া পড়ে বেশ বনাইতে কাঁপে কর। কান্দি গদ২ কহে আজি রাখি, যাহ সভে শূন্য না করিহ মোর ঘর ॥ ১২ ॥

কামোদ। বিপিনে গমন দেখি হয়্যা সকরুণ আঁখি কান্দিতে২ নন্দরাণী। গোপালেরে কোলে লয়্যা প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া রক্ষ্যা মন্ত্র পড়য়ে আপনি। এদুখানি রাঙ্গাপায় রক্ষা রাখুন তায় জানু রক্ষ্যা করুণ দেবগণ। কটিতট সূর্য্যবর

রক্ষা করুণ যজ্ঞেশ্বর হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥ ভুজ যুগ নখা-ঙ্গুলী রাখিবেন বনমালী কণ্ঠ রাখুন দিনমণি। পৃষ্ঠ দেশ হয়গ্রীব মস্তক রাখুন শিব অধঃঅঙ্গ রাখুন চক্রপাণি ॥ জল স্থল গিরি বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে দশদিগ দশদিগপাল। যত শত্রু হউক মিত্র রক্ষা করুণ সর্ব্বত্র মহে তুমি হইও তারকাল॥ এইসব মন্ত্রপাড প্রতি অঙ্গে হাত ধরি গোমূত্রের ফোঁটা ভালে দিল। এদ্বিজ মাধবে কয় নন্দরাণী প্রেমময় বলনন্দের হাতে সমর্পিল ॥ ১৩ ॥

ভাটিয়ারী। যাও গো ভবনে রাণী যাও গো ভবনে ; এনে দিব তোমার গোপাল বেলি অবসানে॥ লইয়া যাইছি তোমার গোপাল রাখিব বসাইয়া। আমরা ফিরাব ধেনু চাঁদমুখ চাইয়া॥ লইয়া যাইতে তোমার গোপাল পাই বড় সুখ। বেণু রবে ফিরে ধেনু এবড় কৌতুক॥ একদিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়া। তাহাতে রাখিল ভাই কেমন করিয়া॥ যদিন যেমত করি গোপনে তাহা জানে। ক্ষুধা লাগিলে অন্ন কোথা হইতে আনে॥ ১৪॥

টোড়ী। আজু মনের আনন্দে গোঠে চলিল দোন ভাই। আগে পাছে ধেনু গগণে উড়িছে রেণু বরজে পড়ল ধাওয়া ধাই। ধ্রু ॥ বরজ বধু মেলি মঙ্গল হুলাহুলী দ্বিজগণে করে বেদগান। মুর হর হলধর ধরি ধরি করে কর লীলায় দোলায়ে চলে অঙ্গ। ঘনায়ে ঘনায়ে কাছে আনন্দে ময়ূরী নাচে চাঁদে মেঘে দেখি এক সঙ্গ॥ শ্রবণে শুনিল বানা যেখানে সেখানে থানা রাম কানায়ের কান্দে ভাল সাজে। শ্রীদাম সুদাম দাম স্তোক কৃষ্ণ অংশুমান বন শিঙ্গা সভার মুখে বাজে॥১৫

সুই। নিজগণ সঙ্গে রঙ্গে কত ধায়ত আর কত কুলবতী নারী। জয়২ কার করত নব নব বধুগণ কনক কুম্ভভরি বারী আনন্দ কোকরুওয়। কুলবতী চড়ি অট্টালিকা উপরি কেরষ্টকে

মুবধ চকোর ॥ নয়নেং কতহু রস উপজল তুহুমন ভই গেল ভোর। প্রেম রতন ধন তুহে দুহু পায়ল তুহুমন দুহু করুচোর চলইতে চরণ অথির নন্দ নন্দন পীতল পীত পট্টবাস। নিজং মন্দিরে চলতহু সবজন কি কহব গোবিন্দ দাস ॥ ১৬ ॥

উত্তর গোষ্ঠ।

বেলোয়ার। জননী বিরাজিত বেশ উজর। গোঠে বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর ॥ ধ্রু ॥ আগে অগণিত যায় গোধন চলিয়া, পাছে ব্রজ বালক যায় হৈ হৈ বলিয়া ॥ সম বয় রূপ সবহু করি ছাঁদ। রাম বামে চলু শ্যামর চাঁদ ॥ ময়ূর শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া। মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া ॥ শিরপর চাঁদ অধর পর মুরলী। চলইতে পন্থ করত কত খুরলী ॥ কটি তটে পীত পটাম্বর বনিয়া। মন্থর গতি কুঞ্জর বর জিনিয়া ॥ মণি মঞ্জীর বাজত রুনঝুনিয়া। গোবিন্দ দাস কহে ধনি ধনিয়া ॥

টোড়ী। যমুনাকো তীরে ধীরে চলু মাধব মন্দ মধুর বেণু বাওইরে। ইন্দীবর নয়নী বরজবধু কামিনী সদন তেজি বনে ধাওইরে ॥ ধ্রু। অমিত অম্বুধর অসিত সরসীরুহ অতসি কুসুম অহি করম মুক্তামিরে। উজ্জ্বল নীলমণি উদার মরকত শ্রীনিন্দিত বপুঃ আভারে ॥ শিরে শিখণ্ড চূড় শ্রবণে গুঞ্জা ফল নির্মল মুকুতা লাম্বি নাসাতল নব কিশলয় অবতংস গোরোচন অলকে তিলকে মুখ শোভারে। শ্রোণি পীতাম্বর বেত্রবাম কর কম্বুকণ্ঠে বনমাল। মনোহর ধাতু রাগ বৈচিত্র কলেবর চরণে চরণ ধরি শোভারে ॥ গোধূলী ধূসর বিষাণ কক্ষতল গোছাদন রজ্জু বিনিহিত কন্দর রঙ্গ ভূমে অই বিরাজিত নটবর রূপে জগমন লোভারে ॥ বৃন্দা পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর যোপদ কমলা সেবে নিরন্তর গোহরি কৌতুকে বরজ বেশ ধরি গোপ রমণী অভিলাষারে। সোমধরিপু পদ অনুপম পুংকর

পরাগ লালস মানস মধুকর অভিনব মত কবি দাস জগন্নাথ প্রেম ভকতি অভিলাষরে ॥ ২ ॥

টোড়ী। ধেনু সঙ্গে গোঠ রঙ্গে খেলত রাম সুন্দর শ্যাম পাচনি বিষাণ বেণু বেত্র মুরলী খুরলী গানরি। প্রিয় দাম শ্রীদাম সুদাম মিলি তরণি তনুজা তীরে খেলি ধবলী শ্যামলী আগুরি২ ফুকরি চলিত কালরী ॥ বয়েস কিশোর মোহন ভাতি বদন ইন্দু জলদ কান্তি চারু চন্দ্র গুঞ্জাহার মদন মোহন ভাবরী। আগম নিগম করিয়া সার লীলা রঙ্গে গোঠ বিহার গৌরাঙ্গ মুদ করই আশ চরণে শরণ মাবরী ॥ ৩ ॥

সিন্ধুড়া। ধেনু চরায়ত বেণু বাজায়ত যমুনাতীর পুলিন বনে। প্রিয় দাম সুদাম শ্রীদাম সুবল মহাবল এক গোপ গোপ সঙ্গনে ॥ নটবর সুকেশ চূড়া শিখী সাজনি মালতী মাল প্রসূন রঙ্গে। শ্রুতি পাশ বিরাজে মণি মকরাকৃতি কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড দোলে ॥ কটি তটে পীত বসন্ আঁটি কাছনি কিঙ্কিণী কাঞ্চন দাম ঘনে। চরণ কমল দলে নূপুর মণ্ডিত খণ্ডিত তাপ উজ্জ্বল ফণে ॥ জয় কৃষ্ণ দাস ভণ গোবর্দ্ধন ধারণ ধীর নরেন্দ্র গতি। অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড করি মণ্ডিত ঠাকুর আগে চাঙ্গাকো গতি ॥ ৪ ॥

মোহিনী। রাম কানাই কালিন্দির তীর। ধবলী শ্যামলী বলি দিগ ফেকারই গরজই মন্দ গভীর ॥ শ্রুতি অবতংস অংশে পারি লম্বিত মুরলী অধর সুরঙ্গে। চরণে ললিত পীত ধটী অঞ্চল গোধূলী ধূসর শ্যাম অঙ্গে ॥ দাম শ্রীদাম বাম দক্ষিণে বলরাম চলতহি দ্বিরদ গমনে। চাঁদ মুখের দাগ বাম করে সোহই রহই লগুড় হেলনে। তৃণ মুখে সব ধেনু বেণু রবে উনমত রহই অনিমিখ দীঠে। জ্ঞানদাস কহে চাঁদ মুখ হেরি হেরি পুচ্ছ নাচায়ত পীঠে ॥ ৫ ॥

ভাটিয়ারী। খেলে রাম রাম শ্যাম কানাই। যমুনা তরুর ছায় খেলন দোন ভাই॥ ধ্রু॥ রাম কানাই দুই ভাই দুই দিগে দাঁড়াইল। দুজনে সমান খেলু বাঁটিয়া লইল॥ সুবল বলাইয়ের দিগে নাচিতে লাগিল। শ্রীদাম সুদাম তার কানাইএর দিগে হইল॥ সভাই সমান খেলু বাটিয়া লইল। হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ হইল। আজুকার খেলাতে ভাই যে জন হারিবে। কান্ধে করি বংশী বটে রাখিয়া আসিবে। সাতালি ভাঙ্গিতে নারে ভেয়েরে কানাই। আপনি সাতালি ভাঙ্গি জিতিল বলাই॥ ৬॥

আজি কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়। সুবল কানাই কান্ধে বলাই আঁটিয়া বান্ধে বংশীবট তলে লইয়া যায়। শ্রীদাম বলাই লইয়া চলিতে না পারে ধায়্যা শ্রমজলধারা বহে অঙ্গে। এখন খেলা রবে হইব বলাইয়ের দিগে আর না খেলাব কানাইয়ের সঙ্গে। কানাই নাজিতে কভু জিতিলে হারয়ে তবু হারিলে জিতয়ে বলরাম। খেলিব বলাইয়ের সাথে চড়িব কানাইয়ের কান্ধে লয়ে কান্ধে করিব ঘনশ্যাম॥ মত্ত বলাই চান্দে কে পারে করিতে কান্ধে খেলিতে যাইতে লাগে ভয়। গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে বলরাম দাস দেখি কয়॥ ৭॥

সারঙ্গ। রাম গুণধাম করু খেলা। তপন তনয়া নীরে নিরখি নিজ ছায়রি তাহে হাসি করত কত লীলা॥ রজত গিরি গর্ব্ব করি গরব মহীমণ্ডলে শরদ শশী দমন মুখ শোভা। চূড়ে অবতংস শিখী পুচ্ছ নবমল্লিকা গন্ধে অলি বৃন্দ মন লোভা॥ দশনে দাপি অধর থর নয়ন শরে তাড়ই বাহু মূলে তাল ধরি গাজে। দম্ভ করি লম্ফ দেই কম্পে মহীমণ্ডল নীল ধটী আঁটি সমরে সাজে॥ আপন সমরূপ সমরূপ সম ভঙ্গিয়া নিরখি তাহারে পুনঃ পুছে। কে কেরে কেরে তুতুই

তুই পপ পরিচয় দে দেনারে আর কি ব বলদেব ব্রজে আছে। দাম শ্রীদাম বসুদাম ভাতা ভাইরে দে দেখ আসি যমুনা তীরে। দ্বিতীয় বলরাম আসি মোহে পর বঞ্চই শশীশেখর নিকটে নাহি দূরে ॥ ৮ ॥

টোড়ী। আজু বনে অবনিত আনন্দ বাধাই। পাতিয়া বিনোদ খেলা রাখাল হইল ভোলা দূর বনে গেল সব গাই ॥ ধ্রু ধেনু না দেখিয়া বনে চকিত রাখাল গণে শ্রীদাম সুদাম আদি সবে। কানাই বলেন ভাই খেলা ভাঙ্গি যাবে নাই আনিব গোধন বেণু রবে ॥ দূরে হইতে বেণু রব ধায় ধেনু বৎস সব পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপর। নিরখয় চাঁদমুখ অন্তরে পরম সুখ রহে ধেনু কানাইয়ের গোচর ॥ গাই সব সারি২ ঘন হাম্বা রব কার দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে। দুগ্ধ ঝরি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে ॥ ৯ ॥

মঙ্গল। খেলা সমাধিয়া শ্রমযুক্ত হইয়া সখা গণ লইয়া সঙ্গে। ভোজন সম্ভার ছিল তারে ভায় ভোজনে বসিলা রঙ্গে ॥ যমুনা পুলিনে বেড়ি সখাগণে মাঝে করে বলে কানু। পাতি বন পাত তাহে নিল ভাত জলভরি শিঙ্গা বেণু ॥ সব সখা মেলি করিয়া মণ্ডলী ভোজন করয়ে সুখে। ভাল ভাল কয়্যা মুখে হইতে লইয়া সভে দেই কানু মুখে ॥ সভে বলে ভাই আমারি কানাই মোরে বড় ভালবাসে। আমার সমুখে বসি খায় সুখে সদা রয় মোর পাশে ॥ এই করি মনে করয়ে ভোজনে আনন্দ সাগরে ভাসে। বিশ্বম্ভর দাস করি মনে আশ রহে সুবলের পাশে ॥ ১০ ॥

দান লীলা।

টোড়ী। গোঠে গেল বিনোদিয়া সকালে গোধন লইয়া নিয়া ॥ ধ্রু ॥

শিঙ্গা বেণুর নিসান। গুরুজন আঙ্গিনাতে না পারিনু বাহির হতে না হেরিণু সে চাঁদ বয়ান ॥ কোন পথে গেল শ্যামরায়, যে মোর করিছে মন প্রাণ করে উচাটন চাঁদ মুখ দেখিতে জুড়ায় ॥ ধ্রু ॥ যশোমতী নন্দ ঘোষ তাহারে কি দিব দোষ, গোকুলে গোধন হইল কাল। আমা সভার প্রাণধন গোকুলের জীবন গোষ্ঠে গেল মদন গোপাল ॥ চল যাই সেই পথে পসার লইয়া মাথে যেখানে আছয়ে শ্যামরায়। আজামী[illegible] ননী জিনি সুকোমল তনুখানি গোবিন্দ দাস বলিহারি যায় ॥

শ্রীরাগ। কে যাবে মথুরা বিকে যাব তার সনে। ভেটি[illegible] নাগর কানু সাধ আছে মনে ॥ ধ্রু ॥ পরের্কে পরের মুখে শুনি কানুগুণ। শুনিয়া আমার চিতে বিগুণেক ঘুণ ॥ নিতি নিতি অনুরাগে জানাব আপন। যেহ্ক সেহকু দেখিব কেমন লোণ ॥ জলপথে লখির কানুরে না দিব পরিচয়। বিহি[illegible] হইয়া যাব গুরু কুলের ভয় ॥ না পরিব আভরণ না করি[illegible] বাস। তনু আচ্ছাদিয়া লব নিজ নীলবাস ॥ যদিবা নাগর দিঠে দিঠি পড়ে মোর। রাখিতে নারিব তনু হইব বিভোর। তোমরা যতেক সখী মোরে রাখিহ গোপাতে। রাধা বলি কানু যেন না পারে লখিতে ॥ যদুনাথ দাস বলে একি মনে সয়। পূর্ণিমার চাঁদ কভু হাত আড়ে রয় ॥ ২ ॥

দেওধিরী। খেলা রসে ছিল কৃষ্ণ শ্রীদামের সনে। হেন বেলে রাধারে পড়িয়া গেল মনে ॥ ধেনু সঙ্গে নিযোজিয়া সব সখা গণ। যমুনার ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥ ঠাঁই বুঝি বসিলেন কদম্বের তলে। একটা ঘটের গলায় মালা দান লবার ছলে। হেন বেলে নাসবেসে সাজাইয়া পসরা। সেই মথুরার বিকে যায় গোপীকারা ॥ হোরো কে দেখ গো বড়াই কদম্বের তলে। যে দেখি মেঘের ঘটা ভাসাইবে জলে ॥ কেনবা আই[illegible] দান বিকে আপনা খাইয়া। ঐ দেখ ডাকে বাঁশী রাধার নাম

লইয়া। শ্যাম চাঁদের উপরে ধবল চাঁদের মেলা। তাহারি উপরে শোভে তিমিরের মালা।। তাহার উপর মত্ত ময়ূর পুচ্ছ সাজে। কেন অদ্ভুত রূপ কেবা দেখিয়াছে।। তাহার উপর মত্ত ময়ূরের পাখা। আমা হইতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা।। ৩।।

গুজ্জরী। কোথা হইতে এলে তুমি কোথায় তোমার ঘর। কিসের পসরা তোমার মাথার উপর। হেন ধনী কমলিনী কোথাকে গমন। মুনি জনার ধ্যান ভাঙ্গে দেখে ও চরণ।। না যাইও ধনী বৈস তরুতলে। আইস কাছে বাজে পাছে চরণ কমলে।। চাঁচর চিকুরে বেণী দোলিছে কোমরে। ফণির ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে।। করিকুম্ভ জিনি তায় কুচ যুগ গিরি। গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী।। সিন্দুরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়। রবি শশী বলি পাছে রাহু গরাসয়।। ক্রলিনী বদন রাই তব মুখ করে। পাইলে ছাড়িবে নাই দারুণ ভ্রমরে।। নানা অভরণ অঙ্গে করে ঝলমলি। দারুণ ব্রজের চোরে লুটিবে সকলি।। বলরাম দাসে কহে শুন বিনোদিনী। শ্যাম সঙ্গে রঙ্গ রসে কর কিকি কিনি।। ৪।।

গুজ্জরী। এইত বৃন্দাবন পথে। নিতি২ করি গতাগতে।। ক্রয়াদি হাতে করে লইয়া যাই সোণা। তুমি কেনা বলে একজনা।। তুমি দেখি পুছহ বড়াই। কিসের দান চাহেন কানাই।। সঙ্গে সঙ্গে দধির পসার। তাতে কেন এতেক জঞ্জাল।। তাতে আছে ঘৃত দুগ্ধ দধি। ইহাতেই পাবে কোন নিধি।। তুমিত ব্রজ যুবরাজ। তুমি কেনে করিবে অকাজ।। দূরে কর হাস পরিহাস। দেখত হুঁ গোবিন্দ দাস।। ৫।।

সুহই। সুন্দরী শুনিয়া না শুন কেন মোর বাণী। না জান যে কানাই আছে এপথের দানী।। করের কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী। দুই লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী।। হৃদয়ে কাঁচলি গলে গজমতি হার। চারিলক্ষ দান চাহি করিয়

বিচার ॥ কপালে সিন্দুর আর নয়ানে কাজর। ছয়লক্ষ দান মাগে তাহে গিরিধর ॥ রঙ্গন আলতা আর রতন নূপুর। আট-লক্ষ দান মাগে দানির ঠাকুর ॥ এই সকল দান বুঝি দেহ দানী রাজে। আমি দান লব তোমার রমণী সমাজে ॥ জ্ঞান দাস কহে কানাই ছাড় চিটপনা। তুমি যদি মহা দানী তোমার ঠাকুর কোনজনা ॥ ৬।

শ্রীরাগ। শুনহ সুজন কানাই তুমি সে নূতন দানী। বিকি কিনির দান গোরসে মানিয়ে বেশের দান নাহি শুনি ॥ সিথির সিন্দুর নয়ানে কাজর রঙ্গন আলতা পায়। একি নিকির ধন নারীর বেশন তাহে কাহার কিবা দায় ॥ মণি অভরণ সুরঙ্গ শাড়ী জাদ কেবা নাহি পরে। যদি দানের এমন গতি তুমি গোকুল পতি দান সাধহ ঘরেহ ॥ আমরা চলিতে না জানি কহিতে না জানি সে কোন তোমারে বাজে। গোবিন্দ দাস কহে কেমনে জানিবে পরের মনের কাজে ॥ ৭ ॥

বরাড়ী। এ গজগামিনী তো বড়ি সেয়ান। বলে ছলে বাঁচায় গিরিধর দান ॥ চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি। দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি ॥ চরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার। অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ প্রবাল ॥ কলস কলস ধন রস ভরি জায়। যতনে লেচলু আঁচলে ছাপায় ॥ গতি অতি মন্থর চলন সুচায়। কোন ছোড়ব তুয়ে বিনহি বিচার ॥ সুবল লেহ ছুহু গোরস দান। রাই করব অব কুঞ্জে পয়ান ॥ যাহাহ বৈঠত মনমথ রাজ। গোবিন্দ দাস কহে পড়ল অকাজ ॥ ৮ ॥

শ্রীরাগ। রহহ বলি তমু যাও। ডাকিলে না শুন কানে এত অহঙ্কার কেনে গরবে ফিরিয়া নাহি চাও ॥ ধ্রু ॥ গোলোকের নাথ জানি আমারে না চিন তুমি কতনা বিনয় করি বলি। ব্রহ্মা আদি যত দেবে আমার চরণ সেবে তুমি মোরে না চাও মুখ তুলি ॥ শুনিয়া কানুর বাণী হৃদয়ে হরিব ধনী কপটে

বৈস। একেং করিব পার যত সখী আইস॥ দেখিয়া যমুনার ঢেউ কান্দে গোপনারী। পার হইলে দিব দান লক্ষের কাঁচলি॥ ১॥

জয় জয়ন্তী। প্রথম যৌবনের ভার তাহে লহ পসার এত ভার সহে কার নায়। তোমার রূপ দেখিয়া আকুল হইল হিয়া সাগর উথলে বিনে বায়॥ গোয়ালিনী হিত বলি জনে পেল কাঁচলি মাথার ঘুংঘট পেল বেশ। আগা চাপি ভরা ভর গুড়া চাপি পানী মার আমা করি কত লাজ বাস। যদি নদী কূলে বল নৌকা যাবে রসাতল কি করিব ওনা ঢেউ সরে। তোর হৃদয়ের মাঝে দুটি পয়োধর আছে সেই ভরা করিব সাগরে॥ গঙ্গারে মান ধবল ছাগল সূর্য্যেরে মান চিত। আমারে মানহ মুরতা আলিঙ্গন তবে সে চাপাইয়া দিব ভিত॥ ২॥

ধানশী। এনব নাবিক শ্যামর চন্দ। কৈছন তোহারি হৃদয় নিরবন্ধ॥ ধ্রু॥ তুয়া বোলে গোরস যমুনায় ডার। ফারণু কাঁচলি তোরিণু হার॥ কর অনসব নাই সিচইতে নীর। এতিক্ষণে তবহু না পাইনু তীর॥ হাম্‌ নিরস তুহুঁ হাসি উতরোল। কেহু জীউ তেজই কেহু হরি বোল॥ এতদিনে কুলবতী কুলে পড়ু বাজ। চাড় ইহ নায় দূরে গেয়লো লাজ॥ উত্তরিলে পার যো তহুঁ লাগ। সখী সঞে খোজি ধরব তুয়া আগ॥ গোবিন্দ দাসে কহে সময় কুকাজ। নাবিক রতন নাবক মাঝ॥ ৩॥

ভাটিয়ারী। শুনলো বড়াই বুড়ী তুমি সে নাটের গুড়ি আনিয়া করিলি পরমাদ। মোর মনে যত ছিল সকলি বিফল হইল দূরে গেল ঘর যাবার সাধ॥ তুকূলে বহিছে বা কাঁপিছে রাধার গা নন্দসুত নবীন কাণ্ডারী। তরণী নবীন নয় ভার দিতে করি ভয় ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি॥ হাসি বলে গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই অনুগত কত পার করি।

দেবতা গন্ধর্ব্ব কত পার করি শত২ যুবতী যৌবন কত তারি ॥ শুন বিনোদিনী রাই নয়ন ইঙ্গিতে চাই কেন মন করিলে চুরি । হাসি হাসি ধীরে ধীরে ভাঙ্গা তরণীর পরে আঁচলে ধরিতে চান হরি ॥ সখীগণ দেখি রঙ্গ আনন্দে দেই ভঙ্গ রাই কানু রহে এক পাশে । কাম কলহ বাদ পূরল মনের সাধ তরলিত দেখি বংশীদাসে ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতে গৃহে আগমন ।

শ্রীরাগ । রোহিণী গো কানুরে আনিয়া দেহ মোরে । কাঁদিতে বিদরে কেন খাড়ি হইল এতক্ষণ কি জানি কেমন প্রাণ করে । ধ্রু ॥ অরুণ উদয় কালে বাছুরি লইয়া চলে নবনী মাগিল মোর আগে । মুই বড় অভাগিনী উদরে নাধিনু ননী না জানি কোথারে গেল রাগে ॥ কালি যাদু সরে আইল ঘর মাঝে ঘুমাইল মুই অন্ন না দিনু চিয়াইয়া । সেই অনুরাগে মোর যাদব না আইল ঘর আজু নিশি পোহাল কাঁদিয়া । কেমনে পোহাল রাতি বিধি হইল কুমতি বাম হইল শ্রীভগবান । বাছুরে চাহিয়া দুখে উছট লাগিল পথে কানু বিনু না রহে পরাণ ॥ শিবরাম দাসের বাণী শুন গো যশোদা রাণী কানু আইসে গোধন লইয়া । ছাড়িয়া সকল দুঃখ দেখসিয়া চাঁদমুখ মনসুখে নয়ান ভরিয়া ॥ ১ ॥

গৌরী । গোবিন্দ জী আওত গোধন সঙ্গে । যৈছন কনক মেহারই দিনকর তৈছন ব্রজ বধু সঙ্গে ॥ বেলি অবসান জানি যদু নন্দন ধেনু ফিরায় বেণু পুরে । গহন গুহা গিরি সব ধেনু এক করি মিলায়ত যমুনাক তীরে ॥ ক্ষণে২ নাচত ক্ষণে২ গায়ত ক্ষণে২ পাঁচনি ফিরায় । ধবলী শ্যামলী বলি ঘন ঘন ফুকরই ক্ষণে২ মুরলী বাজায় ॥ মলয়জ কুঙ্কুম গন্ধ চতুঃসম হেম কলস ভরু পাশে । ধূপ দীপ জ্বালি গোপী মঙ্গল গায়ত শ্যাম

দরশন আশে॥ বরিহা লম্বিত মোহন চূড়া তাহে কত ধাতু প্রকাশে। মোহন রূপ নেহারই অনুক্ষণ বলিহারি গোকুল দাসে॥ ২॥

আরতি।

গৌরী। সাঁঝ সময় গৃহে আওত ব্রজসুত যশোমতী আনন্দ চিত। দীপহি জ্বালি থালি পর ধরলহি আরতি করত গাবত কত গীত॥ ঝলকত ওমুখ চন্দ। ব্রজ রমণীগণ চৌদিগে বেঢল হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্দ॥ ধ্রু॥ ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ বাজত শংখ শবদ ঘন জয় জয় কার। বরখত কুসুম দেবগণ হরষিত আনন্দে জগজন নগর বাজার॥ শ্যামর অঙ্গ মনোহর মূরছিত হেরি বনমাল আজানু বিরাজ। গোবিন্দ দাস কহে ও রূপ হেরইতে [illegible] যৌবন লাজ।১।

কল্যাণ॥ গোরী ললিতা করত আরতি গুগ্‌গুলু অগুরু ধূপ পাত্র দীপ সুললিত কপূরকে বাতি॥ ধ্রু॥ শ্যাম গৌর দুহুঁ রূপ মনোহর অধরে সুরঞ্জন হাস। নিরখিতে গোপ গোপী তনু পুলকিত জয় জয় ধ্বনি পরকাশ॥ কয় কমলে পড়ি ভ্রমই দীপাবলি জনু [illegible] সৌরভ শোভা। কৃষ্ণদাস চিত তাহি অবিরত [illegible] পানই শোভা।২॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ।

কল্যাণ॥ দেখ সখী মোহন মধুর সুবেশং। চন্দ্রক চারু মুকুতাফল মণ্ডিত অলি কুসুমাইত কেশং॥ ধ্রু॥ তরুণ অরুণ করুণাময় লোচন মনসিজ তাপ বিনাশং। অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল মধুর২ মৃদু হাসং॥ অভিনব জলধর কলিত কলেবর দামিনী বসন বিকাশং॥ কিয়ে জড় অজড় সকল পুলকাইত কুঞ্জ ভবন কৃতবাসং। যোপদ পঙ্কজ ভর

নারদ অঙ্গ তার স্বভাব বিশেষং। ব্রজ বনিতা গণ মোহন কারণ বিরচিত বিবিধ বিলাসং ॥ পঞ্চমরাগং তান তরঙ্গীত অধরে মিলিত তব বংশং। অভিনব কমল জিতল পঙ্কজ বীর ব্রজ মনহংসং ॥ ১ ॥

বরাড়ী। মনোহর কেশ বেশ মনোহর মালতির মাল। মনোহর মণি কুণ্ডল ঝলমল মনোহর তিলক রসাল। দেখ সখী যাওয়ে মোহন রায়। মনোহর অধরে মনোহর মুরলী মনোহর তান বাজায় ॥ মনোহর সবহিঁ অঙ্গ মনোহর মনোহর চন্দন সাজ। মনোহর কটিতটে মনোহর পীত পট মনোহর বসন বাজ ॥ মনোহর চরণ মনোহর বেণনি মনোহর নূপুর পায়। মনোহর প্রভুকে সবহিঁ মনোহর কহে কবি শেখর রায় ॥ ২ ॥

কেদোরাগ। বিকচ সরোজ ভানু মুখ মণ্ডল দিঠি ভঙ্গি নটে খঞ্জন জোর। কিয়ে মধুরিম মৃত হাস উগারই নিচল শ্যামরে আঁখি পড়ল বিভোর ॥ বরণি না হোয়ে রূপ বরণ চিকণিয়া। কিয়ে নব পুঞ্জ কিয়ে কুবলয় দল কিয়ে আঁধার মাঝে উয়ল নীলমণিয়া ॥ ধ্রু। অঙ্গদ বলয় হার মণি কুণ্ডল চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিণী কলনা। অভরণ বরণ কিরণ কিয়ে চাঁদ কালিন্দী জলে যৈছে চাঁদকি ছলনা ॥ চাঁচর কেশ কেশর কুন্তলাবলী মদশিখী পুচ্ছক চাঁদে। অনন্ত দাস কহে যুবতীক লোচন চূড়া চৈয়ইতে পড়লহি ফাঁদে ॥ ৩ ॥

সিন্ধুড়া ॥ সজনী মনে মোর লাগল নন্দ কিশোর। অনিমিখ লাখ নয়ন যব যুগ শত হেরই নাপাই ওর ॥ ধ্রু ॥ইন্দ্র নীলমণি মুকুর কান্তি জিনি জগমন মোহন বয়না। শরদ ইন্দু অমল মুখ পঙ্কজ পুজল জনু দুহু নয়না ॥ বন্ধুকে বন্ধু অধরে অতি মোহন বিলসই রসময় বংশে। ভঙ্গিম গ্রীব

অতি মন্থর অবতংস বিরাজিত অংশে ॥ ভালে চন্দন চাঁদ রমণী মোহন ফাঁদ তছু পরি মুকুতার ঝারা। অনন্ত কহিছে, ঘন চাঁদের উপরে যেন সঘনে বরিখে জল ধারা ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগ ॥ অভিনব নীল জলদ তনু ঢরং পিঞ্ছ মুকুট শিরে সাজনীরে। কাঞ্চন বসন রতন ময় অভরণ নূপুর রুণুঝুনু রাজনীরে ॥ জয়২ জগজন লোচন ফাঁদ। রাধা রমণ বৃন্দাবন চাঁদ ॥ ধ্রু ॥ ইন্দী বর যুগ ভ্রূভগ বিলোচন চঞ্চল অঞ্জন কুসুম শরে। অবিচল কুল রমণী গণ মানস জরং অন্তর প্রেম ভরে ॥ বনি বনমালা আজানু লম্বিত পরিমলে অলিকুল মাতি রহু। বিম্বাধর পর মোহন মুরলী গাবত গোবিন্দ দাস পহু ॥ ৫ ॥

বেলোয়াল ॥ কুবলয় নীলরতন দলিতাঞ্জন মেঘ পুঞ্জ জিনি বরণ সুছান। কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখী চন্দ্রক অলকা তিলক ললিতানন চাঁদ ॥ আয়তয়ে নবনাগর কান। ভাবিনী ভাব বিভাবিত অন্তর দিন রজনী নাহি জানত আন। ধ্রু ॥ মধুরাধর পর অতিহাস মনোহর তহি সুমধুর মুরলী বাজে। তাছুরি ভঙ্গিম কুটিল নেহারই কুল বতী দূরেরহুলাজে ॥ গজপাতি ভাতি গমন অতি মন্থর মাঝ মঞ্জির রণ ঝন ঝনিয়া। হেরইতে কতহি মনোরথ মুরছই গোবিন্দ দাস কহে ধনি ধনিয়া ॥ ৬ ॥

বেলোয়াল ॥ অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন জলদ পুঞ্জ জিনি বরণা। তরুণারুণ থল কমলা রুণ মঞ্জীর রঞ্জিত চরণা ॥ দেখ সখী নাগর রাজ বিরাজে। শুধই সুধারস হাস বিকশিত হেরি হেরি চাঁদ মলিন ভেল লাজে ॥ ধ্রু ॥ ইন্দী বর বর গরব বিমোচন লোচন মনোরথ মনোমথ ফাঁদে। ভাং ভুজঙ্গ পাশে বাধল কুলবতী কুল দেবতি মন কাঁদে ॥ ভ্রমর

করম্বিত আজানু লম্বিত কেলী কদম্বক মাল। গোবিন্দ দাস চিতে নিতি বিহরতি নাগর তরুণ তমাল ॥ ৭ ॥

সারঙ্গ ॥ মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ মণ্ডল মুখরিত মুরলী সুতান। শুনি পশুপাখী শিখীকুল পুলকিত কালিন্দী বহয়ে উজান ॥ কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ। কামিনী নয়নহি দুরতি ময় মনসিজ জগজন নয়ন আনন্দ ॥ ধ্রু ॥ তনু অনু লেপন ঘন সারে চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক। অলিকুল চুম্বিত অলকাবলি বেষ্টিত বলি বনমাল বিটঙ্ক ॥ অতি কোমল চরণ তল লাঞ্ছন জিতল শরদর বিন্দ। রায় বসন্ত মধুপ আনন্দিত নিন্দিত দাস গোবিন্দ ॥ ৮ ॥

মায়ূর ॥ কুবলয় কন্দর কুসুম কলেবর কালিন্দ কান্তিক লোল। কোমল কোকিলদর্প দলিত মঞ্জুল কান্তি কপোল ॥ রাধা রমণ রমণীগণ মোহন বৃন্দাবন বনদেব। অভিনব রাজ রসিক নব নাগর নাগরী গণ কুলদেব ॥ ব্রজপতি হৃদয় আনন্দ নন্দন নব ঘন বরণ শ্যাম। নন্দীশ্বর পুর পালিক শালিক মনোমোহন গুণধাম ॥ ধ্রু ॥ গোবর্দ্ধনধর ধরণী সুধাকর [illegible]। শ্রীদাম সুদাম সুবল সুখ সুন্দর চঞ্চল চারু তরঙ্গ। কালীয় দমন গমন জিত কুঞ্জর কুঞ্জ রচিত রতি রঙ্গ। গোবিন্দ দাস হৃদয় মণি মন্দির অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ ॥ ৯ ॥

মল্লার। কুটিল কুন্তল কুসুম কাহিনি কান্তি কুবলয় কানরে। সুস্মিতাধর কুমুদ কৌমুদী কুন্দ কোরক হাসরে ॥ কালিন্দী কূল কদম্ব কাননে কুঞ্জে কুঞ্জরাজরে। কামিনী কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত কাম কোটি বিরাজরে ॥ কনক কিঙ্কিণী কঙ্কণাঙ্গদ কুণ্ডলাকৃতি অংশরে। কেকী কোকিল কণ্ঠ কণ্ঠক কাকলি কৃত বংশরে ॥ কেশরী কটী কম্বু কন্দর কুঞ্জ কেশর দামরে। কলি কাল কালীয় কবল কম্পিত দাস গোবিন্দ গানরে ॥ ১০ ॥

গৌরী। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতং। ব্রজ বনিতা কুচ কুঙ্কুম ললিতং। বন্দে গিরিধারী পদ কমলং। কমলা কর কমলাঙ্কিত সমলং॥ ধ্রু॥ মঞ্জুল মাল নূপুর রমণীয়ং। অচপল কুল কামিনী [illegible]॥ অতি লোহিত মতি রোহিত ভাসং। মধু মধুপীকৃত গোবিন্দ দাসং॥ ১১॥

সুহই। অভিনব জলধর অঙ্গ। হেলন কল্পতরু ললিতত্রিভঙ্গ॥ধ্রু॥ চূড়ার উপর মণ্ডল ময়ূর শিখণ্ড। চঞ্চল কুণ্ডল ঢল ঢল গণ্ড॥ মদন মূরছি তনু তাণ্ডবি ভঙ্গ। বিষম কুসুম শর নয়ান তরঙ্গ॥ তরুণ অরুণ জিনি চরণার বৃন্দ। নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥ ১২॥

সুহই। কি কহবরে সখি কানুক রূপ। কো পাতিয়া যব স্বপন স্বরূপ। ধ্রু॥ অভিনব জলধর সুন্দর দেহ। পীত বসন পরে সৌদামিনী গেহ। শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ। কাজরে সাজল মদন সন্দেশ॥ জাতকী কেতকী কুসুম বিকাশ। তাহে শি [illegible] উপজল হাস॥ বিদ্যাপতি কহে কি বলিব আর। শূন্য করিল বিধি মদন ভাণ্ডার॥ ১৩॥

পটমঞ্জরী। কি পেখিনু মধুর মূরতি পিরীতি রসের সার। হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে তুলনা নাহিক আর॥ ধ্রু॥ নব জলধর রসে ঢর২ বরণ চিকণ কালা। অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন মণি মুকুতার মালা॥ বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনি কপালে চন্দন চাঁদ। জিনি বিধুবর বদন সুন্দর ভুবন মোহন ফাঁদ॥ যোড়া ভুরু জনু কামের কামান কেবা করিল নির্মাণ। অরুণ নয়ানে তেরছ চাহনি বিষম কুসুম বাণ॥ সুরঙ্গ অধরে মধুর মুরলী হাসিয়া কথাটি কয়। দ্বিজ ভীমের পহুঁ ও নবনাগর পরাণ কাড়িয়া লয়॥ ১৪॥

ধানশী। এহেন রূপ কভু নাহি দেখি। যে অঙ্গে নয়ান থুই সেই অঙ্গ হইতে মুই ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি। আগে

নানা অভরণ কালিন্দী তরঙ্গ যেন চাঁদ ঝলিছে হেন বাণী। মিশামিশি হইল রূপে ডুবিলাম রসের কূপে প্রতি অঙ্গে কোটি কত শশী।। জিনি মেঘে ঘন আভা পীত বসন শোভা অলপ উড়িছে মন্দ বায়। কিবা সে মোহন চূড়া দোনুতি মুকুতা বেড়া মন্দ ময়ূর পুচ্ছ তায়।। গলায় কদম্ব মালা জিনিয়া মদন কলা। অধরে মধুর মৃদুহাস। তাহাতে মুরলী অবলা পরাণে বুরি বলিহারি যাও বংশীদাস।। ১৫।।

—•••—

শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর রূপ।।

নবোঢ়া বয়ঃ তিরোত ধানশী। শৈশব যৌবন দরশন ভেল। দুঁহু দলে বলে ধনী দ্বন্দ পড়ি গেল।। কবহুঁ বাঁধয়ে কুচ কবহুঁ উঘারে। কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ বিথারে।। থির নয়ন অথির কছু ভেল। উরজ উদিত থল লালিম দেল।। চঞ্চল চরণ চঞ্চল ভান। জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান।। বিদ্যা পতি কহে কর অবধান। বালিকা অঙ্গে লাগল পাঁচবাণ।। ১

• ভুখা রাগ। দিনে২ উন্নত পয়োধর পীন। বাঢ়ল নিতম্ব মাঝা ভেল ক্ষীণ।। শশী মুখী ছাড়ল শৈশব দেহা। খত দেই তেজল ত্রিবলি তিনরেহা।। অবগাহি মদন বাটায়লি দিঠ। শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ।। এবেনব যৌবন বঙ্কিম দিঠ উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ।। দিনে২ অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ দলপতি পরাভব শৈলক ভঙ্গ।। ২।।

গৌরী। চন্দ্র বদনী ধনী প্রেম তরঙ্গা। নয়ন নলিনী যুগ ভাঙু বিভঙ্গা।। ধ্রু।। নাসা খগপতি অধর বিম্ব জ্যোতি মোতি নারে কুচ সিবশিব গঙ্গা।। কেশরী জিনি কটিনাভি সরোবর কিঙ্কিণী ঝলকই মুগধ অনঙ্গা।। প্রতাপ নারায়ণ হংস কুল গামিনী ভামিনী বিলসিত মোহন সঙ্গা।। ৩।।

গৌরী। সুন্দরী রাধে আওয়ে বনী ব্রজ রমণী। গণ মুকুট মণি॥ ধ্রু॥ কুঞ্জর গামিনী মোতিম দামিনী শ্যাম নেহারিণী চমকিনীরে। অভরণ ভারিণী নব অনুরাগিণী রস আবেশিনী তরঙ্গিণীরে॥ অঙ্গ তরঙ্গিণী অধর সুরঙ্গিণী সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণীরে। কুঞ্চিত কেশিনী নিরুপম বেশিনী রস আবেশিনী ভঙ্গিনীরে॥ নব অনুরাগিনী নিখিল সোহাগিনী পঞ্চম রাগিণীরে। রাস বিহারিণী হাস বিকাশিনী গোবিন্দ দাস চিতে সোহাগিনীরে॥ ৪॥

দক্ষিণাভাশ্রী। মূরতী শিঙ্গারিণী রাস বিহারিণী মণিময় ভূষণ ভূষিত অঙ্গী। মধুরিম হাসিনী রসময় ভাষিণী দশন কিরণ মণি মোতিম রঙ্গী॥ জয় জয় জয় বৃকভানু কিশোরী। গোরোচন রুচি চোরণ গোরী॥ধ্রু॥ চমকিত খঞ্জন গতি জিতি লোচন মনমথ মনমত ভাতি। নাচত রঙ্গিনী ভাঙ ভুজঙ্গিনী নাগরী দমন মদন মদে মাতি॥ শ্যাম মনোহর মনমথ কুঞ্জর কুচ কনকাচলে বিহরত দেখি। নীল নিচোল জালে ঝাঁপি রাখল গোবিন্দ দাস সুগতি না উপেখী॥ ৫॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব রাগ।

বালা ধানশী। কালী দমন দিন মাহ। কালিন্দী কুল কদম্ব কি ছাহ॥ কতশত ব্রজবধূ বালা। পেখলু জনু থীর বিজরীক মালা॥ তোহে কহুঁ সুবল সাঙ্গাতি। তব ধরি হামু না জানে দিন রাতি॥ ধ্রু॥ তাঁহি ধনি মণি দুই চারি। তাহে মন মোহিনী একনারী॥ সো বহু মঝু মনে পৈঠি। মনসিজ ধূমে ঘুমে নাহি দিঠি॥ অনুক্ষণ তিনিক সমাধি। কো জানে বিরহ বেয়াধি। দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা। গোবিন্দ দাসে কহে ঐছে নব লেহা॥ ১॥

শ্রীগান্ধার। নিরমল বদন কমল বর মাধুরী হেরইতে ভুলগেনু মোর। আঁখিতে রঙ্গিনী ভাও, ভুজঙ্গিনী মরমহি দংশল মোর॥ শুন সজনী যবধরি পেখনু রাই। মদন মোহন নিমগন মঝু মন আকুল কূল না পাই॥ ধ্রু॥ বঙ্কিম হাসি বিলোচন অঞ্চলে মঝু পরি যো দিঠি দেল। কিয়ে অনুরাগিনী কিয়ে বিরাগিনী বুঝাইতে সংশয় ভেল॥ নরসক বেদন মরমহি জানয়ে সময় মদন তহি ঠাই। গোবিন্দ দাস পহুঁ নিতি নব নূতন নাগর রসবতী রাই॥ ২॥

মায়ুর। আজু মুই পেখনু রাই। দরশনে নয়নে নাগর শর চঞ্চল বিরস না ভেল মুখ চাই॥ ধ্রু॥ গৌর বরণ তনু নীল পট উড়ন কুচ যুগ কনয় কঠোর। উরঃ পর কুচক উপর বিরাজিত নূর জল চিৎ চকোর। বিপুল নিতম্ব জঘন অতি সুন্দর কেশরী জিনি কটি দেশ। কমল চরণ যুগ যাবক রঞ্জিত জগ মন মোহন বেশ॥ পীঠ উপরে বেণী বিরাজিত জনু ফণি চলত তাহি মণি ধরি পাশে। বিদগধ নাগরী মঝু মন রাকুল মুরছল গোবিন্দ দাসে॥ ৩॥

ধনাশ্রী। যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই। দেখিয়া বিদরে হিয়া স্বান্ত না পাই॥ কিবা ক্ষণে আন সখী দেখিনু তাহারে। সে রূপ লাবণি নয়ন উপরে॥ ধ্রু॥ মেলিয়া দীঘল কেশ পেলিয়া নিতম্বে। চলে বালা চলে ধনী রস অবলম্বে। তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে। কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে॥ তহি শ্রমে বিরাজই ঘাম বিন্দু২। মুকুতা ভূষিত জনু পূর্ণিমক ইন্দু॥ কুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরেঃ। হেমগিরি মাঝে জনু নব জলধরে॥ উরঃ আধ পর লোলে মুকুতার হারে। সুমেরু শিখরে জনু সুরধুনী ধারে॥ মঝু মন রহত কি করত মিলান। গোবিন্দ দাস কহত পরমান॥ ৪॥

ধনাশ্রী। সরস সিনান সমাপয়ি সুন্দরী মন্দিরে চলু সখি সাথ। নিরজন জানি কান তহি উপনীত সহচর সুবল সাঙ্গাত॥ দেখিবি মোহন গোকুল চন্দ। রাধা রূপবতী রসিক শিরোমণি নবপরিচয় অনুবন্ধ॥ ধ্রু॥ সহচরী পাশে হাসি পুছত স্বরূপে কহবি বর রামা। রমণী সমাজে গজবর গামিনী এধনী কে অনুপমা॥ সরস সম্বাদ সম্বোধই সহচরী কনক দাম রুচি গোরী। মাঝই মাঝ বিরাজই এধনী বৃকভানু কিশোরী॥ শুনইতে নাম প্রেমে পরি পুরল মাধব আনন্দ সিনান। জ্ঞানদাস কহে আর কি বিছুরয়ে নিশি দিসি ধরল ধেয়ান॥ ৫॥

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ।

গান্ধার। ঢল ঢল সজল জলদ তনু মোহন মোহন আভরণ সাজ। অরুণ নয়ন গতি বিজুরী চমক জিতি দগধল কুলবতী লাজ॥ শুন সজনী যাইতে ভেটনু কান। তব ধরি জগভরি ভরল কুসুম শর নয়ানে না হেরই আন॥ ধ্রু॥ মন্দ মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই বিগলিত মোহন বংশ। নাজানিয়ে কোন মনোরথে আকুল কিশলয় দলে করে দংশ॥ অতএ সে মঝু মন জ্বলত অনুক্ষণ দোলত চপল পরাণ। গোবিন্দ দাস পিছুই আশ আশল নিয়ড়ে নামিলল কান॥ ১॥

গান্ধার। মরকত দরপন বরণ উজোর। হেরইতে প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ আগোর॥ না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ান। অতএ হানল কুসুম শরবাণ॥ এসখী কাহে ভেটনু নন্দ নন্দা। মন্দির গহন দহন ভেল চন্দা॥ ধ্রু॥ তব ধরি দক্ষিণ পবন ভেল বাম। সহই না পারিয়ে হিমকর নাম॥ সহজেই সেজি কমল দল পাঁতি। কুলবতী যুবতীলেঙু নিজ সাথি॥ তাঁরি রহল মন লাগি। ধৈরজ লাজ দুহুঁ গেল ভাগি॥ কিকম একল

িকল পরাণ। গোবিন্দ দাস কহে মিলব কান ॥ ২ ॥

ধনাশ্রী। ও কে নাগর তরুমূলে। এতদিন নাহি জানি লোক মুখে নাহি শুনি হেনজন আছয়ে গোকুলে॥ ধ্রু। যার মুরলির আলাপনে পবন রহিয়া শুনে যমুনায় ধরল উজান আচলে রবির রথ বাজি নাদেখয়ে পথ দরবয়ে দারুণ পাষাণ মৃগ মদ চন্দন অঙ্গে বিলেপন পরিমলে ভুলাওল দেশ। রমণী রমণ মন্থর গমন মনোহর মোহনিয়া বেশ॥ ময়ূর কণ্ঠ জিনি রসাল অঙ্গখানি নিরমিল সাত্ত্বিক পাখে। সেবিয়া গৌরীপতি সে কেমন পুণ্যবতী সেরূপ লাবণ্য দেখে॥ নন্দ কুলে নন্দন অনন্ত জীবন ধন নাম যার সুন্দর কানাই। তাহার দিঠির ঠারে যুবতী তাহার ডরে ঘরের বাহির হইতে নাই॥৩

সিন্ধুড়া। দেখ সখী শ্যাম সুনাগর রায়। নয়নে লাগিল রূপ আর নাহি ভায়॥ ধ্রু॥ মরকত স্তম্ভ জিনি মুবলিতে অঙ্গ অলসে মধুর হাসি নয়ান তরঙ্গ॥ কটিতে পিঙ্গল ধড়া কিঙ্কিণী কাছনী। যাচিয়া যৌবন দিব আপনা নিছনি॥ মধুর অধরজ শ্রুতি পুরে মন্দ বেণু। চরণেতে সঙ্গ রাজ বাজে রুণু ঝুনু॥ নয়ানের কোণে কহে মনের আকুতি। অনন্ত জানেন তুহু তুহার পিরীতি॥ ৪॥

ধনাশ্রী। শুন সজনী বড় রঙ্গের কথা। আজি সে সকাল বেলে মুঞি গেলু যমুনা জলে কালিয়া গো যাইয়া ছিল তথা॥ধ্রু জানয়ে কতেক কলা লইয়া চন্দন মালা দাঁড়াইয়া ছিল পথ পাশে। আমার গমন দেখি উলসিত দুটি আঁখি রসের হিল্লোলে কত ভাষে॥ নিকটে আসিয়া বলে পরহ চন্দন মালে কোথাও না শুনি হেন বোল। নাজানি পিরীতি করি ঘরে আছে হাসে মরি যমুনার ঘাটে মাগে কোল॥ জাতি মতি উদাশয় কাহারে না করে ভয় কদম্ব কাননে বসে একা।

যদুনাথ দাসে বলে আর না যাইও জলে নূতন যৌবনে দিবে দাগা ॥ ৫ ॥

ভাটিয়ারী। রূপের সাগরে আঁখি ডুবিয়া রহিল। যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ ঘরে যাইতে পথ আমার হইল অফুরাণ। অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ ॥ আগে মুঞি জানিনা জানিলে যাইতুন কদম্বের তলে। চিত হরিয়া নিল ছলিয়া নাগর ছলে ॥ ধ্রু ॥ চন্দনের চাঁদ মাঝে মৃগমদ ধান্দা। তার মাঝে পরাণ পুতলী রৈল বাঁধা ॥ কটিতটে বসন কসন লাল বেড়া। বিধি নিরমিল ঘাটে কলঙ্কের কোড়া। জাতি কুল শীল মোর হেন বুঝি গেল। ভুবন ভরিয়া মোর কলঙ্ক রহিল ॥ কুলবতী হইয়া মোর দুকুলে ভেল দুখে। জ্ঞান দাস কহে দঢ় করিয়া থাক বুক ॥ ৬ ॥

সিন্ধুড়া। রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা। বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহার কথা ॥ সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে না চলে নয়ান তারা। বিরতি অন্তরে রাঙ্গা বাস পরে যেমত যোগিনী পারা ॥ আলুইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি দেখয়ে খসিয়া চুলি। হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে কি কহে দুহাত তুলি। এক দিঠি করি ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে। চণ্ডিদাস কয় নব পরিচয় কালিয়া বন্ধুর সনে ॥ ৭ ॥

ধনাশ্রী। পহিলে শুনিনু অপরূপ ধ্বনি কদম্ব কানন হইতে। তার পর দিন ভাটের বর্ণনে শুনি চমকিত চিতে ॥ আর এক দিন প্রাণ সখী কহিলে যাহার নাম। গুণিগণ গানে শুনিনু শ্রবণে তাহার এগুণ গ্রাম ॥ সহজে অবলা তাহে কুলবালা গুরুজন জ্বালা ঘরে। সে হেন নাগরে আরতি বাঢ়ায়ে কেমন পরাণ ধরে ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দঢ়াইনু পরাণ রহিবার নয়। করহ উপায় কৈছে মিলয় দাস উদ্ধবে কয় ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আগু দূতি।

শ্রীগান্ধার। কাঞ্চন জ্যোতিঃ কুসুম ময় গোরী। নিরমিল মুরারি যতন করি তোরি॥ তুয়া অনুভবে আলিঙ্গই তাই। সোতনু তাপে ভসম হই যাই॥ শুন শুন শুন বৃকভানু কিশোরী। তুয়া বিরহানলে জ্বলত মুরারি॥ ধ্রু॥ শ্যামর নীলোৎপল অঙ্গ। মোরে না হেরই নয়ান তরঙ্গ॥ বিগলিত মুরলী মুরলী বহু দূর। অনুক্ষণ মদন দহন ভরি পুর॥ বিছুরল পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটি। সহচরী হেরি মরত জীউ ফাটি॥ সোই রহই বর তুয়া রস আশে। তাহারি চরণে রহু গোবিন্দ দাসে॥ ১॥

ধানশী। প্রেম ময়ী আগো রাই তোমারে মিলিল গুণনিধি জনমেহ কত তপ করিলে সেফল সফল কৈল বিধি॥ ধ্রু॥ করে কর ধরি যতেক বলিল হরি সে সব কহিব কত। তো বিনে কান আন নাহি জানে রাধাং জপে অবিরত॥ বৃন্দা বিকর বৃন্দাবনে আগুসর নাগর রহল তুয়া আশে। যদুনাথ দাসে কয় যদি বা আজ্ঞা হয় কানুরে আনিয়ে তুয়া পাশে॥২

ভাটিয়ারী। সুন্দরী তোহে লাগি আকুল কানাই। মাধবি কুসুম কুঞ্জে ঘন আন্ধিয়ার পুঞ্জে বৈঠল বেশ বনাই॥ ধ্রু॥ কুসুম শয়ন করি আবেশে অবশ হরি তুয়া রূপ সোঙরে। তুয়া রূপ হেরিং চৌদিগে ফিরিং নাম ধরি মুরলী পুরে॥ এখনা মধুর নিশি উজর পূর্ণিমা শশী চৌদিগে পিক কুল নাদ। মলয় পবন বায় সেহেন নাগর তায় যৌবন করল পরমাদ॥ বেশ বনাহ কত নাকর বিলম্ব এত মুরলী না শুন ঐ কানে। তরুলতা আদি যত অনুরাগে পুলকিত কৃষ্ণদাস রস গানে॥ ৩।

শ্রীরাধার আপ্ত দূতী।

শ্রীরাগ। লোচন শ্যামর বচনহু শ্যামর শ্যামর চারু নিচোল শ্যামর হার হৃদয়ে মণি শ্যামর শ্যামর সখী করু কোর। শুন শ্যামইথে জনি বোলবি আন। অচপল কুলবতী মতি উমতি বালি কিএ তুহু মোহন জান॥ ধ্রু॥ মরমহি শ্যামর পরিজন শ্যামর ঝামর মুখ অরবিন্দ। ঝল মল লোরে লোলত কাজর বিগলিত লোচন বৃন্দ। মনমথ সাগর রজনী উজাগর তুহু নাগর পুন ভোর। গোবিন্দদাস কত্তহি আশ আশব মিলব সুনন্দকিশোর॥ ১॥

ধনাশ্রী। রঙ্গিনী সঙ্গে তুঙ্গ মণি মন্দিরে দশদিশ হেরইতে রামা। কোজানে কিক্ষণে তোহে দিঠি লাগল মুরছি পড়ল সেই ঠামা॥ মাধব কি তুয়া নয়ান সন্ধান। কুল গিরিরাজ মাজ ঘন কণ্টক ভেদি মরম পরে হান। ধ্রু॥ বিরহ বিযানলে জ্বলত কলেবর ঘন লুটই মহী পঙ্ক। তুহু পুরুখ মণি তাহে চড় যজানি তিরিবিধ বিপুল কলঙ্ক॥ সব সখী মেলি কতহু আশা আশব বেদন কোই নাজান। গোবিন্দ দাস ভণ তোহারি দরশ পুনঃ নহে কৈছে রহত পরাণ॥ ২॥

কেদার। শুন২ নিরদয় হৃদয় মাধব সে যে সুন্দরী রাই। বিরহে জুর২ কনক মাজরি রহল রূপক ছাই॥ আওয়ে মধু ঋতু মধুর যামিনী কামিনী চিতক চোর। কুসুম সারক জীবন গাহক তুহু সে রতিরসে ভোর॥ সে অঙ্গ ছট ফটি কৈছে মিটব তপত সহচরী অঙ্ক। নয়ন লোরে ঝর২ লোচন লোরে মহী করু পঙ্ক॥ এতহি বিরহে আপই মূরছই শুনহ নাগর কান। প্রতাপ আদিত এরসে ভাসিত দাস গোবিন্দ গান॥৩

ধানশী। হরি২ মাধব কি কহব তোই। তুয়া গুণে মুগধ লুবধ ভেল রাই॥ ধ্রু॥ মলিন চিকুর ভেল চীরে। করতলে যন নয়ন ভেল নীরে॥ উরঃপর দোলত চাঁচর বেণী। কনয়

কাটার মাঝে কাল সাপিনী॥ কোই সখী হেরই কোই নিশ্বাসা। নলিনী দলে কোই করয়ে বাতাসা॥ কোই সখী বোলত আওত হরি। শুনিয়া চেতন হোয়ে নাম তোঁহারি॥ বিদ্যাপতি রসগায়। বিরহিণী বিরহ সমুঝায়॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং দূতী।

গৌরী নট। কাননে কুসুম তোড়নী কাহে গোরী। কুসুমমিত্র রসতনু নিরমিত তোরি॥ ধ্রু॥ আনন হেম কমল পরকাশ। সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ॥ অপরূপ তিলফুল সুললিত নাস। সৌরভে জিতল অমর তরু বাস॥ নয়ান যুগল নীল উৎপল জোর। সহজে গোঁয়ায়ল শ্রবণক ওর॥ বান্ধুলী অধরে মিলিত মেও হাস। অঙ্কুলিত কুন্দ কুসুম পরকাশ॥ সব তনু ফুটিত চম্পক গোর। পানিক তল থল কমল উজোর॥ গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমান। পূজহ পশুপতি নিজ তনু জান॥ ১॥

গান্ধার। মদন কিরাত কুসুম শর দারুণ বৃন্দাবন বন মাঝ। তঁহি আকুল হরি তোহারি স্মরণ করি পরিহরি পৌরুষ লাজ॥ এধনী তুয়া দিঠি অথির সন্ধান। মনমথ মাতঙ্গ জোরি নয়ান শর হানল হামারি পরাণ॥ ধ্রু॥ তুয়া শরে জর জীবন অন্তর কিয়ে করব নাহি জান। নিজ যশ চাহি রাই অব দেয়বি অধর সুধারস পান॥ মণিময় হার তরঙ্গিনী তীরহি কুচ কনকাচল ছায়। ঐছে তপান্ত জন গুপতে রাখবি গোবিন্দ দাস গুণ গায়॥ ২॥

শ্রীরাধা ঠাকুরাণির স্বয়ং দূতী।

ধানশী। মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব গায়ত কত২ রাগ কুলবতী হোই মন্দির ছোড়ি আয়নু সহই না পরি বিরাগ। মাধব তোহে কি শিখায়ব গান। গৌরী আলাপি শ্যাম নট

সঞ্চরু তব তুহু বিদগধ জান ॥ ধ্রু ॥ মুরলী ছোড়ি অব মধুর আলাপবি তেসর জনজনি কান। কণ্ঠহি কণ্ঠমি এক নাহি সমঝাই যতিক্ষণে হোত সুঠান ॥ নিরলজ্জ জানি হৃদয় অব ধরবি ঐছন গুণ মতি ভাস। গুনিজন লাজ ঐছে নাহি হো- ওত কহতহি গোবিন্দ দাস ॥ ১ ॥

বরাড়ী॥ পাপ চকোর চাঁদ বলি ধায়ত মধুকর কমলিনী ভানে। আঁচরে ঝাঁপি বদনে তেই পুছত তাকে পর পুরুখ ঠানে ॥ মাধব মঝুমনে এবড় সন্দেহ। কি কল জগমন মন মথ বেধয়ে কাহা পুন তাকর গেহ ॥ ধ্রু ॥ বেধল মঝুমন কি করয়ে সো পুন কৈছে কুসুম শর জ্বালা। কৈছে জুড়ায়ত একই নাজানিয়ে জনি কহ মুগধিনী বালা ॥ সহচরী মেলি হাসি মুখ মোড়ই উত্তর নাদেবই কই। গোবিন্দ দাস কহে মোহে উপদেশল ততয়ে পুছল তোই ॥ ২ ॥

বিপ্রলম্ভ।

সুহই। কাহে কানু ঘন২ আয়ত যায়ত ফিরি ফিরি বয়ানে নেহারী। হাসি২ মুখ শশী উপরে পূর্ণিমা শশী কি তোমে কহল পুছারি ॥ সজনী কহ কিছু বচন বিশেষ। হেন অনুমানি চিতে না জানি কাহার ভিতে আছয়ে পিরীতি নব লেশ ॥ ধ্রু ॥ সহজে রসিক রাজ অলখিতে করে কাজ অনুভবি ওর না পাই। যাহারে ইঙ্গিত করে কুল শীল সব হরে ভাগ্যে আমরা এড়াই ॥ একই নগরে বৈসে সদত এদিগে আইসে দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ। জ্ঞান দাসে বলে তুমি কহ কোন ছলে করিতে না পারি অনুমান ॥ ১ ॥

শ্রীরাগ। তোমরা নাকি বল আমি কানুর সনে আছি। এবোল বলিতে মুখে না হানিল মাছি ॥ ধ্রু ॥ যে দিগে কানুর ঘর সে মুখে না বসি। সতী সাধে সে মুখের বায় না পরশি ॥

কে ধরিল হাতে নোতে কে দেখিল কোথা। মিছামিছি বিরা লিনী তোলায় নানা কথা॥ না জানিয়া না শুনিয়া এবোল বলে কে। পুত খাইনির মাথা খেয়ে ভাজা গেল দে॥ এরূপ যৌবন আমি কোথা লইয়া থোব। মিছা কথা লাগি মাগো কত আগি সব॥ লোচন বলে আগো দিদি কারে তোমার ডর। শ্যাম নাগর লইয়া তুমি সুখে কর ঘর॥ ২॥

বরাডী। ননদিনী কেবল লোকের কথা। কানুর সনে যদি পিরীতি করিয়া থাকি শপদি তোমারি মাথা॥ ধ্রু॥ নিজ পতি বিনে অন্য নাহি জানি সেই সে আমার ভাল। কোন কাজে আমি রাখালে ভজিব যাহার বরণ কাল॥ মণি মুকু তার নাহি অভরণ ভূষণ বনের ফুলে। সবে পরে রাঙ্গা কুঁচের মালা তাহে কি রমণী ভুলে॥ সব সখী সঙ্গে যমুনা যাইতে তার মাঝেং আমি। কলসী ভরিয়া তিলেক নারহি মিছা কলঙ্ক কর তুমি। মা হইয়া যারে দেখিতে নাপারে মায় বলে ননী চোরা। শিবরাম দাসে বলে বসিয়া কদম্ব তলে মিছা কথা না কহিও তোমরা॥ ৩॥

অভিসারানুরাগ।

ভাটিয়ারী। মাথহি তপন তপত পথ বালুক আতপে বদন বিথার। ননীক পুতলী তনু চরণ কমল জনু তবহিঁ চললি অভিসার॥ হরিং প্রেম কি গতি অনিবার। কানু পরশরস রসবতী বিহরণ বিছর সবহি বিচার॥ ধ্রু॥ গুরুজন নয়ন পাপ গণ বারত মারত মগুল ধূলী। তাহিক মৌলি চললি ব্রজ রঙ্গিনী পতি গেহ নীতহ ভুলি॥ সবহু বধু জন চলু বৃন্দা বন গৌরী আরাধন লাগি। ঐছন মুগধ বচন রচন করি গুরু জনে অনুমতি মাগি॥ যত যত বিঘিনি জিতল অনুরাগিনী

সাধসি মনসিজ তন্ত্র। গোবিন্দ দাস কহই অব সমুঝহ হরি সঞে রসময় তন্ত্র ॥ ১ ॥

কামোদ। হরি হরি কাহা শিখল পরকার। জগজন বুঝি নিঠুর বচনমৃতে দিনহ চললি অভিসার ॥ ধ্রু ॥ বেশ বনায়তি ননদি শুনায়তি চতুর সখি সঞে বাত। আজু গৌরী আরাধনে মনরথ পূরব পশুপতি নন্দন হাত ॥ বাসিত কপূর কুঙ্কুমিত তাম্বূল ভরিলেহ চন্দন কটোর। গোবিন্দ দাস পন্থ দর শায়ব যাহা নাহি কণ্টক আচর ॥ ২ ॥

—৩—

অভিসারোৎকণ্ঠা।

শ্রীগান্ধার। অম্বরে উম্বর করু নব মেহ। বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥ অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু। উছলল মানস মনোভব সিন্ধু ॥ অবজনি সজনী করহ বিচার। শুভক্ষণে ভেল পহিল অভিসার ॥ ধ্রু ॥ মৃগমদে তনু অনুলেপন মোর তহি পহিরায়ল নীল নিচোল ॥ কি ফল উচকুচ কঞ্চুক ভার। দূর কর মোতিম সোতিনী হার ॥ তুহু দেহত দেহলি লাগী। গুরুজন অব কিয়ে ঘুমল জাগী ॥ চলইতে দিগ ভরম জানি হোয়ে। গোবিন্দ দাস সঙ্গে চলি গোয়ে ॥ ১ ॥

মল্লার। কি করব মৃগমদ লেপনে তোর। কি ফল পহিরাই নীল নিচোল। শরদ চাঁদ মুখ এতুয়া হাস। বিঘটন তিমির ভেল পরকাশ ॥ এসখী ধরবি হামারি উপদেশ। যব অভিসারবি হরিকে উদেশ ॥ ধ্রু ॥ আচরে ঝাপবি আনন চন্দ। দূর কর কামিনী কিঙ্কিণী মন্দ ॥ নূপুর মুখে ভরি তুলক পুঞ্জ। মন্থর গতি চলু কেলি নিকুঞ্জ ॥ চলইতে চৌকী নগর পুর মাঝ। ঝনু মণি কঙ্কণ ঝঙ্ক বিরাজ ॥ তিমির পন্থ যব হোতিম মেহ। গোবিন্দ দাস কহ করবি লেহ ॥ ২ ॥

শোহিনী। মন্দির বাহির কঠিন কপাট। চলইতে সঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥ তাহে অতি বাদর দর দর দোর। বারি কি বারণে নীল নিচোল॥ এসখী কৈছে করবি অভিসার। হরি রহু মানস সুরধুনী পার॥ ধ্রু॥ ঘন২ ঝন২ বজর নিপাত। শুনইতে শ্রবণ মরম জরিজাত॥ দশ দিগ দামিনী দহন বিথার। হেরইতে উছকই লোচন ভার॥ ঐছন সময়ে কি তেজবি গেহ। প্রেম কি লাগি উপেখবি দেহ॥ গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার। ছুটল বাণ কিয়ে যতন নিবার॥ ৩॥

রূপোল্লাস।

সুই। সুন্দরী আঁচরে বদন ছাপায়। লুবধ ভুমল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ আনত আনত চলি যায়॥ ধ্রু॥ মুখ মণ্ডল কিয়ে শরদ সুধাকর ভালই নিরমল চন্দ। মধুরিপু ভরমে মরম যাঁহা ঐছন তাহে কি গলয়ে মতিমন্দ॥ জনি কহ গরবে পদতলে বারিব ওথল কমল উজোর। তাহা নখচন্দ্র ভরল ভরে আকুল ততহি পড়ত জনি তোর॥ ভাঙ ধনুয়া জনু সুতনু ধনায়সি যছু শরে গিরিবর কাপ। সোকিয়ে অতনু পাতগ শিরে ভারবি গোবিন্দ দাস হিয়ে তাপ॥ ১॥

শ্রীরাগ। এধনী পদমিনী পড়ল অকাজ। জনি ভেট বিহরি কুঞ্জর রাজ॥ ধ্রু॥ তুহু গজ গামিনী মতি অতি ভোর। উচ কুচ কুম্ভ গরবে নাহি ওর॥ যৌবন গৌরবে না হেরসি পন্থ। পরিমলে বাসিত করল দিগন্ত॥ যব তোঁহে করব অরুণ দিঠি ভঙ্গ। নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী সঙ্গ॥ সোখর নখর পরশ যব হোতি। একুচ কুম্ভে না রাখিব মোতি॥ গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত। মূরছি পড়বি তহি ধরণী নিপাত॥ গোবিন্দ দাস তবহি সোঁওরাব। অধর সুধারসে যবহি জীয়াব॥ ২॥

॥ ছং॥

কেদার। শুন সুন্দরী বচন বিশেষ। আজু হাম তোহে কহব উপদেশ॥ আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম। পহিলহি তেটবি শয়নক সীম॥ হরি পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ। হাঁ জু না বোলবি প্রেম তরঙ্গ॥ কহে কবি শেখর শুন-বর নারী। যে কিছু না জানু শিখাব মুরারি॥ ৩॥

ধনাশ্রী। সখী অবলম্বনে চলবি নিতম্বিনী সুন্দ বিমুখ সমীপে। যদি হরি করে ধরি কোরে বৈঠায়ই নিচোলে ঢালায়বি দীপে॥ সুন্দরী মান না রহয়ে উদাসে। মদন তাব বিনু সাধ না পুরবি কুট দরশায়বি পাশে॥ ধ্রু॥ বহু অনুরোধে পহু কাতর পেখি বিমুখে বৈঠবি বামে। পাণী পরশে যব চমকিত চপলা সেজ তেজি আন ঠামে॥ ভুজ যুগ জোরি মোরি কর পল্লব অম্বর সম্বরবি পীঠে। দিন রামচন্দ্র ভনত উৎকট শঙ্কট বঙ্কিম দিঠে॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার।

কামোদ। রাই বিপতি শুনি বিদগধ শিরোমণি পুছই গদ গদ ভাষা। নিজ মন্দির ত্যজি চলু বর নাগর পুনঃ২ পরশিয়া নাসা॥ ধ্রু॥ কিঙ্কিণ চরণে বলিত মণি মঞ্জির বিজুরণ মর লীক রন্ধ্রে। বিগলিত কেশ বসন ভেল বিগলিত বিগলিত শিখী পুচ্ছ চন্দ্রে॥ পরিমলে আকুল ভ্রমর দশ দিশ যামিনী ভ্রমু মধু পুঞ্জে। চিরদিন দরশন পরশ রস লালস ত্বরিতহি মিলল কুঞ্জে॥ দুহু মুখ দরশনে মুগধ ভেল দুহু জন কর ধর ইতে দুহু কাঁপি। নরহরি হৃদয় মাঝে অপরূপ জাগল জল ধরে বিধুবর ঝাঁপি॥ ১॥

কামোদ। রাইক কুঞ্জ গমন শুনি মাধব অচপল প্রেম অনুমানি। মিলইতে গমন করল বর নাগর আনন্দে আপনা না জানি॥ চলইতে নথই চলই না পারই কত২ ভাব বিথারি।

দেহ হেম কদলি হেরি আকুল পদ পদ পুছে সেই নারী ॥
ঐছে বহু যতনে পহুঁ মিলল দুহু হেরি দুহু ভেল ভোর। দুহু
মন মানস সফল ভেল জীবন দুহুক গলয়ে প্রেম লোর॥
ধৈরজ ধরি হরি অঞ্চল পরশিতে ধনিক মুগধী পরকাশ।
মোহন বুঝিতে সংশয় পিছে বুঝল পরিহাস। ২।

—⁘—

শ্রীরাধার অভিসার।

১ নবোঢ়া অভিসার। তোড়িনী। হরি অভিসারে চলল ব্রজ
নারী। গুরুজন গৌরব দূরহি ডারি॥ ধ্রু॥ সখী সঙ্গে পুছত
কৌতুক বাত। পুরুখক কর কভু না লাগয়ে হাত॥ সহচরী
কহ ভাঁহি শুন বর নারি। হাম কহব তোহে লোসর বিচারি॥
নয়নে নয়নে কভু না করবি মেলি। করে কর পরশিতে
ধরবি ঠেলি॥ পহিল মিলনে রহ অবনত মাথ। গোবিন্দ
দাস কহে কারি লহ সাথ। ১।

বসন্ত অভিসার। মঙ্গল॥ চলই সুধামুখী ভেটইতে কান।
পিরীতি অতিশয় পহুকে ধেয়ান। ধ্রু। কি কহব আজুক রস
অভিসার। মনমথ নীতি চিত অনিবার॥ মধুর যামিনী
বিলাস বসন্ত। অবিরত পড়ে বাণ মদন দুরন্ত॥ চললি
নিকুঞ্জে কুঞ্জর বর গমনী। ভেটব নাগর গুরু মনে অনুমানি॥
ভেঙ অবলোকন দুহু মুখ চন্দ্রে। দূরেতে দুরে রহু দ্বিজ
রাজেন্দ্রে॥ ২॥

বর্ষাভিসার। মঙ্গল। গগণহি নিমগন দিনমণি কান্তি।
লখএ না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥ ঐছন জলদে করল
আন্ধিয়ার। নিয়ড়ে কোই লখএ না পার॥ চলু গজগামিনী
করি অভিসার। গমন নিরঙ্কুশ মদন বিথার॥ ধ্রু॥ জগভরি
শীকর নিকরহি লোল। চৌদিগে অথিরপন করু দোল॥
সেইতে চৌকী নগর পুর ঘাট। মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥

যাকর পুনফল গুণবতী সই। তুরজন যা কর শুভদিন হোই॥ যব ধনী কুঞ্জে মিলল হরিপাশ। দুরেহু দূরে রহু গোবিন্দ দাস॥ ৩॥

দিবা অভিসার মিলন। বরাড়ী॥ দিনমণি কিরণে মলিন মুখ মণ্ডল ঘামে তিলক বহি গেলা। কোমল চরণ তপত পথ বালুক আতপ দহন সমভেলা॥ হেরইতে শ্যামর চন্দ। কোরে আগোরি গোরী মুখ মোছত বসন ঢুলায়ত মন্দ॥ ধ্রু

কপূর তাম্বূল অধরহিঁ দেয়ল চন্দন লেপই অঙ্গে। শ্যামর অঙ্গ পরশে নব নাগরী বাঢ়ল প্রেমতরঙ্গে॥ কুঞ্জ কুটির ঘর সেজি মনোহর মধুকর শ্রুতিধর ভাস। গোরী শ্যাম দুহুঁ করত কুতূহল কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥ ৪॥

জ্যোৎস্নাভিসার। সিন্ধুড়া॥ কুন্দ কুসুমে করু কবরী ভার। হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥ চন্দনে চরচিত রুচির নূপুর। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরি পুর॥ চন্দিনী রজনী উজাগরি গোরী। হরি অভিসার রভস রস ভোরি॥ ধবল বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলিম কৌমুদী মিলিতনু চলই। হেরইতে পরিজন লোচন ভুল। রঙ্গ পুতলী জনু রহে সমতুল॥ পুনবতী মনমথ গতি অনিবার। গুরু কুল কণ্টক কি করয়ে পার॥ মুরতি শিঙ্গার কিরিতি ময় ভায। মিলিল নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দ দাস। ৫।

অন্ধকারাভিসার। কেদার॥ মণিময় মঞ্জির যতনে আনি ধনী সোপনি বনি দুই হাত। কিঙ্কিণী গীম হার বনি পহিরই হার সাজায়লি মাথ॥ সুন্দরী অপরূপ দেখলি আজ। হরি অভিসারে ভরম ভেলি সুন্দরী বিছরণ সাজ বিসাজ। ঘন আন্ধিয়ারে রজনী জনি কাজর গরজত বরখত মেহ। বিষ ধরে ভরল দুতর পথ পাতর একলি চলি তেজি গেহ॥ চটল মনোরথ দোসর মনমথ পন্থ বিপথ নাহি মান। গোবিন্দ দাস কহই ব্রজসুন্দরী ঐছনে ভেটলি কান॥ ৬॥

মল্লার। বিপিনে মিলল গোপ নারী হেরি হাসত মুরলী ধারি নিরখি বয়ান পুছত বাত প্রেম সিন্ধু গাহিনী। পুছত সবক গমন খেম কহত কিয়ে করব প্রেম ব্রজক সবহু কুশল বাত কাহে কুটিল চাহনি॥ হেরত ঐছন রজনী ঘোর ত্যজি তরুণী পতিকে কোর কাহে আওলি কাননওর থোর কহত কাহিনী। গলিত ললিত কবরী বন্ধ কাহে ধায়তি যুবতী বৃন্দ মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব বেঢল দিশিখ চাহিনী॥ কয়ে শরদ চাঁদনি রাতি নিকুঞ্জে ভরল কুমুদ পাতি হেরত শ্যাম তরম কাঁতি বুঝি আয়ল সাহিনী। এতহি কহত নাগর কোই রাখত কাকে মনহি গোই ইহই আল নাহোএ কোই গোবিন্দ দাস গায়নী। ৭।

ধনাশ্রী। কি শুনি সুধা মুরলী রব। না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব। ধ্রু। করে তুলি পরে কেহ পদ আভরণ। কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন। মদন ছাড়িয়া কেহ কানলে ধায়। পয়ঃপানে শিশু ছাড়ি সেহো গোপী যায়॥ এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল। শ্যাম অনুরাগে সেহো তনু তেয়াগিল॥ সকল গোপির আগে পাইল সেই রামা। গোবিন্দ দাস কহে কি দিব উপামা। ৮।

সুহই। ধনী ধনী বনি অভিসারে। সঙ্গিনী রঙ্গিনী রূপ তরঙ্গিনী সাজলি শ্যাম বিহারে। ধ্রু। চলইতে চরণ সঙ্গে চল মধুকর মকরন্দ পানক লোভে। সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বই চরণ চিহ্ন যাহাঁ শোভে॥ সাজলি মদন কলাবতী রাধে যুবতী বৃন্দ করি সাথ। রাজহংস জিনি গমন বিলম্বন অবলম্বন সখী হাত॥ কনকলতা জিনি জনু সৌদামিনী বিধি অপরূপ রাধে। যদুনাথ দাস ভণে গমন নিকুঞ্জ বনে পুরাইতে শ্যামরু সাধে॥ ৯॥

কানড়া। শরচ্চন্দ্র পবন মন্দ বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ। ফুল্ল মল্লি মালতী যূথী মত্ত মধুকর ভোরণী। হেরত রাতি ঐছন ভাঁতি শ্যাম মোহনময় কাঁতি মুরলী তান পঞ্চম গান কুলবতী চিত চোরণী। শুনত গোপী প্রেম রোপি মনহি মনহি আপনা সোঁপি তাঁহি চলত যাঁহি বোলত কনক লোলনী। বিসরি গেহ নিজহু দেহ একু নয়নে কাজর রেহ যাহে রঞ্জিত মঞ্জির একু একু কুণ্ডল দোলনী॥ শিথিল বন্দ পবন মন্দ বেগে ধায়ত যুবতী বৃন্দ সহত খসত বসন চোরি বিগলিত বেণী। দোলনী। ততহি বেলি সখীনি মেলি কেহু কাহুক পথ না হেরি ঐছে মিলল গোকুলচন্দ্র গোবিন্দ দাস গায়নী॥ ১০॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসলীলা।

কেদার। গিরিধর সুরতি পিরীতি অধি দেবা। যাকর দরশনে সব দুঃখ মেটল সোই আপনে করু সেবা॥ ধ্রু॥ আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি জানু উপরে পুনঃ রাখি। নিজ করে চরণ নিরমঞ্ছই হেরত চিরখির আঁখি॥ হিমকর শীতল নীরহি তিতল করতলে মাজই মুখ। সজলে নলিনী দল মৃদু বীজন পুছই পন্থ কি দুঃখ॥ বদনে তাম্বুল পুরি অঙ্গুলে চিবুক ধরি মধুর সম্ভাষণ কান। গোবিন্দ দাস ভণ নাহ রসিক পুনঃ রাইক অমিয়া সিনান॥ ১॥

ধানশী। পহিল সম্ভাষণ চির অনুরাগী। মিলল দুহু দুহু গলে গল লাগি॥ ধ্রু॥ তহি প্রিয় সঙ্গিনী পরম রসালা। দুহু গলে দেয়ল এক ফুলমালা॥ টুটহি জানি দুহু পড়লহু বন্ধ। দৈব বাঢায়ল হৃদয় আনন্দ॥ সখির বয়ান হেরি আনন্দ ভেলি। দুহু গলমাল দুতী গলে দেলি॥ রাখল পরম সোহাগিণী নাম। পরসাদ পাই দুতী করল পরণাম॥ ঐছন চির দিন রহু অঙ্গে অঙ্গ। রতিপতি জানি কভু নাকর বিভঙ্গ॥

ঐছে প্রেম কভু না হয় বিচ্ছেদ। গোবিন্দ দাসে রহু ঐ খেদ ॥২

সুহই। রাসে ভুলল নাগর কানু। বিছুরল নিজবেশ আপন প্রিয়া বেণু ॥ ধ্রু ॥ করে ধরি নিজ শিরে সোঁপই রাইক হাত। ঐ গুণে নাম ধরল রাধানাথ॥ রাই কোরে করি মুখ মোছায় পীতবাসে। ও প্রেমে বলিহারি যায় শ্যামদাসে ॥ ৩ ॥

কেদার। আজু রাধাকানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝ। চৌদিগে ব্রজ নারী মঙ্গল গায়ত ত্যজিয়া কুলভয় লাজ॥ ধ্রু ॥ শরদ যামিনী রঙ্গ কামিনী চঞ্চল নয়নে চায়। মদন ভুজঙ্গমে রাইকে দংশল ঢলিয়া পড়ল শ্যাম গায় ॥ কানু ধন্বন্তুরি রাই কোরে কোরি চুম্বনে বিষ করে পান। নাগর নাগরী এরসে আগরি রাই কানাই একই পরাণ ॥ শারী শুক পিক মঙ্গল গায়ত অতি সুললিত তান। শ্রীবৃন্দাবন ভরি রসের বাদর জ্ঞানদাস রসগান ॥ ৪ ॥

সুরট মল্লার। চাঁদ বদনী নাচত দেখি তাকতাক থোইং তিনিকিটি তিনিকিটি ঝাঁ॥ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ থোই দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি কি দৃগি তাক্ তাক তাক্ গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় তত্তা দিমিতা তাতা থোই তিনিকিটি ঝাঁ ॥ ধ্রু ॥ নাহবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চির। দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জির॥ বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী। ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রিয়সী॥ হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচলি। জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী॥ যেমন বলেন শ্যাম নাগর তেমনি নাচে রাই। মুরলী লুকান শ্যাম চারিদিগে চাই॥ সভাই বলেন রেয়ের জয় নাগর হারিলে। দুঃখিনী কহিছে গোপী মণ্ডলী হাসালে ॥ ৫ ॥

সুরট মল্লার। শ্যাম তোমারে নাচতে হবে দিগেদা ঝেনা কাটা থোর লাগজিগ ঝা। উড় তাড়া থোই ঝনুর২ ঝুনু ঝুনু২

ধোঙ্গত গিড়চ তিস্তা দিমিতা তাতা থোরি কাটা বা ।। ধ্রু ।। না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই । না নড়িবে বনমালা বলিব বড়াই ।। না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টি শ্রবণের কুণ্ডল । না নড়িবে নাসার মতি নয়নের পল ।। ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ। সুচিত্রা বাজায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ ।। তুঙ্গ বিদ্যা কপিলাস তুম্বুরা রঙ্গদেবী । ইন্দুরেখা পিনাক বায় মন্দিরা সুদেবী ।। উদ্ভট তালে যদি হায় বনমালী । চূড়াবাঁশী কেড়ে লব দিব কর তালি ।। যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী । নইলে কারাগারে রাখিব দুঃখিনী শুনি হাসি ।।৬

ভৈরবী । নাচত নাগরী নাগর সঙ্গ। তাথৈ২ বাজে মৃদঙ্গ ।। নানা যন্ত্র বাজত ডম্ফ করতাল । বৃকভানু নন্দিনী গাওয়ে রসাল ।। ললিতা মনসা মাধবী শ্যামা। শ্যামর সঙ্গিনী রঙ্গিনী বামা ।। রসদা জয়দা তার গোবিন্দা । আনন্দ মঞ্জরী গাব অরবিন্দ ।। অপরূপ সময় অপরূপ রাস । বলিহারি যাই নরহরি দাস ।। ৭ ।।

কামোদ । নন্দ নন্দন সঙ্গে মোহন গোকুল কামিনী । তপনি নন্দিনী তীরে লাসে বনা ভুবন মোহন লাবণী ।। ধ্রু ।। তাথৈ মৃদঙ্গ বাজই মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী । নাচে মুরহর রাই করে কর অধরে বেণুবর মোহনী ।। রাসে মাতল সঙ্গে ষড় ঋতু কুঞ্জ কাননে বাজই । শুক শিখী পিক চাতক ডাহুক ভ্রমরা গায়ই ।। রাস মণ্ডল গোপিনী কুল শ্যাম সঙ্গে নব রঙ্গিনী। দেই করতালি বোলে ভালি২ কাশীদাস বলি যাইনি ।।

কেদার । কালিন্দী তীর সুধীর সমীরণ কুন্দ কুমুদ অর বিন্দ বিকাস। নাচত মোর ভোর মত্ত মধুকর শুক শারী পিক পঞ্চম ভাষ । নাচত নিধুবনে মুগধ মুরারি ।। মুগধ গোপ বধূ অধিক লাখ সঙ্গে রঙ্গে বিহরে বৃকভানু কিশোরী ।। ধ্রু । নাচত নটিনী গায়ত নট শেখর গায়ত নটিনী নাচে না

রঙ্গ। শ্যামর গোরী গোরী সঙ্গে শ্যামর নব জলধরে জনু বিজুরী বিরাজ॥ হেরি অপরূপ রাস কলারস মনমথে লাগল মনমথ ধন্দ। উয়ল গগণে সগণ রজনী কর চৌদিগে ফেরত দীপ ধরি চন্দ॥ তারাপতি সঙ্গে তারাগণ হেরি লাজে লুকা দল দিনমণি কাঁতি। গোবিন্দ দাস পহুঁ জগমন মোহন বিছুরে কলপ সম রাতি॥ ৯॥

কেদার। নিধুবনে শ্যাম বিনোদনী জোর। বিধি অদ্ভুত প মনোহর প্রেমের নাহিক ওর॥ ধ্রু॥ আধ শিরে শোভে ময়ূর মুকুট আধ পিটে দোলে বেণী। শিরীষ কুসুম বলে মল ফরে ফণি যেন উগারল মণি॥ এক শ্রবণে মকর কুণ্ডল এক রতন ছবি। আধ কপালে চাঁদের উদয় আধ কপালে রবি॥ আধ পাহিরণ হিরণ কিরণ আধ নীলমণি জ্যোতিঃ। আধ গলে দোলে বনমাল মনোহর আধ গলে গজমতি॥ সৌরভে আকুল কুঞ্জ ভবন তরুলতা দোলে মন্দ বায়। নিকুঞ্জ মন্দিরে রসের সায়র বাহিরে শেখর রায়॥ ১০॥

•কেদার। রাস বেহারে মগন শ্যাম নটবর রসবতী রাধা সঙ্গে। মণ্ডল ছাড়ি রাই করে ধরি হরি চললি বন মাঝে॥ ব হরি অলখিত ভেল। সবহুঁ কলাবতী আকুল ভেল অতি সঙ্গইতে বন মাহা গেল॥ ধ্রু॥ সখী গণ মেলি সবহুঁ ঢুণ্ডত পুছত তরু গণ পাশে। কাঁহা মঝু প্রাণনাথ ভেল অলখিত না দেখি জীবন নৈরাশে॥ কহ২ কুসুম পুঞ্জ তুহুঁ লুব্ধিত শ্যাম ভ্রমরা কাহা পাই। কোন উপায়ে শ্যামে ভেটির উদ্ধব দাস তাহা যাই॥ ১১॥

ধানশী। সকল রমণী গণ ছাড়ি বর নাগর রাইক কর ধরি গেল। বনে২ ভ্রমই কুসুম ফুল তোড়ই কেশ বেশ করি দেল॥ চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন কান্ধে চড়ব মনে কেল।

॥ জ॥

বুঝইতে ঐছে বচন বন্ধু বল্লভ নিজ তনু অলখিত ভেল ॥
নাদেখিয়া নাহ তোহি ধনী রোয়ত হা প্রাণনাথ উৎরোলে।
ব্রজ রমণীগণ নাদেখিয়া মনদুঃখে ভাসল বিরহ হিলোলে ॥
তুমিসে কহ২ বন পরবেশিয়া হেরল রোদিত রাধা। সখীগণ
মেলি ধরণী তল লুটই উদ্ধব দাস চিতবাধা ॥ ১২ ॥

যত নারীগণ বিরহে আকুল ধৈরজ ধরিতে নারে। রসিক নাগর বুঝিয়া সময় দাঁড়াইল যমুনা ধারে ॥ কদম্বের তলে বসি কোন ছলে মৃদু২ বায় বাঁশী। শুনিতে শ্রবণে ব্রজ বধূ গণে তাহাই মিলল আসি ॥ মরণ শরীরে পরাণ পাওল ঐছন সবহু ভেল। বন দাবানল পুড়িয়া যেমন অমিয়া সাগরে কেলি ॥ ব্রজ বধূ গণ হেরি নবঘন মনের আনন্দে ভাসে। জিনি শশধর বদন সুন্দর চকোরিণী চাঁদ পাশে ॥ বিরহ তাপিত ভেল তিরপিত বরিখে অমিয়া বাণী। জ্ঞান দাস ভণে শ্যামের বদনে আধ ঈষদ বাণী ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাগ। রাই কানু বিলসই রঙ্গে। কিবা রূপ লাবণি বৈদগধী ধনী২ মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥ ধ্রু ॥ কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল ফুটিয়াছে ফুল সারি২। পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥ পরাগে ধূষর স্থল চন্দ্র করে সুশীতল মণিময় বেদির উপরে। রাই কানু কর যোড়ি নৃত্য করে ফিরি২ পরশে পুলক তনুভরে ॥ রাইয়ের দক্ষিণ কর ধরি পহুঁ গিরিধর মধুর২ চলি যায়। আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ কোন সখী চামর ঢুলায় ॥ শ্রম জল বিন্দু২ শোভা করে মুখ ইন্দু অধরে মুরলী লহু বায়। নরোত্তম দাসে কয় রাই কত সুখী হয় অনুগতে রাখিহ সদায় ॥ ১৪ ॥

কাঁপ ॥ দেখ সখী রাধা মাধব সঙ্গ। রতিরণ লাগিয়া দুহু যামিনী নাহেরিয়ে জয়া জয় ভঙ্গ ॥ ধ্রু ॥ ঘনং চুম্বন দুহু অচেতন অধর সুধারসে মাতি। প্রেম তরঙ্গ নয়ন পরিপুরল চুরল মনমথ হাথি ॥ গদ২ আধ আধ পদ কহই মদন মুর ছল বাণী। দুহু দুহু মরম মরমে ভালে সমঝই গোবিন্দ দাস ভালে জানি ॥ ১ ॥

বিপরীত ॥

বিহাগড়া। আকুল অলক বেড়ল মুখ শোভ। রাহু করল শশী মণ্ডল লোভ ॥ উতরল কুসুম মালে করু রঙ্গ। জনু যমুনা জলে গঙ্গ তরঙ্গ ॥ বড় অপরূপ দুহুঁ অচেতন ভেলি। বিপরীত সুরতি কামিনী করু কেলি ॥ ধ্রু ॥ প্রিয়মুখে সুমুখী চুম্বয়ে ওজ। চাঁদ অধোমুখী পীয়ে সরোজ ॥ বদন সোহাগল শ্রম জল বিন্দু। মদন মতিলয়ে পুজল ইন্দু ॥ কুচপর লম্বিত মতিমহারা। কনক কলস পর সুরধুনী ধারা ॥ কিঙ্কিণীর বায় নিতম্বিনী সাজ। মদন বিজয়ে জনু বাজন বাজ ॥ ভনই বিদ্যাপতি রসবতী নারী। কাম কলা জিনি বচন ছাগারি।

তথারাগ। বিগলিত চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল চাঁদ বেড়ল ঘন মালা। চঞ্চল কুণ্ডল চপল গোণ্ডায়ল ঘামে তিলক দূর গেলা। সুন্দরী তুয়া রূপ মঙ্গল দাতা। রতি রণে রমণী পরা তব পায়লকি কহব হরি হর ধাতা ॥ ধ্রু ॥ কিঙ্কিণী কলরব কঙ্কণ ঝনং ঘনং নূপুর বাজে। রতি বিপরীত ভেল মদন সমাপল জয়২ দুন্দুভি বাজে ॥ ২ ॥

মুরলী শিক্ষা।

কামোদ। বহু দিনের সাধ আছে হরি। বাজাইতে মোহন মুরলী ॥ তুমি লহ মোর নীল সাড়ী। তব পীতধড়া দেহ

পরি ॥ তুমি লহ মোর গজমতি। মোরে দেহ তোমার মালতী ॥ ঝাঁপা খোপা লহ খসাইয়া। মোরে দেহ চূড়াটি বান্ধিয়া ॥ তুমি লহ সিন্দুর কপালে। তোমার চন্দন দেহ ভালে ॥ তুমি লহ কঙ্কণ কেওড়ি। তোর তাড় বালা দেহ পরি ॥ তুমি লহ মোর অভরণ। মোরে দেহ তোমারি ভূষণ শুন মোর এই নিবেদন। শুনি হরষিত বৃন্দাবন৭। ১ ॥

কানড়া ॥ মুরলী করাও উপদেশ। যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ ॥ কোন রন্ধ্রে বাজে বাশী অতি অনুপাম। কোন রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম ॥ কোন রন্ধ্রে বাজে বাশী সুললিত ধ্বনি। কোন রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী ॥ কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত। কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটেছে প্রাণনাথ ॥ কোন রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এক কালে। কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে ॥ কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়। একে২ শিখাইয়া দেহ শ্যামরায় জ্ঞানদাস কহে হাসি। শুন রাধে মোর বোল বাজিবেক বাশী ॥ ২ ॥

কামোদ ॥ কৌতুকে মুরলী শিখে রসবতী রাধা। মদন মোহন মন মোহিনী সাধা ॥ প্রেম রঙ্গে শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। মুরলী পুরয়ে রাই ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥ বিনা তন্ত্রে বিনামন্ত্রে কত ফুক দেই। বাজে বা নাবাজে বাঁশী মুখ পিয়া চাই ॥ রাধার অধরে বেণু ধরে বনমালী। পাণি পঙ্কজ ধরিয়া লোলয়ে অঙ্গুলী ॥ কানু কোলে কলাবতী কেলির বিলাসে। দুহুক রূপ হেরি শিবানন্দ ভাষে ॥ ৩ ॥

বেহাগ। আজু কে গো মুরলী বাজায়। এত কভু নহে শ্যাম রায় ॥ ইহার গৌর বরণে করে আল। চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল ॥ তাহার ইন্দ্র নীলকান্ত তনু। এত নহে নন্দসুত কানু ॥ ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি। নটবর বেশ পাইল

কাতি ॥ বনমালা গলে দোলে ভাল। এনা বেশ কোন দেশে ছিল॥ কে বনাইল হেন রূপ খানি। ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী॥ নীল উয়লী নীলমণি। হবে বুঝি ইহার সুন্দরী॥ সখীগণ করে ঠারাঠারী। কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী কোথা গেল কিছুই না জানি। আজু কেনে দেখি বিপরীত। হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥ চণ্ডী দাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন দেশে॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেম বৈচিত্র।

মঙ্গল। সজনী কোকহ প্রেমতরঙ্গ। রাইক কোরে চমকি হরি কহতহি কবে হবে তাকর সঙ্গ॥ধ্রু। সার কিয়ে কনক কসিত তনু সুন্দর সরস পরশ হোয়ে। উরঃপর পাণি হানি ক্ষিতি পুতল পুকত কণ্ঠে বিয়োয়ে॥ কবে কহে অধর মধুর নব পল্লব আর কি মিলিব অবসই। তাকর প্রেমে মগন মজু মানস নয়নে রহল রূপ গোই॥ আর কিয়ে শ্রবণে শুনব তাকর বোল সোকিয়ে মধুরিম হাস। সোনাকি বয়ন চন্দ্র কিয়ে হেরব কুমুদিনী হাস বিকাশ॥ রাইক কোরে কান যব দিঠ পাই ব্রজ বনিতা কুল হাস। না বুঝিয়া ধন্দ বন্দ মুঝে লাগল কহতহি বল্লভ দাস॥ ১॥

শ্রীগান্ধার। ধনী অঙ্গ মধুর সৌরভে শ্যাম আকুল উছলল প্রেম তরঙ্গ। রাইক কোরে ভোরি নন্দনন্দন কাতর মূরছিত অঙ্গ॥ হরি২ কবে বিধি হবে অনুকূল। বৃকভানু নন্দিনী দিঠি ভরি হেরব পরশি কাটব দুঃখ মূল॥ ধ্রু॥ সোতনু অমিয়া উদধি করে পরশব হেরব সোমুখ চন্দ। ললিতা সঙ্গে বচনক চাতুরী হাসি কহয়ে মন্দ মন্দ॥ শ্যাম বিভোর বচন শুনি সহচরী সঙ্গে পড়ল ধনী ধন্দ। সোঙ্গি বয়ান ধনী হেরই সখী মুখ উলসিত দাস অনন্ত॥ ২॥

শ্রীরাধার প্রেম বৈচিত্র্য।

কেদার। শ্যাম কোরে যতনে ধনী সুতলি মদন মদালসে ভোর। ভুজহ বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন যছু কাঞ্চন মণি জোর।। কোরহি শ্যাম চমকি ধনী বোলত কব মোহে মিলব কান। হৃদয়ক তাপ তবহি মঝু মিটব আমিয়া করব সিনান।। সো মুখ মাধুরী রঙ্গ নেহারব সঙরিহ মনঝুর। সো তনু সরস পরশ যব পায়ব তবহু মনরথ পূর।। এত কহি সুন্দরী দীঘ নিশাসই মূরছিত হয়ল গেয়ান। আকুল রাই শ্যাম পরবোধই গোবিন্দ দাস পরমান।। ১।।

বিহাগড়া। রোদিত রাধা শ্যাম করি কোর। হরিহ কাহা গেও প্রাণনাথ মোর।। জানহুরে সখী প্রেম অগেয়ান। নাগর কোরে নাগরী নাহি জান।। ধ্রু।। মুরছলি নাগর মুরছলি রাই। বিরহে ব্যাকুল কুল নাহি পাই।। দারুণ বিরহে নাহে রহু তায়। সহচরী চিত পুতলী সম চায়।। ঐছন হেরইতে রাইক রীত। গোবিন্দ দাস চিত সচকিত।। ২।।

• বিহাগড়া। নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই কুঞ্জে সুতলি ভুজ পাশে। কানুহ করি রোওই সুন্দরী দারুণ বিরহ হুতাশে।। এসখী আরতি কহন না যাই। হেম আঁচরে রহু ভরমতি যৈছন খোজি ফিরত অনুচাই।। কাহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর মোহে উজল কতি লাগি। কাতর হই মহীতলে লুটই মদনে মদন রহু জাগি।। রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত বয়ানে বাণী নাহি ফুর। প্রিয়সখী সেই করে কর বান্ধই গোবিন্দ দাস বহু দূর।। ৩।।

জলকেলী।

শ্রীরাগ। রাস অবসানে অবশ ভেল অঙ্গ। বৈঠল দুইজন সখী গণ সঙ্গ।। শ্রমভরে অঙ্গে ঘাম বহি যায়। কিঙ্করী গণ

করু চামর বায়॥ পৈঠল সবহু যমুনা জল যাই। পানী সমরে দুহু কর অবগাই॥ নারী মগন জলে অঞ্জলি ফেলি॥ দুহু দুহু মেলি করল জল কেলি। কণ্ঠ মগন জল করল পয়ান চুম্বয়ে নাহ তব সবহু বয়ান॥ ছলে বলে কানু রাই লই গেল। জোয়তি নাম করল দুহু গেল॥ জল সঞে উঠি সব মুছই শরীর। জনু বিধু মণ্ডিত যমুনা তীর॥ রাস বিলাস করি পানী বিলাস। দাস অনন্ত কহে পূরল আশ॥১॥

বেহাগ। কেলি সমাধি উঠল দুহু তীরহি বসন ভূষণ পরি অঙ্গ। রতন মন্দির মাহা বৈঠল নাগর করল ভোজন বন্ধ। আনন্দ কোকরু ওর। বিবিধ মিঠাই ক্ষীর বহু নব ফল ভুঞ্জই নন্দকিশোর॥ ধ্রু॥ নাগর শেষ লই সব সঙ্গিনী ভোজন কয় রস পুঞ্জে। ভোজন সমাধি তাম্বূল খাওল সুতল নিজ নিজ কুঞ্জে॥ ললিতা নন্দ কুঞ্জ যমুনাতট সুতল যুগল কিশোর; দাস নরোত্তম করতই সেবন অলস নয়ন হেরি ভোর॥২॥

পাশা ক্রীড়া।

বরাড়ী। বৃকভানু নন্দিনী নন্দ নন্দন রতন মন্দির মাঝরে। কেলি কুঞ্জ তীরে শোভিত কানন কল্পদ্রুম ছাহরে॥ ধ্রু॥ নীপ তরুবরে পল্লব ফুলভরে পরশি বহাবর্ণা চারে। কুন্দ মালতি কমল মাধবিক বহই মন্দ সমীররে॥ মাতল অলি কুল শারী শুক পিক নাচত অনুক্ষণ মোররে। রাই কানু দুহু হাত খেলত হার রাখত হোররে॥ চৌদিগে বেঢল ললিত সখীগণ বসন ভূষণ সাজরে। যৈছন জলধর উদিত সুধাকরে শোভিত উড় গণ মাঝরে॥ রাই যব ধরি জিতই কাঞ্চল দশ বাপাঞ্চ বলি ডাকইরে। কতহু রতিপতি উদিত ভৈ-গেল হেরি অম্বুজ জালরে॥ শ্যাম চঞ্চল করই চুম্বন করহি বারত গোরীরে; রোখ লোচন কমল মানুমন ভঙ্গিকজন

চোরিরে ॥ রাই জিতল হঠই মাধব ধরল বামা কি হাররে ॥ রোখে রাই পুনঃ হার ধরি রহু ছিঁড়ি দুহুঁক মালরে। দ্বঁহে কলহে তজু কত ভঙ্গি করতহি হেরি সখীগণ হাসরে ॥ পুনঃ হি খেলত হার ধরি রহু বদত গোবিন্দ দাসরে ॥ ১ ॥

রসালস অর্থাৎ কুঞ্জ ভঙ্গ ॥

বরাড়ী। রতিরণ পণ্ডিত নাগর কান। রতিরণে পরাভব রি পাচবাণ ॥ অলসে সুতিরত্ত কুসুম শয়ন। দুহু উরে উরু ভুজ নয়নে বয়ন ॥ ভুজ ভুজ উপরে তজুশিরঃ রাখি। কনক জ্যোতিঃ আধ মরকত কাঁতি ॥ স্বেদ মকরন্দ বিন্দুঃ পার। নরোত্তম দাস করু চামরের বায় ॥ ১ ॥

কেদার ॥ গোরী সুতল শ্যামর কোর। লাগল নীল রতন কিয়ে কাঞ্চন কুবলয় চম্পক জোর ॥ ধ্রু ॥ গোরী সুন্দরী অধরে অধর ধরি ঘুমল বিদগধ চোর। কনয় কমলে জাগি মাতি রহল কিয়ে হিমকরে শ্যাম চকোর। ভুজ মনোহর পীন পয়োধর রাতুল কনতান সাজ। উলটল কমল বিকচ কার কাঁপল কনয় ধরাধর রাজ ॥ নাগর গুরু উরু নাগরী বেচল নাগর ভুজ বেড়ি অঙ্গে। জলদ বিজুরী জনু বোঝল দুহু জনু গোবিন্দ দাস কহ রঙ্গে ॥ ২ ॥

বিভাস। রজনী জনিত জাগরি নাগর নাগরী সুতল কিশ শয় সেজে। রতিরস অলসে অবশ কলেবর দুহু তনু দুহু নাহি তেজে ॥ সজনী সুতি রহু নিলজ কান। রাই জাগাহ পেখলু মন্দির জানই হোত বিহান ॥ ধ্রু ॥ রাইক কবরী বাকই সম্বরি পিঞ্জ মুকুট গড়ি যাউ। মণিময় মুদরী মোহন মুরলী এতুহু লেহ চোরাউ ॥ ঘুমল কান যুকতি শুনি এনব রাইকে

॥ ধ্রু ॥

কোরে আগোরি। গোবিন্দ দাস পহু চতুর শিরোমণি নিব সল সহচরী কোরি ॥ ৩ ॥

বিভাস ॥ বৃন্দা দেবী সময় জানিয়া। পাখীগণে কহে সম্বো- ধিয়া ॥ হের দেখ নিশি বহি গেল। দশদিক্ অরুণিম ভেল ॥ নিজ২ সুমধুর স্বরে। জাগাও মোর শ্যামেরে ॥ বৃন্দা দেবির আদেশ পাইয়া। রাই শ্যামে কহে সম্বোধিয়া ॥ ওহে শ্যাম ব্রজেন্দ্র নন্দন। মোরা কিছু করি নিবেদন ॥ সুবদনী কর অবধান। নিশি গেল হইয়াছে বিহান ॥ জাগ২ যুগল কিশোর। অরুণ কিরণ হেরি ঘোর ॥ কুমুদিনী ত্যেজি অলি ধায়। আরত রহিতে না যুয়ায় ॥ সখীগণ শুনি চমকিত গোবিন্দ দাস চিত ভীত ॥ ৪ ॥

বিভাস ॥ অরুণ উদয় ভেল নিশি অবসান। কপোত শারিকা শুক সুমধুর গান ॥ জয় রাধে২ জয় রাধাকান্ত। জাগ হে রসিক বর কিশোরী প্রাণনাথ ॥ ধ্রু ॥ মাগে তোঁহারি দরশন ব্রজ লোক। চাঁদ মুখ দরশনে দূরে দুখ শোক ॥ জাগল সখী সব বোলে মন্দ২। চরণ সেবন করু ভাগবত্ত মন্দ ॥ ৫ ॥

ললিত। মন্দিরে অবহিঁ চলু তুহু কান। নিশি অবশেষ হোত জনি প্রাতর দশদিগ ভেল ঝন ঝান ॥ কোই শিরে বরিহা তিলক সাম্ভারত কোই মুরলী দেই হাত ॥ মন মথ কোটি প্রকট রতসাইত রাই বরজ তছু সাথ ॥ অধরহি রাগ লাগত তহি কাজর সিন্দুরে ভই মুখ মোটী। ঢুলু২ নয়ন কমল বিধু আকুল আচরে কোই দেই ছোটি ॥ দুহু দুহু কোর নোর নয়নে করি দুহুক গদ২ ভাষ। পদ এক চলইতে কোই না পারই গায়ত্ব মোহন দাস ॥ ৬ ॥

ললিত। একিয়ে লাবণি কিশোর কিশোরী জোর বনি প্রাতর সময়ে কুঞ্জসে নিকসে বাহু বাহু জোর আয়সি ॥ নিড

নিজ মন্দিরে যাইতে পুনঃ২ দুহু মুখচন্দ্র নেহারি। অন্তরে উথলল প্রেম পয়োনিধি লোচনে পুরল বারী॥ রাই কণ্ঠে ধরি গদ গদ বোলত দুহু তনু প্রেম বিভোর। দুহুক বিচ্ছেদ দুহু সহই না পারিয়ে পুনঃ পুনঃ করতহি কোর॥ বিগলিত কুন্তলে কুসুম দাম দোলে লোল অলকাবলী শোভা। সচ্ছলহু হাস বিলাস ললিত মুখ দুহুঁক মানস লোভা॥ গদ গদ কণ্ঠ কহই না পারই বহুই না পারই সঙ্গ। শিবা সহচরী সহই না পারই দুহুক তনহু সঙ্গ ভঙ্গ॥ ৭॥

স্বাধীন ভর্তৃকা॥

শ্রীরাগ। প্রাণ নাথ দূরে পয়োদেশ ভূষণে। কুচ যুগে লেপহ চন্দনে॥ গলিত কুসুম কেশ পাশ। সম্বরি বাঁধ শ্রীনিবাস॥ শ্রম জলে শিথিল বসন। কিঙ্কিণী করহ বন্ধন॥ ভালে তিলক গয়ো দূর। মৃগমদে করহ উজোর॥ নূপুর করহ সুজোতি। কহে কৃষ্ণদাস প্রিয় অনুগতি॥ ১॥

কামোদ। ধনী মুখ পঙ্কজ কুঙ্কুমে মাজই বিদগধ নাগর কান। কাজরে সিন্দুর পর পর অন্তর অঝরে ঝরে নয়ান॥ দেখ সখী রাধামাধব কেলি। দুহুসুখ সাগরে আনন্দে নাগরি তরঙ্গে নিমগন ভেলি॥ ধ্রু॥ কঠিন কঠোর জোর কুচ মণ্ডল কুচ পদে বিদগধ সাজ। মৃগমদ চিত অম্বর করু পল্লব যুগ ধন মনসিজ রাজ॥ আনন্দ নীর নয়ন ভরি আয়ত কাচলি কলি নিরমাণ। নীল বসন মণি তদু পরি কিঙ্কিণী ভরইতে ভাল গেয়ান॥ মঞ্জুল মঞ্জির চরণোপরি রঞ্জই মুকুর ধরই নিজ পাশ। নিজ তনু হেরি হাসি তোহে লোপল হেরল গোবিন্দ দাস॥ ২॥

কামোদ। সুন্দরী অবতুহু কর অবধান। কুহু পুনঃ কি করব অনুচর কান॥ ধ্রু॥ পহিলহি তোহারি বচন পরমাণে। কিশলয় সাজনু মদন শয়ানে॥ চন্দ্রক পবন সঘন তনু দেল।

তহিঁক্ষণে শ্রমজল সব দূর গেল ॥ বিগলিত চিকুর যতনে পুনঃ সম্বরি। বকুল মাল সঞে বাঁধল কবরি ॥ অঞ্জনে রঞ্জনু পঙ্কজ নয়না। তাম্বূলে পুরণু পঙ্কজ বয়না ॥ মৃগমদে লিখইতে উচ কুচ জোর। কাঁপে চপল কর পল্লব মোর ॥ ইথে যদি রোখসি কাঞ্চন গোরী। গোবিন্দ দাস পুনঃ গায়ব হোরী ॥৩

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার ॥

ললিত। বালা রমণী রমণে নাহি সুখ। অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ ॥ সুখ নাহি পায়ল বেদন সার। গরুয়া ভোগে জনু থোর আহার ॥ সহচরী আনি সুতায়ল পাশ। চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশাস ॥ কত্ইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ। মন্ত্র নাশুনে জনু বাল ভুজঙ্গ ॥ একতিল করু ধনী মুদিত নয়ান। রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান। তিল এক দুখ জনম ভরি সুখ। ঐছে লাগি কাহে ধনী বঙ্কিম মুখ ॥ ভণই বিদ্যাপতি শুন বরকান। বালা রমণী উহ তুহু রসিক সুজান ॥ ১ ॥

শোহিনী। শুনহ সুবল সাঙ্গাতি। কহই নাজায় সুখ আগ করাতি ॥ রাইক প্রেম মহিমা নাহি ওর। পরশি রহই তনু হিয়া হিয়া জোর ॥ ভাবে বিভোর রাই মঝু পর সঙ্গ অনিমিখ হেরই নয়ান তরঙ্গ ॥ রসবতী রাই কতহু রস জান। প্রেম রসে বান্ধল হামারি পরাণ ॥ সোধনী অধরে অধর যবদেল। রাজহংস যেন সরোবর কেল ॥ ভণই অকিঞ্চন নাগর সুজান। ইহ রসলীলা সব তুহু জান ॥ ২ ॥

শ্রীরাধার নবোঢ়া রসোদ্গার ॥

পটমঞ্জরী। পুছনু এসখী পুছহু তোয়। কেলি কলারস কহবি মোয় ॥ ধ্রু ॥ বেশ বসন তোয় সব ছিন্ন ভিন্ন। অলক

তিলক সব মোট গয়ো দূর ॥ কুন্তল কুসুম ভেল ভিন ভিন। অধরহি লাগল দশনক চিন ॥ কোন অবুঝ তোর কুচে নখ দেল। হাহা শম্ভু ভসম ভৈগেল ॥ অলসহি পূরল সকলহি গা। মন লেই মনহ করু বা ॥ ভণই বিদ্যাপতি শুন বরনারী। নব রস লুটল রসিক মুরারি ॥ ১ ॥

শ্রীরাগ ॥ নাকরহ সখী মোরে অনুরোধ। কি কহব হাম তাক পরবোধ ॥ অলপ বয়স হাম কানু সে তরুণ। অতিহু সোলাজ ডর অতিহু সে কারুণ ॥ লোভে নিঠুর হরি কর লহি কেলি। কি কহব আমি যত দুঃখ দেলি ॥ ছুটি ভেল রস হাম হরল গেয়ান। নীবিবন্ধ তোড়ল কখন কে জান ॥ দেলহি আলিঙ্গন ভুজ যুগ চাপি। তৈখনে অঙ্গ মাঝে উঠল কাঁপি ॥ নয়ন বারি দরশায়লু রোই। তবহু কানু উপশম নাহি হোই ॥ অধর নিরস মধু করলহি মন্দা। রাহু গরাসি কিয়ে তেজল চন্দা ॥ কুচযুগে দেওল নখ পরহারে। কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী নারী। তুহু সে সচেতনি অবুধ মুরারি ॥ ২ ॥

ভূপালী ॥ ঐছন শুনইতে মুগধিনী রমণী। সখী গণ ইঙ্গিতে অবনত বয়নী ॥ লাজে বচন নাহি করে পরকাশ। সখীগণ কহতহি প্রিয়তম পাশ ॥ কহইতে নাকহসি রজনিক কাজ। হামারি শপথি লাগে যদি কর লাজ ॥ পহিলে সমাগম লাগি এতদুঃখ। পুন মিলনে কত পাওবি সুখ ॥ ঐছন বচন শুনি রাই মৃদু হাসি। শিবরাম দাস ইহ রস পরকাশি ॥ ৩ ॥

প্রৌঢ়া রসোদ্গার।

বিভাস। কহহ সুন্দরী রজনী বিলাস। কৈছনে নাহ পূরল তুয়া আশ ॥ ধ্রু ॥ পিয়াক পিরীতি হাম কহই নাপার।

লাখ বয়ান বিহি নাদিল হামার ॥ করে ধরি পিয়া মোরে বৈঠারলি কোর। সুগন্ধি চন্দনে তনু লেপই মোর ॥ আপন মালতী মাল হিয়া সে উতার। কত যতনে চড়ায়ল কণ্ঠে হামার॥ ফুয়ল কবরী ভার বান্ধে কত ছান্দে। চম্পক মালতী মাল দেই কত হন্দে ॥ মধুর দিঠি হেরই বয়ান। আনন্দ নীরে ভরল নয়ান॥ ভণই বিদ্যাপতি সখী গণ সঙ্গে। উথলল মদন পয়োধি তরঙ্গে ॥ ১ ॥

ধানশী। হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল প্রেম পহরী রহু জাগি। গুরুজন গৌরব চৌর রসিক ভেল দূরেহু দূরেরহু ভাগী॥ সজনী এত দিনে ভাঙ্গল ধন্দ। কানু অনুরাগে ভুজগ গরাসল কুল দাদুরি মতি মন্দ ॥ ধ্রু ॥ আপনক চরিত আন নে নাহি সমুঝিয়ে আন করত হোয়ে আন। ভাবে ভরল তনু পরিজন বাচিতে গ্রহপতি সপতি সপতিক ঠাম ॥ নিন্দহু নিন্দ নয়ানে নাহেরিয়ে নাজানিয়ে কি ভেল আঁখি। অতয়ে পরসাদ করুইয়ে নাপারিয়ে গোবিন্দ দাস একু সাখী ॥ ২ ॥

সিন্ধুড়া। কাজর তিমির ভরম জনু তনু রুচি নিবসই কুঞ্জ কুটীর। বাঁশি নিশাণে মধুর বিষ উগরই গতি অতি কুটিল সুধীর ॥ সজনী কানু সে বরজ ভুজঙ্গ। সোমঝু হৃদয় চন্দন রুহ লাগল ভাঙ্গল ধরম বিহঙ্গ ॥ ধ্রু ॥ লোচন কোণে পড়ত যব নাগরী রহই নাপারয়ে থির। কুঞ্চিত অরুণ অধর ভরি পিবই কুলবতী বরত সমীর॥ এক অপরূপ নয়ন বিষ তাকর মোটয় দশনক দংশে। বিষমৌষধি বিষ অবধারল গোবিন্দ দাস পরশংসে ॥ ৩ ॥

খট। বন্ধু সে পরেশ মণি। সো অঙ্গ পরশে এঅঙ্গ আমার সোণার বরণ খানি ॥ কতনা আদর করয়ে নাগর কত উঠে তার মনে। পালঙ্কে শয়নে নারাখে কখন আপন হৃদয় বিনে॥ দুবাহু পসারি কোরেতে আগোরি বয়ান নিরখে শ্যাম।

আপনি নাগর যাবক পরাইয়া লেখই আপন নাম।। চরণের রেণু আপনি মাথয়ে জুড়ানু জুড়ানু বলে। একথা কহিতে দাস যদুনাথে ভিতিল নয়ান জলে ।। ৪ ।।

বরাড়ী। বেণুক ফুক বুক মদনানলে কুল ইন্ধনয়ে জোরি। দরশন পানি তুহুঁ পরশ দোহায়ন শ্রমজল জারণ বারি।। সজনী কানু যে কৈল সোণার। মঝুমন কাঞ্চন আপন প্রেম ধন জোরি পিন্ধায়ল হার। ধ্রু।। নব অনুরাগে রঙ্গ পুন রঞ্জন মূল নাজানয়ে কোই। গুরুজন নয়ন চোর পথ ছাপিয়ে প্রাণনাথ সোগোই।। যোরস আগরি বিদগধ নাগরী হের লহি তাকর সাধ। গোবিন্দ দাস কহ আন আনোহ বচন ভোরে জনি পরমাদ ।। ৫ ।।

সুহই সিন্ধুড়া। অবলা কি জানি গুণধরে। রসিক মুকুট মণি নায়ক হইয়া কেনে এত আদর মোরে করে ।। ধ্রু ।। আপুহঁয়া কবরী ভার বেশ করে বারে বার বসন পরায় কুতূহলে। রাখিয়া আপন উরে নূপুর পরায় মোরে চরণ পরশে কর তলে।। অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গ রসে লালস হইয়া বসে প্রাণনাথ বসে দিনু জিনু। সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর আপনা আপনারে দিনু দিনু ।। বিদগধ শ্যামরায় বীজন করয়ে গায় গোপনে ভুঞ্জায় গুয়া পাণ। গোবিন্দ বলয়ে ধনী শুন আলো ঠাকুরাণী তুমি যে কানুর এক প্রাণ ।। ৬ ।।

ধানশী। কি পুছসি সখী কানুক সে লেহ। একজীউ বিহিসে গঠল ভিন্ন দেহ ।। কহিল কাহিনী পুছই কত বেরী। কত সুখ পারই মঝু মুখ হেরি ।। মোবিনু দরশ পরশ নাহি জীব। মোবিনু পিয়া মোর পানী নাহি পিব ।। উরু বিনে সেজি পরশ নাহি পাই। চির বিনু তাম্বূল নাহি খাই ।। রভস আয়াসে যদি পালটি তুহু পাশ। মান ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস ।। আন সভাসনে হরত গেয়ান। আন সনে

কাহিনী নাসহে পরাণ॥ কহে কবি শেখর শুন বরনারী। তোঁহারি পরশ বিনু লুবধ মুরারি॥ ৭॥

শ্রীরাগ। এমন পিয়ার কথা কি পুছসিরে সখী পিয়া সে পিরীতি জানে। যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি নিছিয়া পেলি পরাণে॥ মো যদি সিনান করো আগিলা ঘাটে আর ঘাটে পিয়া নায়। মোর অঙ্গ জল পরশ লাগিয়া চৌদিগে সাঁতারায়॥ বসনে বসনে যোগ হইবে বলিয়া একই রজকে দিই। যে নাম আমার আদি আখরে সেনাম সদাই লেই॥ হাত দিয়া মুখানি মাজে দীপ লইয়া যায়। অনেক যতনে পরশ পাইয়ে থুইতে ঠাই নাপায়॥ গুপত পিরীতি বেকত করিতে কভনা সন্ধান জানে। দয়ার সেবক শেখর রায় কিছু জানে অনুমানে॥ ৮॥

বিভাস। মরমে রাখিবে সই কারে নাকহিবে। অবলা এতেক তপ কবে ছিল কবে॥ পরম পুরুষ এই নন্দের কুমার। কিলাগি সে ধরে সই গো চরণে আমার॥ আপনার মুরলী দেয় চূড়া বাঁধে শিরে। আপনি রমণী হইয়া বসে মোর উরে কহিতে সরম সই বলিতে সরম। মোরে আচরিতে বলে পুরুষ ধরম॥ বন্ধুরে কান্দরে পিঞা বনায় মোর বেশ। বলিয়াঃ পিয়া বাঁধে মোর কেশ॥ সুগন্ধি চন্দন পিয়া মোর অঙ্গে লেপে। নখে করি নিজ নাম কত সুখে লিখে॥ না কহিও সইগো এ গোপত কথা। নাপিতিনী হইয়া দেয় চরণে আলতা এ গোপত কথা সই না কহিও কারে। পিয়া গুণে কানুদাস সদা হিয়া ঝুরে॥

অনুরাগ।

ধনাশ্রী। রূপে ভরল দিঠি সোঁয়রি পরশ মিঠি পুলক লইতে সব অঙ্গ। মধুর মুরলী রবে শ্রুতি পরি-পূরিত ন

শুনে আন পরসঙ্গ ॥ সজনী অব কি করব উপদেশ।
কানু অনুরাগে তনুমন মাতল নাশুনে ধরম লবলেশ ॥ ধ্রু ॥
নাসিকায় সে অঙ্গ সৌরভে উনমত শ্রবণে নালয় আন।
নে শুণ গানে বান্ধল মজুমন ধরণ রহন কোন ঠাম। গুরু
পরিজন গরজনে গুরুজন গঞ্জনে কোজাগে উপজব হাস ॥ তাহে
এক মনোরথ জনি হয় অনরথ পুছই গোবিন্দ দাস ॥

শ্রীরাগ। শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু ভুলিয়া পিরীতি
কৈনু। পিরীতি বিচ্ছেদে জীবন সংশয় ঝুরিয়া মৈনু ॥ সই
এ পিরীতি দোসর ধাতা। বিধির বিধান সব করে আন
নাশুনে ধরম কথা ॥ ধ্রু ॥ সবাই কহে পিরীতি কাহিনী
কে বলে পিরীতি ভাল। শ্যামের পিরীতি জানিতে অন্তর
দিন কাল ॥ পিরীতি কীরিতি কুল ভুলাইতে পিরীতি গুরুয়া
ভার। যাহার অন্তরে পিরীতি ব্যাধি সে জানে নাজানে
আর ॥ কেকে হেন পিরীতি করিনু দেখিয়া কদম্বের
তলে। জ্ঞান দাসে কহে কানুর পিরীতি ছাড়িবে কাহার
শালে ॥ ২ ॥

সুই ॥ সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥ সখী
রে কি মোর করমে লেখি। শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি ॥ উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু
অগাধ জলে। লছমি চাহিতে দরিদ্র বেঢল মাণিক হারানু
হেলে ॥ পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বজর
তাপে। জ্ঞানদাসে কহে পিরীতি করিয়া পাছে করহ অনু
তাপে ॥ ৩ ॥

শাহিনী ॥ গুরু দুরজন দূরে তেয়াগিনু পতি ক্ষুরধার তায়
কানুর পিরীতি কিরীতি করিনু কলঙ্ক একোকে গায় ॥
॥ এই ॥

সই লো মরম কহিনু তোরে। কানুর পিরীতি সপাদ করিতে যে বন্ধু সে বলু মোরে॥ ধ্রু॥ ধরম বচন মনেতে নালয় করমে আছিল যে। সে সব আদর ভাদর বাদর কেমনে ধরিব দে॥ হিয়ার পিরীতি কহিল নাহয় চিতে অবিরত জাগে। জ্ঞানদাস কহে নব অনুরাগে অমিয়া অধিক লাগে॥ ২॥

বরাড়ী। পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সাগর মাঝে। প্রেম পরিমলে লুবধ ভ্রমরা ধাওল আপন কাজ॥ ভ্রমর জানয়ে কমল মাধুরী তেঁই সে তাহারি বশ। রসিক জানয়ে রসের চাতুরী আন কহে অপযশ॥ ধরম করম লোক চরচা একথা বুঝিতে নারে। এতিন আখর যাহার হৃদয়ে সেইসে বুঝিতে পারে॥ কহে নরহরি শুন গোয়ারী পিরীতি সুখের সার। পিরীতি মরম জনমে নছিল বিফল জীবন তার॥ ৫॥

আশোয়ারী। বন্ধুহ মরিয়া গেনু ঠেকিয়া পিরীতি রসে। নাজানি কি আর হয় পরিণামে পিরীতি বিরীতি অবশেষে॥ ধ্রু॥ এঘর করণ ননদী দারুণ বসতি পরের কাছে। এই মাগো মোর মরণ সকল জীবনে কি সুখ আছে॥ কালিয়া কালিয়া বলিয়া২ কেমনে কি সুখ পাইনু। হিয়া দগ দগি মনের আগুনি দ্বিগুণ পুড়িয়া মৈনু॥ নাছিল পিরীতি আছিল কিরীতি জনম গোঙানু ভাল। পিরীতি করিয়া এমন জঞ্জাল বিষাদে পরাণ গেল॥ গোকুল নগরে কেবা কি না করে তাহে কি নিষেধ বাধা। এসব যুবতী সতী কুলবতী কানু কলঙ্কিণী রাধা॥ গুরু গরবিত ভয় কত নাহয় কি বুদ্ধি করিব হায়। জগন্নাথ দাসে বলে সকল ভাসাইয়া জলে এখনি বিকাব রাঙ্গাপায়॥ ৬॥

বরাড়ী ॥ সজনী ও বড় বিষম প্রেম জ্বালা। তাসঙ্গে না কহিও কথা যার বরণ চিকণকালা ॥ ধ্রু ॥ যদিবা কহিবে কথা পাষাণে বান্ধ হিয়া। তিলে২ দগ্ধে২ মরিবে ঝুরিয়া ॥ যে জন না জানে কানুর পিরীতি সে জন আছে ভাল। ভাসিয়া পিরীতি করিয়া জনম পুড়িতে গেল ॥ যদুনাথ দাসে কহে এই বোল বটে। কানুর পিরীতি করি অনল ছুইতে জ্বলিয়া উঠে ॥ ৭ ॥

সুহৈ। পিরীতি পিরিতী এই বড় কোমল পিরীতি অঙ্গ ; লাগিতে পিরীতি করিয়া জনম কাঁদিতে গেল। সই লো এবড় দারুণ বাধা। সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনিব পাপ পিরীতির কথা ॥ ধ্রু ॥ কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া যে জন পিরীতি করে। তুষের অনল যেন সাজাইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে ॥ আমি অভাগিনী এদুঃখে দুঃখিনী সদাই ঝরয়ে আঁখি। চণ্ডীদাস কহে যে দুঃখ উঠিল জীবন সংশয় দেখি ॥ ৮ ॥

হোলী।

বসন্ত। বসন্ত খেলত রসময় কান। চৌদিগে গোপীগণ সুঘড় সুজান ॥ ধ্রু ॥ আবীর উড়ায়ত গায়ত গীত। পায়ল মদন-পরাভব চিত ॥ ত্রিভুবন ভুলল দেখি অপরূপ। পূজত দেবগণ লই দীপ ধূপ ॥ মাধবী ফুটল কেশর লবঙ্গ। বিকশিত কিশলয় বকুলক সঙ্গ ॥ হোরি দ্বিজ গঙ্গারাম মন ভেল ভোর। রাধা শশীমুখী চাঁদ চকোর ॥ ১ ॥

বসন্ত ॥ বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে। চুয়া চন্দন আবীর গোলাব দেয়ত শ্যামের অঙ্গে ॥ ধ্রু ॥ ফাগু হাথে করি ফিরত শ্রীহরি ফিরি২ বোলত রাই। ঘুংঘট ওঠমে বয়ন ছাপায়ত বেরি২ যৈছে মেঘসে চাঁদ লুকাই। ললিতা এক সখী

ফাগু হাতে করি দেয়ত কানু নয়ান। বৃকভানু কিশোরী তুহুঁ কহুঁ ধরি মারত শ্যাম বয়ান॥ আওর এক সখী জীউ জীউ করি কাঁহা লাগাওঁ আবীর। কর্পূর ফাগু লেই কান নয়ান বেরি বেরি দেয়ত ঝাঁহা করত কবীর॥ ২॥

বসন্ত। নিধুবনে মাধব খেলত রঙ্গে। বৃজবনিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে॥ কানু ফাগু দেওলি সুন্দরী অঙ্গে। মুখ মুড়ত ধনী করি কত ভঙ্গে॥ ফাগু রঙ্গে গোপী চৌদিগে বেঢ়িয়া। শ্যাম অঙ্গে দেই ফাগু অঞ্জলি পূরিয়া॥ ফাগু খেলিতে ফাগু উড়ল গগনে। বৃন্দাবনে তরুলতা রকত বরণে॥ রাঙ্গা ময়ূর নাচে গাছে রাঙ্গা কোকিল গায়। রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥ রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হৈল যমুনার পানী। গগনে উঠিল ফাগু দিগ বিদিগ না জানি॥ রাধা জয় জয় দিয়ে কুলে পায়। হেরিয়া মাধব ঘোষের নয়ন যুড়ায়॥ ৩॥

ঝিঁঝিট। ঋতুপতি রাধা মাধব সঙ্গে। বিবিধ বিলাস হেরি রস রঞ্জিত ফাগুয়ারে অরুণ শ্যাম অঙ্গে॥ ধ্রু। অরুণিত শ্যাম কলেবর দরপণ রাইক প্রতিবিম্ব লাগি। তরুণাহি আন রমণী মনে জানিয়ে মানিনী ভেল বিরাগী॥ রসিক সুনাগর রাইক মান হেরি মিনতি করত কর যোড়ি। পীত বসন গলে সাধই পদতলে রাই রহল মুখ মোড়ি॥ প্রিয় সহচরী যত কত বুঝাওত সুখ সঞে কাহে বিপরীত। দ্বিজ হরিদাস কহত কাহে রোখলী প্রেমক ঐছন রীত॥ ৪॥

বসন্ত। শুন ধনী মানিনী মান নিবারো। আবীরে অরুণ শ্যাম অঙ্গ মধ্যে পর নিজ প্রতিবিম্ব নেহারো॥ ধ্রু॥ তুহুঁ এক রমণী রসবতী শিরোমণি কোন ঐছে জগমাহ। তুহাঁরি সমুখে শ্যাম আন সঙ্গে বিলসব ঐছন রস নিবরাহ॥ ঐছন সহচরী বচন শ্রবণে ধরি নরম ভরমে মুখ ফিরি। ঈষত

এতকান। গোবিন্দ দাস কহই অব না শুনিয়ে সঙ্কেত মুরলী নিস্বান ॥ ১ ॥

কেদার। উজোর রাতি সেজি নব কিশলয় বাসিত তাম্বূল বারী। এহি উপচারে আজু হরি ভেটব এছন মরম হামারি॥ সখীহে কিয়ল বেশ বনাই। কানু পরশমণি পরশক বাধন আভরণ সোতিন মানি ॥ ধ্রু ॥ দুহু কুণ্ডল দুহু কঙ্কণ কিঙ্কিণী দুহুঁ২ নূপুর রাখি। মৃগমদ সিন্দুর রোচনে কাজর পদ যাবক রতি সাখি। সোতনু পরশে পুলক জনু বাধব ইথে লাগি চমকে পরাণ। গোবিন্দ দাস কহয়ে ধনী ধনী কানু মরম ভুহু জান ॥ ২ ॥

গুজ্জরী। ঘন ঘন নীপ সমীপহি শুনিয়ে সঙ্কেত মুরলী নিস্বান। রহি২ বাম পয়োধর ফুরয়ে তে বুঝি মিলব কান ॥ দেখ সখী পাপ চতুর্থীক চাঁদ। হরি অভিসার এহি বিল ম্বায়ত পাতি কিরণময় ফাঁদ ॥ ধ্রু ॥ মনহি মনোরথে চঢল মনোভব বৈরজ ধরণ না যাত। মণিময় হার ভার জনু লাগয়ে কঙ্করণ দূর করু হাত ॥ ধরণী শয়নে এক্ মোহে সোহই কুসুম শয়নে জাঁউ কাঁপ। গোবিন্দ দাস কহ গহন প্রেম গহন দহনে দেয়ই ঝাঁপ ॥ ৩ ॥

ধানশী। তোহারি সম্বাদে আনিতে মাধব কাননে যামুন তীর। এক কলাবতী পথেতে ভেটল ধরল মাধব চীর॥ করে কর ধরি ভুজে ভুজ বেঢ়ি লৈগেল আপন গেহ। সহজে ভ্রমরা মধুপানে মাতল পাই কমলিনী লেহ ॥ তোহারি বচনে রহল এধনী পুনকি পায়ব কান। পন্থ হেরি হেরি নিন্দ নাহি আয়ত নিশি গয়ো ভয়ো অবসান ॥ দূতীক বচন শুনি তেই ধনী মনে পড়ি গয়ো ধন্দ। অধর বান্ধুলী মলিন ভই গেয় যৈছন দিবসক চন্দ ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা।

ভূপালী। রাতি ছোটা অতি ভির রজনী। কতিক্ষণে আঁরব কুঞ্জের গমনী॥ ভীম ভুজঙ্গম শরণা। বাটহি সঙ্কট কোমল চরণা॥ এবিহি তুয়া পায় করো পরিহার। অবিঘিনে রঙ্গিনী করু অভিসার॥ ধ্রু॥ গগনে সঘন মহী পঙ্কা। কতহুঁ বিঘিনি উপজায়ত শঙ্কা॥ রোধল দশ দিশ নিশি আঁধিয়ারা। চল তঁহি খলহি চলই নাহি পারা॥ রাজলি পাটলি তুলারলি। আরত মান বিভানুভ মৌলি॥ বিদ্যাপতি কবি কহই। প্রেম লুবধ জন পরাভব সহই॥ ১॥

বরাড়ী। দরশন দেল সুন্দরী রাই। তুয়া বিচ্ছেদে দারুণ দুখ পাই॥ আকুল বিকল প্রাণ কি হইল শরীরে। কি করি বসিয়া হেথা কালিন্দীর তীরে॥ কি করিব কোথা যাব নাহিক উপায়। রাধার বিহনে মনে থাকা নাহি ভায়॥ দশ দিশ শূন্য দেখি সুমুখী বিহনে। কি আর রাখিয়া মোর বিফল জীবনে॥ কি ভেলি কোথা গেলি রসবতী গোরী। দেখা দিয়া রাখ প্রাণ নবীন কিশোরী॥ ভেল মেলা দিল যেন রসবতী রাধা। পূরল মনোরথ আনেক সাধা॥ তুহুঁ তুহুঁ মেলি রসকেলি হাস। এসব কৌতুক গায় ললিতা দাস॥ ২॥

শ্রীরাধার উৎকণ্ঠিতা।

গান্ধার। দেখ সখী অর্দ্ধনিকু রাতি। আব রজনী বহি যাতি॥ দশ দিগ অরুণিম ভেল। আধ চাঁদ উই গেল॥ অবহু হরি নামিলল রে। বিহি মোরে বঞ্চলয়ে॥ ধ্রু॥ কাহে বনা মনু বেশ। বিঘটন কানুক সন্দেশ॥ কাহুকে লই ইহ গারী। ধনি জনি হোয়ে কুল নারী॥ কৈছনে ধরব পরাণ। কোবরু সহ ফুলবাণ॥ গোবিন্দদাস বব জান। অবহু নামিলল কান॥ ১

শ্রীরাগ। কানুক সঙ্কেতে বেশ বনায়নু আয়নু কেলি নিকুঞ্জ মাধবী পরিমলে তোরি তনু জায়ল ফুকরে মধুকর পুঞ্জ॥ শুন সহচরী মোহে না মিলল কান। নিলজ রীতি পিরীতি অনুরোধে অতয়ে সে রহত পরাণ॥ ধ্রু॥ কানুক বচন অমিয়া রসে সেচন বেচনু তনু মন জাতি। নিজ কুল দূষণ ভূষণ মাননু তে ভেল ঐছন সাতি। হিমকর কিরণ গমন রোধল কিকল চল বহি গেহ। গোবিন্দ দাস কহে জহি সতী জানত কানক ভেজব নব নেহ॥ ২॥

গুজ্জরী। ভুজগ ভরল পথ কুলিশ শত শত কত২ দিঘিনি বিথার। বাম চরণে ঠেলি কুলবতী গৌরব কুঞ্জে করল অভিসার॥ সজনী কি ফল পাপ পরাণ। যামিনী আধ অধিক ভইযাত অবহু না মিলল কান॥ ধ্রু॥ অতয়ে মনোরথ তত ভেল অনরথ কানু পিরীতি অভিলাষে। না জানিয়ে কোন কলাবতী বান্ধল ভাণ্ড ভুজঙ্গিনী পাশে॥ দারুণ ফুল শর কুঞ্জে বিথারল মন্দিরে গুরু জন পারী। গোবিন্দ দাস কহ এভুজ সংশয় নিরসল রসিক মুরারি॥ ৩॥

সুহই। কণ্টক কুন্দ সো নন্দ নন্দন কামারি গুপত রতি কন্ত। এবইতে মানিনী কো গজগামিনী আগে জাগেরল পন্থ॥ সজনী কাহে বনাইনু বেশ। কুসুমক সেজ সাজি নিশি জাগরি অরুণ উদয় অবশেষ॥ ধ্রু॥ কত মরমে বেয়াধি সমাধব সুরধুনী কানি সেবা। চচল মনোরথ ঐছে নাহি ছোড়ত নিকরুণ মনমথ দেব॥ কুল সঞে জীবন রহব কি যায়ত পড়ি রভ প্রেম কি পঙ্কা। গোবিন্দ দাস কহ কানু পিরীতি নহে কেবল যুবতী কলঙ্কা॥ ৪॥

ধানশী। মাধব কি কহব সোবর নারী। গুরুজন নয়ন নয়নে রহে সুন্দরী নব যৌবন মুদি ভারি॥ ধ্রু॥ দিবসক মাঝে বাহির নাহি হোয়ত দিনকর কিরণ তরাসে। ননীক

মুরলী যনু আতপে মিলায় মনু মিলব দুকুল পীতবাসে ॥ এ ভঙ্গি বচন শুনল যব মাধব সুতল কুঞ্জ কুটীর। গর গর অন্তর বচন নাহি আওত ঝরঃ নয়নক নীর ॥ সহচরী গোরী করে ধরি মাধব মাবত আনন চন্দ। দারুণ মদন দ্বিগুণ তনু দগ দগ গোবিন্দ দাস পরবন্ধ ॥ ৫ ॥

—

বিপ্রলব্ধা ॥

শ্রীরাগ। সুখে থাকিতে বিধি লাগলরে দুখনু কানু আশে, [illegible]। আপন কুমতি পরিতাপছরে দারুণ মদন তরঙ্গে ॥ আবোল নাবোল সখী সম্বাদছরে নাহি মেয় লেহ কানি [illegible]। মুঞি পাপিনী যদি জানিতছরে পিরীতি পরি [illegible]। স্বপনেক সাধ না করিতছরে শুনইতে পুরুখক নামে ॥ ১ ॥

[illegible] ॥ কানুসে কহবি কর জোরি। বোল দুই চারি শুনায় [illegible] মোরি। বিফল পারল পিরা সরবসী। অনুপম রূপ [illegible] ছাঁদি। হাম্বহন নাটিক লেহা। সুপুরুখ বচন [illegible] দেহ ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি সাই নাকর নিরতি [illegible] মিলব মাধাই ॥ ২ ॥

বরাড়ী। জঙ্গম হেমলতা সম সোধনী তুহু বনশ্যাম তমা[illegible]। বহিওন জানল প্রেম ঘটায়ল দুহুক পরশ রসাল ॥ [illegible] ধর তোহে সম্বাদল বালা। তুয়া রস বিহনে অবহু তনু [illegible] গুরু কুল কন্টক জ্বালা ॥ ধ্রু ॥ মরমক বেদন সহই [illegible] পারিয়ে শুতি রহু ধরণী শয়ানে। লোচন খঞ্জন নীরে [illegible] দিন রজনী নাহি জানে ॥ সখী পরবোধ শ্রবণে নাহি শুনই অনুক্ষণ তোহারি সমাধি ॥ গোবিন্দ দাস কহই [illegible] নাজানহ দারুণ বিরহ বেয়াধি ॥ ৩ ॥

সুহই। হরিণ নয়নী তেজি নিজ মন্দির অবইতে সঙ্কেত ঠামা। তৈখনে চাঁদ বেয়াধ নিদারুণ পশারল কিরণ দামা॥ মাধব তোহে কি বোলব আন। বিষম কুসুম শর পাজর জরজর ধনী জনি তেজই পরাণ॥ ধ্রু। মোতিম হার-ভার হিয় জারই কর কঙ্কণ ভেল বঙ্ক। সহচরী কোরে তোরি তনু মোড়ই লোরে ধরণী করু পঙ্ক॥ কালিন্দী কূল কদম্ব কানন নামে নয়নে ঝরু বারী। গোবিন্দ দাস কহই তব মাধব কৈছে রহব বরনারী॥ ৪॥

বিভাস। পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে অধর নিরস ঘন শ্বাস। করতলে বদন সঘনে অবলম্বই গুণিন জীবন হুতাশ॥ শুন মাধব কাহে আশ আশলি রামা। সগরিছু যামিনী জাগি পোহায়লি কামিনী সঙ্কেত ঠামা॥ ধ্রু। হরি বোলি ধরণী ধরি রোয়ই রোধল গদগদ ভাখ। নীল গগণ হেরি তোহারি ভরমে করি বিহি সঞে মাগই পাখ। লখ আশে আশে লখই নাপারই রহত কি নাহি নিশ্বাস। তোহারি নাম শুনে পুনঃ তনু পুলকই পরীখত গোবিন্দ দাস॥ ৫॥

খণ্ডিতা।

বিভাস। হই বিদায় চললি হরি প্রাতরে চন্দ্রাবলী পাশ। বোধী। কেশর কুঞ্জে জরিতে চলি যাওত রাইক কত অপরাধী॥ এহরি প্রবেশল কুঞ্জ কি মাঝ। তাহা নাহি রাই যাই তেল ফাফর জানল পড়ল অকাজ॥ কুসুমিত সেজ যমুনা জলে ভাসত গাড়ি যায় কর্পূরক বাতী। মলয়জ মাল সুবাসিত তাম্বূল এদোহে মহী গড়ি যাতি॥ কুঞ্জ বাহিরে দেখ অঞ্জন ভাজন পাড়ি রহু দরপণ সাত। যত নখই বিদারি পন্থ মহা ডারল নীল জরজ রহু পাঁতি॥ গত নিশি রাইক

বিভাস ॥ পদ নখ হৃদয়ে তোহার। অন্তর জ্বলত হামার। অধরহি কাজর ভোর। বদন মলিন ভেল মোর ॥ জানু উজাগর রাতি। তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি ॥ সবে নহ তনু তনু অঙ্গ। হাম গোরী তুহুঁ শ্যামর অঙ্গ ॥ কাহে মিনতি কর কান। তুহুঁ হামু একই পরাণ ॥ অতএ চলহ নিজ বাস। কহতহি গোবিন্দ দাস ॥৫॥

খট। কাঁহা নখ চিহ্ন চিনলি তুহুঁ সুন্দরী এনব কুঙ্কুম রেহ। যাকর ভরমে মরমে কিএ গঞ্জসি ঘন মুখচন্দ পাদ এহ। ভামিনী মঝু মনে লাগল ধন্দ। অপরূপ রোখ দোখ বিনু মানসি দিনহি তরুণী দিঠি মন্দ ॥ ধ্রু ॥ গোরীক হেরি বৈরি সম মানসি উরঃপর যাবক ভানে। কাগুক বিন্দু ইন্দু মুখ নিন্দসি সিন্দুর করি অনুমানে ॥ তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী অরুণিম ভেল নয়ান। তুহুঁ পুনঃ পালটি মোহে পরিবাদসি গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ ৬ ॥

বিভাস ॥ মাধব অব তুহু শঙ্কর দেবা। যাকর পুণ্যফলে প্রাতহি ভেটনু দূরেঙ্গ দূরে রঙ্গ সেবা ॥ ধ্রু ॥ আকুল কুটিল চূড় শিখী চন্দ্রক ভাসহি সিন্দুর দহনা। চন্দন মাঝহি মৃগমদ লাঞ্ছন তে বেকত তিন নয়না ॥ চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তনু সোই ভসম সম ভেলা। তোহারি বিলোকনে মঝু মন মনমথ মনমথ সঙ্গে জরি গেলা ॥ কাহে দিগাম্বর অবস্ত বসন পর শঙ্কর নিয়ম উপেখি। গোবিন্দ দাস কহয়ে পর অম্বর পণইতে লেখিনালেখি ॥ ৭ ॥

সুহই ॥ সহজই গোরী রোখে তিন লোচন কেশরী মাঝহি ক্ষীণ। হৃদয় পাষাণ বচন অনুমানি এশৈল সুতাকর চিন ॥ সুন্দরী আজু তুহুঁ চণ্ডী বিভঙ্গ। যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর দেয়বি মোহে আধ অঙ্গ ॥ ধ্রু ॥ কালিয় কুটিল ভাঙ ভুজঙ্গিম সম্বরু তাকর দন্ত। পশুপতি দোখে রোখ নাহি

জানত হাম নাহে শুম্ভ নিশুম্ভ ।। দহন নন্দন ভুজ জীতি হরি নয়ান ইঙ্গিত বরদানে। তুয়া পদ মাথে বাদ সব খণ্ডই গোবিন্দ দাস পরমাণে ।। ৮ ।।

সুহই। রসবতী ইহ রসিক জন মানব যদি নাপূরব আশা। গুণ পণ তেজি দোষ সব সংগ্রহ জব কৈছে গুণবতী নাম ।। মানিনী মোহে তেজলি কতি লাগি। একে তুয়া সঙ্গে বস নিশজনু কতহু যামিনী জাগি ।। ধ্রু ।। পহিল মিলনে নবনী হৃদয় ছিল এবে হইল অতি কঠিনাই। কঠিন পয়োধর সঙ্গে কঠিন ভেল সঙ্গ দোষ নাহি যাই ।। বালাগি নয়ন শায়ক দহ বরিখয়ে নিশি দিশি অনুপম রাখা। তাকর মনে যদি করুণা নাউপজয়ে কবকিয়ে জীবন সাধা ।। একর চরণ অমিয়া নিধি সন্তত অন্তরে লেশহি মোর অতএ বারিব প্রাণপতি ইহ তনু জীবন তোর ।। ৯ ।।

ভূপালী। অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ। করযোড়ে মাধব মাগয়ে পরসাদ। নয়নে গলয়ে লোর গদগদ বাণী। এই চরণ শরণ হই পাণি ।। চরণ যুগল ধরি করু পরিহার। তৈছন যতন করই নাপার। মানিনী নাহেরই নাহ বয়ান। পদতলে লুঠয়ে নাগর কান ।। চরণ ঠেলি ঠেলি যাওত রাই। বলরাম দাস কহই দুখচাই ।। ১০ ।।

কোড়নী। রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব পদতলে ধরণী লোটান। দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব তবহু বিমুখী ভেল রাই ।। পুনঃহি মিনতি করু কান। হাম তুয়া অনুগত তোহে ভাল জানত কাহে দগধ মঝু প্রাণ ।। ধ্রু ।। তুহু যদি সুন্দরী মঝু মুখ নাহেরবি হাম যাওব কোন ঠাম। তুয়া বিনে জীবন কোন কাজে রাখব তেজব পাপ পরাণ ।। এতেক মিনতি যব করলহু মাধব তবহু নাহেরল বয়ান। গোবিন্দ দাস মিলই আশ আশই রোই রোই চলু কান ।। ১১ ।।

সখী উক্তি। কালাংড়া।। শুন সুন্দরী অব তুহি তেজসি কান। সুখময় কেলি নিকুঞ্জে যব বৈঠব তব কাঁহা রাখবি মান।। ইহ নাগর বর রসিক কলা গুরু চরণ পাকড়ি গড়ি যায়। নহ তব রোখসি রোখ বাড়ায়সি চরণহি ঠেলসি তায়।। প্রেম নছনি হিয়া ছোড়ল বুঝি অব আন অলখি পরবেশ। গুণ বিছরাই দেখ সব ঘোষই আরতি ছোড়ায়ল দেশ।। এত অলখি যব তোহে ছোড়ি যাওব তব গুণগণ সওঁরাব। রোই পুনঃ হামারি বাহু ধরি সাধবি তব কোই নিয়ড়ে না যাব। সহচরী এতহু বচন নাহি শুনয়ে কোপে ভরল সব অঙ্গ কহে বলরাম চমকে লোকে লাগল সখীক বচন ভেল ভঙ্গ।।১২

টোড়ী। করে কর যোড়ি মিনতি করু। ভাসএ চরণ কমলে প্রণিপাত। কোপে কমল মুখী নয়নে না হেরোল কতি মানে অবনত মাথ।। সুন্দরী ইথে কি মনোরথ পূর। যাচিত রতন তেজি পুনঃ মাগন সোঙরি পীতি দূর।। ধ্রু।। কোকিল নাদ শ্রবণে যব শুনসি তব কাঁহা রাখবি মান। কোটি কুসুম শর হিয়া পর বরিখব তব কৈছে ধরসি পরাণ।। মঝু এত বচনে তোহারি নাহি আরতি হিত কহিতে কহ আন। দারুণ দখিণ পবন যব পরশব তবহি মিটব সব ভান।। গুণ গণ ছোড়ি দোস এক সোঙরসি নিকটহি না যাবে। দারুণ নয়নে আরতি তব বাড়ব তব ঘনশ্যাম দুঃখ না ভাব।। ১৩।।

রামকেলী। রাইক অনাদর হেরি রসিক বর অভিমানে করল পয়ান। নয়নক লোরে পথ লখই না পারই পীতবাসে মুছই বয়ান।। হরি২ নিজ অপরাধ নাজানি। সোহেন রস বতী কতি লাগি নিরশল কাহে কয়ল মুঝে মান।। ধ্রু।। মোহে উপেখী রাই কৈছে জীয়ব সো দুঃখ করি অনুমান। রসবতী হৃদয় বিরহ জ্বরে জ্বারব ইথি লাগি বিদরে পরাণ।। রাই সম্ভাষণে সুধারস সিঞ্চনে তনু তিরপিত করু মোর। গোবিন্দ

দাস যব যতনে মিলাওব তবে যশঃ গাওব গোর ॥ ১৪ ॥

দেশকার। রাইক সংবাদকো আনি দেওব এমন বাঁধিত কেহ নাই। মান ভরম ভয়ে হাম চলি আয়নু প্রাণ বহল তছু ঠাই॥ হরিহে আপন বিপদ নাহি মানি। হামারি আদেশে রাই কৈছে জীয়ব ধনী জানি তেজয়ে পরাণী॥ ধ্রু॥ গুরুজন গঞ্জন অঞ্জন লেওল নিজ পতি নিন্দ বিধানে। হামারি কারণে ধনী এতদুখ সহতহি তবে কয়লহু মানে॥ রাইক দুখ শুনি সোঙরি সোঙরি পুনঃ তেজব পাপ পরাণে। গোবিন্দ দাস কহে ধৈরজ ধর চিতে রাইসনে মিলব কান॥ ১৫ ॥

মান।

শ্রীরাগ। সুন্দরী মান করসি কোন কাজে। এত পরমাদে প্রমাদ না মানসি ভৌঁহ ধরসি কোন লাজে॥ ধ্রু॥ যোগহু ভুজবলে গিরি উপাড়ল ছাতি ধরল উহু মাথে। গোকুল লোকারি বরজে যদি জারল বাঁশী রহল নহি হাতে॥ ভূমিশয়ন তনু অনুগত হেনক নাগরী বচন বয়ানে। পালটিতে পাশ শকতি নাহি ঐছন জীবইতে সংশয় কানে॥ যাকর বিনয় নিতি শুনি অনুগত নাকর নৈরাশে। জ্ঞানদাস পহু অতি বিরহা তুরে শুনই সুখ সখী হাসে॥ ১॥

সখী প্রতি শ্রীরাধার প্রত্যুক্তি।

শ্রীরাগ। হরি পরসঙ্গ নাকর মঝু আগে। হানু নহে নাগরী ভুরা মাধব লাগে॥ ধ্রু॥ যাকর ঘরমে বৈঠে বর নারী। আগনে পিরীতি দিবস দুই চারি॥ পহিলহি নাবুঝল এতসব বোল। রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোর॥ আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল। হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥ এসখী এসখী যব রহু জীব। হরি দিগে চাহি পানী নাহি পীব॥ হামু যব

জানিতু কানুক রীত। তবে কিয়ে তাসঞে বাঁধয়ে চিত ॥ হরিণী জানয়ে পুন কুটুম্ব বিবাদ। তবুহু ব্যাধগীত শুনিতে করু সাধ ॥ ভণই বিদ্যাপতি শুন বরনারী। পানী পীয়ে কিয়ে জাতি বিচারি ॥ ২ ॥

বিহাগড়া। অখিল লোচন তাপ বিমোচন উদয়তি আনন্দ কন্দে। এক মলিনী মুখ মলিন করয়ে যদি ইথে লাগি নিন্দসি চন্দে ॥ ধ্রু ॥ রাধে বুঝনু তোহারি প্রীতিক ভাঁতি। গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি তছু আহিরিণী জাতি ॥ অখিল জীব জল জীবন পাবন মন্দ সুগন্ধ সুশীতে। দীপক জ্যোতিঃ পরশ যদি নাসহ এথি লাগি নিন্দ মরুতে ॥ স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম সুখদহ সকল শরীরে। কাগচ পত্রে জলবিন্দু যদি নাসহ ইথে লাগি নিন্দসি নীরে ॥ কতের সকল কুসুম মনমোহই নিশি মত কমলিনী সঙ্গে। চন্দক এক যদি নাহি চলই তাগ লাগি নিন্দসি ভৃঙ্গে। পাঁচ পাঁচ গুণ দশ গুণ চৌগুণ আট দ্বিগুণ সখী সাজে ॥ চম্পতি পতি মতি অকল গোবিন্দ জানিতে নাপারই লাজে ॥ ৩ ॥

বিহাগড়া। কি করব তপ জপ দান ব্রত আদিক যদি করুণা নাহি দীনে। সুন্দর কুলশীল ধনিবর যুবক কি করব লোচন হীনে ॥ হে সখী বুঝয়ে কহসি কটু ভাষা। এতন বহু গুণ এক দোষ নাশই এক দোষ বহু গুণ নাশ ॥ ধ্রু ॥ গরল সহোদর গুরুপাতী হর রাহু বদন উকারা। বিরহ হুতাশন বারিজ নাশন শীলগুণে শশী উজিয়ারা ॥ পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজসুতে কাক উচ্ছিষ্টরস পানী। সোসব অব গুণ ঢাকল একল পিক বোলত মধুরিম বাণী ॥ কানুক পিরীতি কি কহবরে সখী সব গুণ মূল অমূলে। বংশী পরাশ শবদি শতং তবহি প্রতীত নাহি বোলে ॥ পুনঃ পরিরম্ভণ চুম্বন কোরে করি সঙ্কেত কর বিকোয়াসে। আন রমণী মনে সে

নিশি বঞ্চল মোহে করল নিরাশে॥ অনলহু অধিক মোহে তনু দাহই রতি চিন দেখি প্রতি অঙ্গে। চম্পতিক পুর পেড যদি লাগল ভবতি মিলব হরি সঙ্গে॥ ৪ ।

ধানশী। নবীন নলিনী দল জিনি তনু কোমল জাগর লেপই অঙ্গে। চমকি হরি উঠয়ে কত বেরি ছাড়ত মদন রঙ্গে॥ সুন্দরী তুহু বড় হৃদয় পাষাণ। তুয়া গুণ অন্তরে লাগি নিরন্তর জপইতে আকুল কান॥ ধ্রু॥ নৈছন তরুতলে পড় নেহারই নয়নে গলয়ে ঘন লোর। রাই রাই করি সঘনে ধপয়ে হরি চম্পক দলে দেই কোর॥ দূতীক বচন শুনি রমণী শিরোমণি বচনামৃত করুপান। গোবিন্দ দাস কহে হরিত চল সুন্দরী কানু ভেল বড়ই নিদান॥ ৫॥

ধানশী। হরি বহে তুহু ভেল ভাগী। রাতি দিবস হরি আন নাহি ভাবয়ে কত বিরহ তুয়া লাগ। ধ্রু॥ চম্পক দাম হেরি সঘনেই মুরছই লোচনে বহে অনুরাগ। তুয়া রূপ হৃদয়ে জাগে নিরন্তর ধনী২ তোহারি সোহাগ॥ লাখ২ ধনী শুনয়ে মধুর বাণী তহু পানে না পাতই কান। রকভানু নন্দনী রূপই রাতি দিনি ভরমে না বোলই আন॥ রা বলই বলই না পারয়ে ধারা ধর বহে লোর। রসিক পুরুষ মণি লোটায় ধরণী কোহজ্ঞ আরতি তোর॥ ৬॥

শ্রীরাগ। কামিনী কানু করল কত মোহে। কোমল কোল কুতুহলে কামিনী কোরে কঠিন করুতোহে॥ ধ্রু॥ কালিন্দী কূল কদম্ব কাননে কুসুমিত কুঞ্জ কুটীরে। কান কলহ করি কপট কলাবতী কোজানে করব আথিরে॥ করইতে কোরে কোর কুচ কঞ্চুক কর কিশলয় কর বারি। কুটিল কটাক্ষ কুসুম শরে কোপিনী কিয়ে করুণা হামারি। করইতে কোরে

কাঁপি করয়ে কেলি কোকিল কুজিত ভাষে। কালি কুন্দদনে কৈতবে কি কহল কহতহি গোবিন্দ দাসে॥ ৭॥

ধানশী। কিশলয় সেজ্জ শুতল নব নাগর জ্বরং মনোবধ বাণে। উঠই পড়ই পন্থ নেহারই ক্ষণেং তোহারি ধেয়ানে॥ সুন্দরী কি কহব তোহারি সোহাগ। ঐছন এতিন ভুবনে নাহি দেখল যৈছন তুয়া অনুরাগ॥ ধ্রু॥ সোই পুরুখ অতি তুয়া গুণে আরতি অতিশয় সহজ স্বভাব। অঙ্গ পরশ রস মিলন দূরে রহু দেখবি দরশন লাভ॥ সোপহু নিলতি অতি গুন বর যুবতী ধর ধর শ্যাম অঙ্গের মালা। অধর সুধারস যৌবন সরবস পুরুক নাগর বালা॥ রসময় নাগর কুঞ্জ রস আগরী এসব নিশি পরকাশে। দ্বিজ রাজেন্দ্র ভাণ তেজহ কঠিন পাণে পুরাহ কানু মন আশে॥ ৮॥

ধানশী। মাধব রাধা সাধিলা ভেল। কতহু যতনে কত পরকারে বুঝাইল তবহু উতর নাহি দেল॥ ধ্রু॥ তোহারি পরসঙ্গ শুনয়ে যদি সুন্দরী শ্রবণ মুদয়ে দুহু পাণি। তোহারি পিরীতি কিরীতি কবি গাওই সো অবলা শূছবাণী॥ তোহারি সন্দেশ তাম্বুল ধরল মুই রাইক আগে। কোপে কমল মুখী পালটি নাহেরই রহই বিমুখ বিরাগে॥ যে যুনি কুলিশ সার তছু অন্তর কোন নিতায়ব মান। গোবিন্দ দাস কহ অনুমানে বুঝহ আপে সিধারহ কান॥ ৯॥

কলহান্তরিতা।

শোহিনী। কুঞ্জসে নিকসই মানিনী রাই। অরুণিত লোচনে সখী মুখচাই॥ চলইতে অঙ্গ চলই নাপারি। ছলং নয়ানে গলয়ে ঘন বারী॥ টুটল মান ভেল বিরহ তরঙ্গ। গৃহ মাঝ বৈঠল সহচরী সঙ্গ॥ কহইতে অন্তর গদং ভাষ। বিমুখ হই

যাউক পরাণ।। এসখী ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ। শুনি উপহাসব যুবতী মাঝ।। পরিজন কিয়ে পিরীতি অনুরোধে। দুরজন কিয়ে সুজন পরবোধে।। কুলবতী বল্লভ নাগর কান। গোবিন্দ দাস ইহ রসগান।। ৫ ।।

বিভাষ। চরণে ধরি হরি হার পিন্ধায়ল যতনে গাঁথি নিজ হাত। সোনাঁহি পহিরনু দূরহি ডারনু মানিনী অবনত মাথ।। সখীহে বিহি মোরে বিপরীত ভেল। দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব রোখে বিমুখ ভৈগেল।। ধ্রু।। গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল হাম নাপালটি নেহার। কতক লছমী চরণেহি ডারনু অবাক করব পরকার। সোবহু বল্লভ সহজই দুল্লভ দরশন লাগি মন ঝুর। গোবিন্দ দাস যব আনি মিলায়ব তবহুঁ মনোরথ পূর।। ৬।।

সুই। শুনইতে কান মুরলী রব মাধুরী শ্রবণ নিবারনু মোয়। হেরইতে রূপ নয়ন যুগ ঝাপিনু তব মোহে রোখলি ভোর।। সুন্দরী তৈখনে কহলম তোর। ভরমহি ওসঞে লেহ বাঢ়ায়লি জনম গোঙায়বি রোয়।। ধ্রু।। বিনু গুণ পরখি পরক রূপ লালসে কাহে সোঁপলি নিজ দেহা। দিনে দিনে খোই সোরূপ লাবণি হৃদয়ে নানাদ্ধহ থেহা।। যো তুহু হৃদয় প্রেম তরু রোপলি শ্যাম জলদ রস আশে। সোনিজ নয়ন নীরে পুনঃ সিঞ্চহ কহতহি গোবিন্দ দাসে।। ৭।।

ঝিঁঝিট। স্বর্ণ বর্ণ বিবর্ণ ভৈগেও পূর্ণ বিধুমুখী ভূণ নিরস লরে। নয়ন পঙ্কজ নোরে ভিগেল হিয়াক অম্বরে।। মান ভেল তুয়া প্রাণ গ্রাহক নহিলে উপেক্ষসী নায়ক যো ভেল সোভেল অবুহু অবধিনী আপনা সম্বররে।। যতহু মন মাহা কোপা উপজত্তো ততহি কোপ করিতে সমোচিত। পায়ে পরিণত যোজন হোগত তাহেকি তেজয়েরে। হিতও কহিতে অহিত মানসি সুহৃদ গণে তুহু বৈরি জানসি অতয়ে দেখি

নি নিরবে রহি নাহি উত্তর দিয়ে রে॥ যাবিনু শত তিলেক সাওত সো তোয়ে মিনতি করল কত২ কওল কর জোরে নাহি অম্বর ধরণী লুটালরে॥ ঐছে হট পুনঃ পালটি বৈঠলি কান্ত বদন নিতান্ত না হেরলিরে। চন্দ্র শেখর ভণয়ে ভামিনী পিরীতি ভাঙ্গলীরে॥ ৮॥

সুই। সখী নাহি বোলহ আর। হাম ফল পায়নু তার॥ সহজই মতি গতি বাম। তৈছন ইহ পরমাণ॥ যৈছে গরবে হিয়া পূর। সোসব হোওল চূর॥ অবহু বা রহু যাও প্রাণ। সমোচিত করলহু মান॥ তৈছে রহয়ে মঝু দেহ। সহ করহ অবথেহ॥ তুহু যদি নাপূরবি আশ। কি করব বলরাম দাস॥৯

সুই। তিল এক শয়নে স্বপনে যোমঝু বিনে চমকিই করু কোর। ঘনং চুম্বনে গাঢ আলিঙ্গনে নিঝোর ঝোরে বহ লোর॥ সজনী সে যদি করু নিঠুরাই। নাজানিয়া কোবিধি নিধি দেই লেওল সো সুখ করি বিছুরাই॥ ধ্রু॥ তুহু কাহে বিরস বচনে মঝে মারসি ডারসি শোক কি কূপে। মূরছিত জনে যতন নহে সমোচিত জগজনে কহব কি রূপে॥ ভাঙ্গ যমান সবহু জন গঞ্জনে পিরীতিং করিবাধা। রসিক সুনাহ আপনে সুখ পাওব এবাড় মরমে মঝু সাধা॥ সোমুখ চাঁদ হৃদয়ে ধরি পৈঠব কালিন্দী বিষ হৃদনীরে। পামরী গোবিন্দ দাস যাওব সাজি আনল তছু তীরে॥ ১০॥

বিভাস॥ কি কহলি কঠিনী কালীহৃদে পৈঠবি শুনইতে কাঁপয়ে দেহা। ঐছন বচন কানু যব শুনব জীবনে নাবান্ধব থেহা॥ তাহে তুহু বিদগধ নারী। অনুচিত দেহ যদি ছোড়বি মরমহি বিরহ বিথারি॥ কানুক চিত রীত হাম জানত কবহু নহত নিঠুরাই। তুহু যদি তাহে লাখ গোরি দেয়সি তবহু রহত মুখ চাই॥ ঐছন বোল না বলসি সুন্দরী কাহে

পরমাদসি এই। গোবিন্দ দাস সপদি তোহে শতং যদি উদ্বেগ বাঢাই ॥ ১১ ॥

গান্ধার। মান কয়লি তো কয়লি কলহে কাহে কান্দাসি বৈঠ রহ তুহু ভওনে। সো কাঁহা যাওব আপহি আওব পুনহি লোটাওব চরণে॥ সুন্দরী বচনে করিও বিশয়াস। সজল নয়ানে হরি ধরণী লোটাওত চিতে রহল মন্ধু পাশ॥ ধ্রু॥ বেণু ধেনু তেজি সকল সখাগণ পারহরি নীপ মূলে বসই। হরি২ বলি শিরে কর হানই তুয়া নাম করিয়া নিশাসই॥ তুয়া নাম লাগি কত বেরি২ মন্ধু ঘরে জাওব হাতে হরি মাধব লাখ। নারে শেখরে কহে তবে তুহু জানত কাহে করত হুতাশ॥ ১২॥

বালা ধানশী। হরি বড় গরবি গোপী মাঝে বসই। সোই করাব যাহে বৈরি না হসই॥ পাঁজলতি বৈঠবি শ্যাম করি বাম। সঙ্কেত জানায়বি হানাবি পাশাম॥ যব হরি হরখি পুছয়বি তোয়। ইঙ্গিতে নিবেদন জানায়বি মোয়। মৃগমদ করে মাখি দরশায়বি তেম। কর উলটায়বি পুছইতে খেম॥ যব চিতে দেখবি বড়ি অনুরাগ। তৈখনে জানায়বি হৃদয় জনু লাগ॥ সখীগণ গণইতে তুহু সে সেয়ানি। তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥ ইতে বিনু ভোরবি বিদ্যাপতি ভাণ। নান রহক পুন যাউক পরাণ॥ ১৩॥

ভুপালী। রাইক বিনয় বচন শুনি সহচরী চললহি নাগর আগে। তুকর তাকর বদন হেরি শ্যামর মানল আপন সোহাগে চটপটি ধূলী ঝাড়ি উঠি বৈঠল হরি দূতী আন পথে গেল। দূতী ২ করি বহুত কুকারল শুনি দূতী উত্তর নাদেল॥ পুনহি বোলাওত কান। দূতী কহত হামে কোন বোলাওত নাগর কহতহি হাম॥ ধ্রু॥ ইহা কাহা বৈঠলি মোহে বোলাওলি ত্বরিতে কহত তুহু মোয়। শ্যামা সখী মোহে ত্বরিতে বোলা

ভত পিছু আসি মিলব তোয় ।। ক্ষেণে রহুং বলি পহু আগ রল কাতরে রহু মুখ চাই। আজুক বাত তুহু কিয়ে জানসি মোহে উপেখল রাই ।। দূতী কহত তুয়া কৈছনে পিরীতি, প্রীতি বুঝই নাপারি । সো যদি মান ভরমে তোহে রোখল তুহু কাহে রোখলি ছোড়ি ।। আপন দোখ জানসি যদি হৃদি মাহা কাহে বাড়াওলি বাত। গোবিন্দ দাস তোহারি লাগি মাধব আপ চলহ মঝু সাথ ।। ১৪ ।।

শোহিনী। দূতীক বচন শুনি রসিক শিরোমণি আওল তাকর সাথ। দূর সঞে হেরি সোবর নাগরী অবনত করি রহু মাথ ।। কর যোড়ি সাধই কান। হাম তুয়া কিঙ্কর পড়ি চরণ তল তেজ ধনী দারুণ মান ।। ধ্রু।। এত কহি নাগর অন্তর গরং চরকিং পড়ু মোর। হেরি সুধামুখী আকুল অতি সোমুখ হেরি বিভোর ।। ছলং নয়ান শ্যাম কর কিশলয় ধরি কহে গদং ভাষ। জলদ গোপাল বিধু তেহে উদয় ভেল কহ যদুনন্দন দাস ।। ১৫ ।।

• গান্ধার। রাই হেরল বর সোমুখ ইন্দু। উছলল মন মাহা আনন্দ সিন্ধু ।। ভাঙ্গল মান রোদনহি ভোর। কানু কমল করে মুছই লোর ।। মান জনিত দুঃখ সব দূর গেল। দুহু মুখ দরশনে আনন্দ ভেল ।। ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ। আনন্দে মগন ভেল দেখি দুইজন ।। নিকুঞ্জের মাঝে দোহে কেলি বিলাস। দূরহু দূরেরহু নরোত্তম দাস ।। ১৬

ধানশী ।। ছিছি মানের লাগি শ্যাম বন্ধুরে হারাইয়াছি লাম। শ্যামল সুন্দর মধুর মূরতী পরশে শীতল হইলাম ।। শ্রীমধুমঙ্গলে আন কুতূহলে ভুঞ্জাও ওদন দধি। হারা যেন ধন পুনহি মিলল সদয় হইল বিধি ।। নিজ সুখ রসে পাপি নী পরশে নাজানে প্রিয়াক সুখ। কহে চণ্ডীদাসে এলাগি আমার মনেতে উঠয়ে দুঃখ ।। ১৭ ।।

ভাবি বিরহ ॥

অক্রূর সম্বাদ। রাগ ধানশী ॥ নাজানি কোন মথুরাসে আয়ল তাহে হেরি জীউ মোর কাঁপ। তবধরি দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে নোরে নয়ন দুহু ঝাঁপ ॥ সখীহে অব কুশল শত নাহি মানি। বিপদহু লাখ তৃণ করি মানিয়ে কান বিচ্ছেদ হোয়ে জানি ॥ ধ্রু। কি ঘর বাহির অতি নাহে থির জাগরে নিদ নাভায়। গঢল মনোরথ তৈখনে টুটল কি সখী করব উপায ॥ কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জই সঘনে রোয়ে শুক শারী। গোবিন্দ দাস আনি সখী পুছহ কাহে এত বিঘনি বিথারি ॥ ১ ॥

সুহই ॥ নামহি অক্রূর ক্রূর নীচাশয় সোই আয়ল ব্রজমাহ। ঘরেং ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল কালিনি করিম মাজ। সজনী রজনী পোহায়ব কালি। রচহ উপায় যৈছে নহে প্রাতর মন্দিরে রহু বনমালী ॥ ধ্রু ॥ যোগিনী চুরণ স্মরণ করি সাধব বাঁধব যামিনী নাথে। নক তক চাঁদ বেকত রহু অম্বর যৈছে নহে পরভাত ॥ কালিন্দী দেবী সেবি তাকে ভাখব রাখব নিজ অনুগাতে। কিয়ে শমন আনি তুরিতে মিলায়ব গোবিন্দ দাস অনুমাতে ॥ ২ ॥

বরাড়ী। হরি নাকি যাবে মধুপুর। ছাড়িব গোকুল বাস জীবনে কি আর আশ বধভাগী হইল অক্রূর ॥ ধ্রু। ছাড়িব গোকুলচন্দ্র পরাণে মরিব নন্দ মরিবেক রোহিণী যশোদা। গোপীর মরণ দৈবে অনুমান করি সভে সভার আগে মরিবেক রাধা ॥ আর না শুনিব বেণু আর নাদেখিব কানু আর নাকরিব নাস বেশ। এমন ব্যথিত থাকে কানুরে বুঝাইয়া রাখে বিধি বিনে নাই উপদেশ ॥ মথুরা নাগরী যত তাহা কৈলে পয়োবৃত বরজ রমণী অনাথ। গোবিন্দ দাস কহ হৃদয়ে এদুঃখ সহ অবশ্য মিলিবে প্রাণনাথ ॥ ৩ ॥

দিয়া ।। উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি। কঠিন পরাণ রে নিলজ তিরি জাতি ।। কতদূরে পিয়া মোর করে পরবাস। সমতি নাহোয়ে কহে বলরাম দাস ।। ২ ।।

সুহই। সখী হামারি পিয়া। অবহু না মিলে কুলিশ হিয়া ।। নখর খোয়ায়লু দিন লেখি২। নয়ান আঁধুয়া ভেল প্রিয় পথ পেখি ।। যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল। কিয়া দোষ কিয়া গুণ বুঝই না ভেল ।। অব হাম তরণী বুঝলু রসভাস। হেন কহি নাহি বুঝাইয়া পাশ ।। ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। ধিরজ ধর চিতে মিলিবে মুরারি ।। ৩ ।।

শ্রীগান্ধার। আঘান মাস রাস রস সায়র নায়র মাথুর গেল। পুরনারী গণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন বন সম ভেল।। আয়ত পৌষ ঋতু সার সমীরণ চমকর হিম অনিবার। নাগরী কোরে ভোরি শঠ নাগর করব কোন পরকার ।। মাঘ নিদাঘ কোন পাতিয় আয়ব আতপ বিকাশ। দিনমণি তাপে নিশাপতি ছোড়ল কানু বিনু সবহু হুতাশ ।। ৩ ।। ফাগুনে গুণি গুণি নাগর গুণমণি ফাগুয়া খেলত রঙ্গে। বিরহ পয়োধি অবধি নাহি পায়ই দুরত মদন তরঙ্গে ।। ৪ ।। আয়ত চৈত চিতক বান্ধব ঋতুপতি নব পরদেশ। কানন কুসুম কুসুম শরে হানল কানু রহল পরদেশ ।। ৫ ।। মাধব মাসে সাধ বিধি সাধল পিককুল পঞ্চম গান। মধুকর বোলে জীবন ক্ষীণ দোলত কোন মিলায়ব কান ।। ৬ ।। জেঠহি মিঠে কতই নব রঙ্গিনী চন্দ্রিনী চাঁদনী রাতি। শীতল পবন সবহু মোহে লাগল দারুণ মনোমথ সাথি ।। ৭ ।। আয়ত আষাঢ়, বাড়ু বিরহানলে হেরি নব নীরদ পাঁতি। নীরদ মূরতি নয়নে জনু লাগল নিঝরে ঝরে দিনরাতি ।। ৮ ।। শাওন সঘন ঘন ঘন গরজন উনমত দাদুরি বোল। চমকিত দামিনী জাগরি যামিনী জীবন কণ্ঠহি লোল ।। ৯ ।। ভাদর দিন দিন

দারুণ দুরদিন কাঁপল দুর দিনবন্ধ। শীকর নিকর থির নহে অম্বর দহই মনমথ মন্দ ॥১০॥ আশ্বিন মাসে বিকশিত পদমিনী সারস হংস নিনাদ। নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর মোহে কৈছে বিছুরল কান ॥১১॥ কার্ত্তিক মাসে আশ নিরাশল কো বিহি [illegible] রাস। নিকরুণ কান কোন মধু [illegible] যায়ল চলুতহু গোবিন্দ দাস ॥ ১২ ॥ ॥

॥ ধানশী ॥ পিয়ার ফুলের বন পিয়ার ভ্রমরা। পিয়া বিনা ঝুরি কাঁদিতে মধু না খায় তারা ॥ মো যদি জানিতাম পিয়া যাইবে ছাড়িয়া। হিয়ার ভিতরে প্রাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া। কেমন দারুণ বিধি মোর হাতে দিল। এছার পরাণ কেন অবশ রহিল ॥ মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুখ। নিশ্চয় মরিব পিয়ার না হেরি চাঁদমুখ ॥ এই খানে করত কেলি বসিয়া নাগর রাজ। কেবা নিল কিবা হইল কে [illegible] বাজ ॥ গোপিয়া পিয়ার আমি আছি একাকিনী। এ ঘোর শরীরে আছে নিলজ পরাণী। চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া। মুই অভাগিয়া আগে মরিব [illegible] ॥ [illegible] ॥

॥ বরাড়ী ॥ এই না মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া যোগি যেন সদাই ধেয়ায়। হেন পিয়া বিনু হিয়া ফাটিয়া না যায়গো নিলজ পরাণ নাহি যায়। আমারে করিয়া কোলে শয়নে স্বপনে দেখে যামিনী জাগিয়া পোহাই। আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া কৈমনে দিবস গোঙাই ॥ আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে ফুল তুলি বিহরয় বন। কিশলয় দল তুলি শেজ বিছাইলি রস পরিপাটির কারণ। অনেক দিবস হইল পিয়া কেনে না আইল কার মুখে না শুনি সম্বাদ। গোবিন্দ দাস চলু শ্যাম সমুঝাইতে দারুণ মদন বিষাদ ॥ [illegible]

সুই। কহইতে গোরী নোরে ভরি লোচন মুরছি পড়ল তনু ভোরি। কাহিনী না বোলত শ্যাম নাহিত গো নিশিখ তেজলি গোরী॥ রাইক বিগতি দেখি সহচরী আকুল কর তহি বিবিধ উপায়। কোই কোরে আগরি বসনে মুখ মোছই শ্রবণে কানুর গুণ গায়॥ সোনাম নুবধ ধনী গোরী। শ্যামক নাম শ্রবণে যব পৈঠল অমনি উঠিল তনু মোড়ি॥ ৭॥

ধানশী। রাইক শেষ দশা নিজ সখী মুখে শুনি চন্দ্রাবলী রোই। নিজ তনু ভাবি ভূমে গড়ি যাওত কুন্তলে কুন্তলে কোই॥ রাইক প্রেমে পুনহি নন্দ নন্দন আওব বরেছিনু আশা। যে সব মনোরথ বিহি কৈল অন্যমত একদিনে ভেল নৈরাশ॥ এতবলি পুনঃ শিরে কর হানই মুরছিত হরল গেয়ান। পদ্মা দেবী সখী কোরহি লেওল ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান॥ বহুক্ষণে চেতন পাইল নলিনী মুখী ছোড়ল দীঘ নিশ্বাস। রাইক নিয়ড়ে লেই চলু সহচরী কহ পুরুষোত্তম দাস॥৮

সুই। যেখানে পড়িয়াছে রাই। চন্দ্রাবলী তথা যাই॥ রাইক হেরত বয়ান। ঝর ঝর ঝরত নয়ান॥ সই ছলে জীবই রাই। ঐছন রচহ উপায়॥ এতকহি কহিতে না পারি। মুরছি পড়ল তনু মোরি॥ পুরুষোত্তম অনুরোধে। ভগবতী দেহি পরবোধে॥ ৯॥

ভাটিয়ারী। যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি। সেখানে লিখিহ মোর নাম দুইচারি॥ মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম। জনম অবধি মোর এই পরণাম॥ নিজগণ গণ ইতে লিহে মোর নাম। পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম॥ নিচয়ে মরিব আমি সে কানু উদ্দেশে। অপসর জানি কিছু মাগিহ সন্দেশে॥ দিনে একবার পহু লিহে মোর নাম। অকণ ভনহ করে দিহে জল দানে॥ বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারী। ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১০॥

ধানশী। বিরহ অনলে যদি দেহ খোয়ায়বি খোয়ায়বি আপন পরাণ। তুয়া অনুচরী সখী কই নাজীবই সবহু করব সমাধান॥ সুন্দরী মাধব আয়ব গেহ। তোহারি দশা শ্রবণে যব শুনব তব কি করব সোই দেহ॥ ধ্রু॥ আপনক যাতে রমণী কুল বাতবি বিহনে শ্যামর চন্দ। জগভরি পূলক কলঙ্ক তুয়া ঘোষব কমল সবন্ধ॥ সকল কমল তেই কমলা পতি পুজহ আরাধহ মনমথ দেব। গোপাল দাস ভ শ তব পুরব রাধামাধব সেব॥ ১১॥

সুই। কৈছনে সাজল সখী তুই চার। এরিতকি মিলল রসিক মুরারি॥ তাহারে পুছল ব্রজ কুশল কি বাত। কৈছনে নন্দ যশোমতী মাত॥ কৈছনে কাননে চরতহি ধেনু। কৈছনে সখা গণে পূরত বেণু॥ কৈছনে যমুনা উথলহি নীর। কৈছনে শারী শুক বোলক কীর॥ কৈছনে আছয়ে ব্রজ কুলনারী। কৈছনে আছয়ে রাই হামারি॥ ইহ সব পুছইতে গদ গদ ভাষ। মুরছি পড়ল তহি গোবিন্দ দাস॥ ১২॥

বরাড়ী। করতলে চাঁদ বয়ান রহু থির। অহনিশি লোচনে ঝরতহি নীর॥ বিগলিত নিন্দ বহই ঘনশ্বাস। দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন হুতাশ॥ এছন অবহু অবধি বহি যাই। বিঘটিত সপাত মুরছিত জনি রাই॥ ধ্রু॥ কমলিনী কিশলয়ে সেজি বিছাই। সহচরী মেলি মৃতাগ্নি তাই॥ শতগুণ মদন দহন তনু ভেল। সো তনু পরশে ভসম হৈ গেল॥ চন্দন পরশে চমকি ঘন উঠই। নিনে হিমকর কিরণে মুরছি মহী লুঠই॥ গোবিন্দ দাস কহে মুগধল কান। স্মরি তহি গোকুলে করহ পয়ান॥ ১৩॥

বরাড়ী। মাধব তুহু যব নিকরুণ ভেল। মিছ অবধি দিন গণি কত রাখব ব্রজ বধূ জীবন শেল॥ ধ্রু॥ কেহু যমুনা জল কেহু ধরণী তল কেহু২ লুঠই কুঞ্জ। এতদিনে বিরহ মরণ পথ

মোর আছে। রাধাবলি কেহ সুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার
কাছে॥ একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটি কমল পায়॥ না ঠেল
না ঠেল ছলে অবলা অখলে যে হয় উচিত তোর। ভাবিয়া
দেখিলাম প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর॥ আঁখির
নিমিখে যদি নাহি দেখি তবে সে পরাণে মরি। চণ্ডীদাসে
কয় পরশ রতন গলায় গাঁথিয়া পরি॥ ৮॥

সুহই। সুন্দরী আমারে বলিছ কি। তোমার লাগিয়ে
ভাবিয়েং বিকল হইয়াছি॥ স্থির নহে মন সদা উচাটন স্বাস্থ
নাহিক পাই। গগনে ভুবনে দিশে দেশে সদাই দেখিয়ে রাই।
শুন বিনোদিনী প্রেমের কাহিনী পরাণে বান্ধা। একই
পরাণ দেহ ভিন২ জ্ঞানে সে নাহি বাধা॥ ৯॥

মথারাগ। রাই তুমি সে আমার গতি। তোমার কারণে
রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি॥ নিশি দিশি সদা বসি
আলাপনে মুরলী লইয়া করে। যমুনা সিনানে তোমার কার-
ণে বসি থাকি তার তীরে॥ তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্ব তলাতে থাকি। শুনহ কিশোরী চারি দিগ হেরি যে-
মত চাতক পাখী॥ তব রূপগুণ মধুর মাধুরী সদাই ভাবনা
মোর। করি অনুমান সদা করি গান তব প্রেমে হইয়া ভোর॥
চণ্ডীদাসে কয় ঐছন পিরীতি জগতে আর কি হয়। এমত
পিরীতি না দেখি কখন ইহা না কহিলে নয়॥ ১০॥

ধানশী। কানু কহে রাই কহিতে ডরাই ধবলী চরাই মুই।
রাখালীয়া মতি কি জানি পিরীতি প্রেমের পশরা তুই॥ ফিরি
বনেং ধবলীর সনে পিরীতি কি জানি রাই। যে গুণে আমা-
রে বেন্ধেছ কিশোরী তার শোধ দিতে নাই॥ তুমি মম বুদ্ধি
সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি সকল সুখদ ধাম। আমি সব পরিশ্রম নিবারি
লইয়ে বাঁশীতে তোমার নাম॥ প্রণয় অধিক আতঙ্ক ফণিরাই

তোমার প্রসঙ্গ বিনু। কান্ত কহে কানু হইবে খালাস গৌর হইয়ে তনু ॥ ১১ ॥

গান্ধার। তেজি কাল বরণ করিব ধারণ তোমার অঙ্গের কান্তি। তুয়া নাম লয়ে আকুল হইয়ে অশ্রুজলে হব শান্তি॥ মেলি ভক্তগণ করিব কীর্ত্তন রাধা২ ধ্বনি করি। ক্ষণে২ মূর্চ্ছা হইবে যখন অচেতনে রব পড়ি॥ যবে ভেবে তব ভাব হবে প্রেম ভাব স্বভাব ছাড়িবে দেহ। তেজি বংশীধর হবো দণ্ডধর রাখিতে নারিবে কেহ॥ অমূল্য রতন তব প্রেমধন অযাচকে দিব আনি। বীরচন্দ্রে কয় তবে সে খালাস পাইবে প্রেমের ঋণী ॥ ১২ ॥

ভক্তের প্রার্থনা।

ভৈরবী। ভজহ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ। দুর্লহ মানুষ জনম সত সঙ্গে তরহ এভব সিন্ধু॥ ধ্রু॥ শীত আতপ বাত বরিখনে এদিন যামিনী জাগি। বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ লব লাগি। একপ যৌবন ভবন ধন জন ইথে কি আছে পরতিত। কমল জল দল জীবন টল মল সেবহ হরিপদ নিতি॥ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দাসী। পূজন সখীগণ আত্ম সমর্পণ গোবিন্দ দাস অভিলাষী॥১

যথারাগ। পতিত পাবনী ধনী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী বারেক কৃপা করিতে যুয়ায়। দূরে না পেলিহ মোরে রাখিহ সখীর মেলে মিছাকাজে এজনম যায়॥ কি কহিব মহিমা ত্রিভুবনে নাহি সীমা ব্রজেন্দ্র নন্দন মন মোহিনী। এতেক মহিমা শুনি শরণ লইনু পুনি ব্রজকুল উদ্ধার কারিণী॥ মোরে কি এমন হব শ্রীরাধার চরণ পাব সখী সঙ্গে কুঞ্জে করোবাস। অন্ধ কূপ গৃহ মাঝে ডুবি রৈণ মিছাকাজে নিবেদন গোবিন্দ দাস॥২

সমাপ্তঃ।